NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ রাজ্যসভা ভোটে মনোনয়ন জমা দিলেন বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা

'বন্দেমাতরম' আইন নিয়ে প্রশ্ন, প্রমাণ চাইল হাইকোর্ট ৩

কলকাতা ৬ মার্চ ২০২৬ ২১ ফাল্গুন ১৪৩২ শুক্রবার উনবিংশ বর্ষ ২৬৩ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 06.03.2026, Vol.19, Issue No. 263, 8 Pages, Price 3.00

ফাইনালে উঠল ভারত

মুম্বই, ৫ মার্চ: ইংল্যান্ডকে হারিয়ে বিশ্বকাপের ফাইনালে সূর্যকুমার যাদবেরা। আগামী রবিবার আমদাবাদে নিউ জিল্যান্ডকে হারাতে পারলে বিশ্বের প্রথম দল হিসাবে টানা দু'বার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতবে ভারত। হ্যারি ব্রুকদের ৭ রানে হারিয়ে ফাইনালে উঠল টিম ইন্ডিয়া। এদিন টসে হেরে প্রথমে ব্যাট করতে নামে ভারতীয় দল। সেমিফাইনালে ওয়াংখেড়েতে ইংল্যান্ডের কাছে ২৫৪ রানের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে ভারত। এই নিয়ে চতুর্থ বার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের খেতাবি লড়াইয়ে ভারত।

ভোট মিটল, শান্তি ফিরবে কি নেপালে?

কাঠমান্ডু, ৫ মার্চ: নেপালে ওলি সরকারের পতনের পর বৃহস্পতিবার ছিল পার্লামেন্ট নির্বাচন। ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কেপি শর্মা ওলির নেতৃত্বাধীন সরকারের বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠেছিল দেশের নতুন প্রজন্ম জেন জি। বিক্ষোভের জেরে নেপালে পতন হয়েছিল প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলির সরকারের। তিন দিন পরে সে দেশের সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সুশীলা কারকি অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন। বিভিন্ন স্তরে আলাপ-আলোচনা শেষে সে দেশের নির্বাচন কমিশন ৫ মার্চ পার্লামেন্ট নির্বাচনের দিন ঘোষণা করেছিল। ২০ জানুয়ারি মনোনয়ন জমা নেওয়া শুরু হয়েছিল। মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ছিল ২৩ জানুয়ারি।

কাঠমান্ডু পোস্টের প্রতিবেদন অনুসারে, নেপালে এদিন ভোটদানের হার ছিল ৬০ শতাংশ। নির্বাচন কমিশনকে উদ্ধৃত করে সে কথা জানিয়েছে তারা। এদিন ২৭৫টি আসনে এদিন ভোট দেন প্রায় ১ কোটি ৯০ লক্ষ ভোটার। ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে ৬৫টি রাজনৈতিক দল। নেপাল পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ 'হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস'-এর ২৭৫ আসনের সদস্যদের বাছতে এদিন জোড়া ব্যালটে ভোট দেয় নেপাল। এর মধ্যে ১৬৫টিতে প্রত্যক্ষ এবং ১১০টিতে পরোক্ষ নির্বাচন হয়েছে।

প্রায় ৬৫টি দল নির্বাচনে যোগ দিলেও লড়াই মূলত চারটি দলের মধ্যে। এই দলগুলি হল প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলির দল কমিউনিস্ট পার্টি অফ নেপাল (ইউএমএল), আর এক প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পুষ্পকমল দহাল ওরফে প্রচণ্ডর নেপালি কমিউনিস্ট পার্টি, গগনকুমার থাপার নেপালি কংগ্রেস এবং বলেন্দ্র শাহ-র রাষ্ট্রীয় স্বতন্ত্র পার্টি।

যুদ্ধ নয়, শান্তির বার্তা মোদীর

সমর-সংঘাত সমাধান নয়

নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ বুধবার ভারত মহাসাগরে ইরানি রণতরীর উপর হামলা চালিয়েছে মার্কিন সাবমেরিন। ওই ঘটনায় ৮৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। ১৪৮ জন নিখোঁজ। এই পরিস্থিতিতে পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ-সহ যাবতীয় যুদ্ধ নিয়ে শান্তির বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার দিল্লি থেকে তাঁর বার্তা, 'আমরা দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করি যে, কেবল সামরিক সংঘাতের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান হয় না।' ইরান যুদ্ধের পাশাপাশি এদিন ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়েও একই বার্তা দিয়েছেন মোদী।

ভারতে সফরে দিল্লিতে এসেছেন ফিনল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার স্টাব। এদিন ইউরোপের প্রতিনিধিকে পাশে বসিয়ে যুদ্ধের বিরুদ্ধে যৌথ বিবৃতি দেন মোদী। তিনি বলেন, 'ভারত এবং ফিনল্যান্ড উভয়ই আইনের শাসন, আলোচনা এবং কূটনীতিতে বিশ্বাস করে। ইউক্রেন হোক বা পশ্চিম এশিয়া, আমরা একমত যে কেবল সামরিক সংঘাতের মাধ্যমে কোনও সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। আমরা সংঘাতের দ্রুত অবসান এবং শান্তির জন্য সকল প্রচেষ্টাকে সমর্থন করে যাব।'

বৃহস্পতিবার ফিনল্যান্ডের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠক করেন মোদী। এর পর ভারতের সঙ্গে ইউরোপের সুসম্পর্কের কথা তুলে ধরেন তিনি। বলেন, 'বর্তমানে গোটা বিশ্ব একটা অস্থিরতার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বের নানা প্রান্তে সংঘাতপূর্ণ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, সে ইউক্রেন হোক বা পশ্চিম এশিয়া। এই পরিস্থিতিতে ভারত এবং ইউরোপ বিশ্বের দুই বিরাট গণতান্ত্রিক শক্তি সম্পর্কের সোনালী অধ্যায়ে প্রবেশ করেছে। আমাদের পারস্পরিক বোঝাপড়া আন্তর্জাতিক সুস্থিতি, উন্নয়নকে শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ করবে।' পাশাপাশি মোদীর দাবি, জটিল আন্তর্জাতিক চ্যালেঞ্জ সামলানোর জন্য আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলির সংস্কার প্রয়োজন। এই সঙ্গে সব ধরনের জঙ্গিবাদ মূল থেকে উৎপাটন জরুরি।

> আমরা দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করি যে, কেবল সামরিক সংঘাতের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান হয় না। আমরা সংঘাতের দ্রুত অবসান এবং শান্তির জন্য সকল প্রচেষ্টাকে সমর্থন করে যাব।
>
> — নরেন্দ্র মোদী

মার্কিন জাহাজে প্রত্যাঘাত ইরানের!

তেহরান, ৫ মার্চ: এ বার আমেরিকার জাহাজে হামলা চালাল ইরান। উত্তর উপসাগরীয় এলাকায় একটি মার্কিন পণ্যবাহী জাহাজ -এ হামলা চালিয়েছে ইরানের রেভোলিউশনারি গার্ড। রয়টার্স সূত্রে এমনটাই জানা যাচ্ছে। ইরানি বাহিনীর দাবি, হামলার পরে আগুন ধরে গিয়েছে মার্কিন পণ্যবাহী জাহাজটিতে।

বুধবারই ভারত মহাসাগরের বুকে ইরানের এক রণতরীতে হামলা চালায় আমেরিকার ডুবোজাহাজ। টর্পেডো ছুড়ে ধ্বংস করে দেওয়া হয় ইরানের ওই যুদ্ধজাহাজকে। ওই হামলার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই এ বার প্রত্যাঘাত করল ইরান। রণতরীতে হামলার জবাবে মার্কিন পণ্যবাহী জাহাজে প্রতিআক্রমণ চালাল তেহরান। যদিও এই হামলার বিষয়ে মার্কিন কর্তৃপক্ষের কোনও প্রতিক্রিয়া প্রাথমিক ভাবে মেলেনি।

ঘটনাচক্রে, উত্তর উপসাগরীয় অঞ্চলে এই হামলার খবর প্রকাশ্যে আসার কিছু সময় আগেই আমেরিকার উদ্দেশে হুঙ্কার দেয় ইরান। তেহরানে বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি সমাজমাধ্যমে লেখেন, রণতরীতে হামলার জন্য 'পস্তাতে' হবে আমেরিকাকে। তার পর পরই জানা যায়, উপসাগরীয় অঞ্চলে আমেরিকার একটি ট্যাঙ্কার আক্রমণ চালিয়েছে ইরান। ওই ট্যাঙ্কারে কত জন ছিলেন, সেটিতে করে কী ধরনের পণ্য নিয়ে আসা হচ্ছিল, তা এখনও প্রকাশ্যে আসেনি। অন্যদিকে, আমেরিকা-ইরান যুদ্ধের রেশ এ বার আজারবাইজানেও। বৃহস্পতিবার দুপুরে ইরান সীমান্তের কাছে আজারবাইজানের নখচিভন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আছড়ে পড়ে ড্রোন। সে দেশের একটি স্কুল ভবনের কাছেও ড্রোন আছড়ে পড়েছে বলে জানাচ্ছে রয়টার্স। দাবি করা হচ্ছে, ইরানের দিক থেকেই ওই ড্রোনগুলি উড়ে এসেছে। যদিও ইরান তা অস্বীকার করেছে।

প্রাথমিক ভাবে জানা যাচ্ছে, দু'টি ড্রোন বৃহস্পতিবার আজারবাইজানে এসে পড়েছে। তার মধ্যে একটি এসে পড়েছে ইরান সীমান্ত থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার দূরে নখচিভন বিমানবন্দরের টার্মিনাল ভবনে।

খামেনেইয়ের মৃত্যুতে শোক ভারতের

দূতাবাসে বিক্রম, ফোনে জয়শঙ্কর

নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচির সঙ্গে ফোনে কথা বললেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে ইরানের দূতাবাসেও গিয়েছেন বিদেশসচিব বিক্রম মিশ্রি। ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেইয়ের মৃত্যু হয়েছে শনিবার ভোরে। সেই ঘটনার পাঁচ দিনের মাথায় তেহরানের সঙ্গে সরাসরি কথা বলল ভারত। এত দিন পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি নিয়ে মন্তব্য করলেও ভারত সরকারের তরফে ইরানের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ করা হয়নি। খামেনেইয়ের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশও করা হল এই প্রথম। প্রথম থেকেই মোদী শান্তির বার্তা দিচ্ছেন। সব পক্ষকে সংযত হয়ে আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের কথা বলেছেন তিনি। ইতিমধ্যে একাধিক রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ফোনে কথা বলেছেন।

নির্বাচনের মুখে আচমকা পদত্যাগ বোসের নয়া রাজ্যপাল আরএন রবি, বিস্মিত মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আচমকাই পদত্যাগ করলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। কী কারণে এই সিদ্ধান্ত, এখনও স্পষ্ট নয়। সূত্রের খবর, তিনি দিল্লিতে রয়েছেন। সেখানেই পদত্যাগপত্র জমা দিয়ে দিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন আসন্ন। তার আগে কেন হঠাৎ তিনি পদ ছাড়লেন, জল্পনা শুরু হয়েছে। রাজ্যপাল হিসাবে তাঁর মেয়াদ শেষ হতে এখনও অনেকটা সময় বাকি ছিল। তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল আরএন রবিকে অন্তর্বর্তী রাজ্যপালের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তামিলনাড়ুর পাশাপাশি ভোটমুখী পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্ব সামলাবেন ওই অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস আধিকারিক।

এর আগে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই এবং আইবি (ইন্টালিজেন্স ব্যুরো)-তে ছিলেন রবি। পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনের আগে প্রাক্তন আইপিএস অফিসারকে অন্তর্বর্তী রাজ্যপালের দায়িত্ব দেওয়ার বিষয়টি তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে।

সন্ধ্যায় রাজ্যপালের দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, দিল্লিতে থাকাকালীনই রাজ্যপাল তাঁর ইস্তফাপত্র রাষ্ট্রপতি ভবনে পাঠিয়েছেন। রাষ্ট্রপতি সেটি গ্রহণ করেছেন। এদিকে রাজ্যপালের পদত্যাগের খবর প্রকাশ্যে আসার পর প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সামাজিক মাধ্যমে তিনি জানান, এই খবরে তিনি বিস্মিত এবং স্তম্ভিত ও উদ্বিগ্ন। পদত্যাগের কারণ সম্পর্কে তাঁর কাছে কোনও তথ্য নেই বলেও উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী। একই সঙ্গে তিনি বলেন, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে কেন্দ্রের চাপের কারণে এই পদত্যাগ হয়ে থাকতে পারে বলেও তাঁর আশঙ্কা।

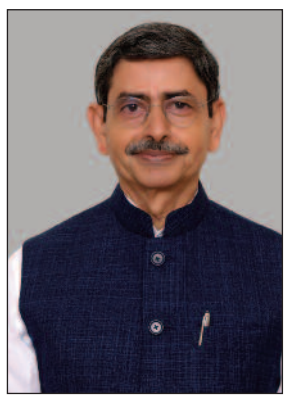

মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁকে জানিয়েছেন যে আর এন রবি পশ্চিমবঙ্গের নতুন রাজ্যপাল হিসেবে দায়িত্ব নিতে পারেন। তবে এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে কোনও আলোচনা করা হয়নি বলেও অভিযোগ করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, এ ধরনের একতরফা সিদ্ধান্ত দেশের সংবিধানের চেতনা ও সমবায় ফেডারাল কাঠামোর পরিপন্থী। মমতা সরাসরি এর বেশি কিছু না বললেও তাঁর দল তৃণমূলের তরফে বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্রকে নিশানা করা হয়েছে। রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা এবং সময়মতো বিধানসভা ভোট করানোর বিষয়ে অমিত শাহের উদ্যোগে সায় না-দেওয়ার কারণেই কি সরে যেতে হল রাজ্যপাল বোসকে? ওঁর উপরে কি কেন্দ্রীয় সরকার বা বিজেপি চাপ সৃষ্টি করেছিল।' চন্দ্রিমার অভিযোগ, 'এপ্রিলে রাজ্যে বিধানসভা ভোট রয়েছে। তার এক মাস আগে তারা রাজ্যপালকে পদত্যাগ করাচ্ছে।

'বড়মা'র তিরোধান দিবসে বিজেপিকে তির মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: গত কয়েকদিন আগেই চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন । এখনও পর্যন্ত কমবেশি প্রায় ৬৩ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে। অভিযোগ উঠছে, উত্তর ২৪ পরগণা, নদিয়া-সহ একাধিক জেলায় বহু মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষের নাম বাদ পড়েছে। এই অবস্থায় মতুয়াদের পাশে দাঁড়িয়ে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, 'কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের চক্রান্তে আজ এক অস্থির ও বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতিতে মতুয়া ভাই-বোনদের ঠেলে দেওয়া হয়েছে। নাগরিকত্ব দেবার নামে রাজনীতির খেলা চলছে।'

বৃহস্পতিবার মতুয়া সমাজের ও মতুয়া মহাসংঘের বড়মা বীণাপাণি দেবীর তিরোধান দিবস ছিল। তাঁকে শ্রদ্ধা এবং প্রণাম জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সমাজমাধ্যমে লেখেন, 'যেভাবে এসআইআর তালিকায় মতুয়াদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে তা নিয়ে একেবারে গর্জে ওঠেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি লিখছেন, 'অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের চক্রান্তে আজ এক অস্থির ও বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতিতে মতুয়া ভাই-বোনদের ঠেলে দেওয়া হয়েছে। নাগরিকত্ব দেওয়ার নামে রাজনীতির খেলা চলছে। তাঁদের পরিচয় নিয়েই প্রশ্ন তোলা হচ্ছে।'

মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, 'এসআইআর করে ইচ্ছে করে ভোটার তালিকা থেকে তাঁদের বাদ দেওয়া হচ্ছে। যাঁরা পুরুষানুক্রমে এদেশের নাগরিক, যাঁদের ভোটে সরকার নির্বাচিত হয়, আজ তাঁদের নতুন করে 'নাগরিকত্ব' দেওয়ার নামে অনিশ্চয়তার মুখে দাঁড় করানো হচ্ছে।' তবে এই অন্যায় তিনি যে মেনে নেবেন না তা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন প্রশাসনিক প্রধান। এমনকী এর বিরুদ্ধে লড়াই চলবে বলেও বার্তা প্রশাসনিক প্রধানের। তাঁর স্পষ্ট বার্তা, 'আমার মতুয়া ভাইবোন-সহ বাংলার মানুষের অধিকার কেড়ে নেওয়ার যে চেষ্টা চলছে, তার বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই চলবে।'

শুধু তাই নয়, বড়মার সঙ্গে তাঁর সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক ছিল তাও এদিন তুলে ধরেছেন মুখ্যমন্ত্রী। শুধু তাই নয়, বড় মা'র মাতৃস্নেহের পরশ কীভাবে পেয়েছিলেন সেই স্মৃতিচারণও করেছেন তিনি। মমতা লিখছেন, 'বড়মার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল ব্যক্তিগত, আত্মিক। তাঁর মাতৃস্নেহের পরশ আমি নিবিড়ভাবে পেয়েছিলাম , এ আমার জীবনের পরম পাওয়া।

আজ ধরনায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়া ঘিরে বিতর্ক চরমে। সেই আবহেই আজ দুপুর ২টা থেকে এসপ্ল্যানেডের মেট্রো চ্যানেলে অবস্থান কর্মসূচিতে বসবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর পাশে থাকবেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সামনে কর্মসূচির কথা ঘোষণা করে অভিষেক জানান, 'গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার প্রশ্নে আমরা আপস করব না।'

নির্বাচনী তালিকার সাম্প্রতিক প্রকাশিত পরিসংখ্যানকে ঘিরে ক্ষোভ তীব্র হয়েছে শাসকদলের অন্দরে। বিপুল সংখ্যক নাম বাদ পড়ার ঘটনায় নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে সরাসরি প্রশ্ন তুলেছেন অভিষেক। তাঁর অভিযোগ, 'নির্বাচনী বিধির অপব্যবহার করে বৈধ নাগরিকদের নাম মুছে দেওয়া হয়েছে। যাঁরা বিজেপির পক্ষে নন, তাঁদের টার্গেট করা হয়েছে।' দলের দাবি, সংখ্যালঘু, পরিযায়ী শ্রমিক ও প্রান্তিক মানুষেরাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। এমনকি কয়েকজন উচ্চপদস্থ প্রশাসনিক আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধির নামও ঝুলন্ত তালিকায় রয়েছে বলে অভিযোগ তৃণমূলের।

বঙ্গ সফরে রাষ্ট্রপতি

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ২ দিনের জন্য আজ পশ্চিমবঙ্গ সফরে আসছেন। এই সফরে তিনি দার্জিলিং এবং খড়্গপুরে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচিতে অংশ নেবেন।

রাষ্ট্রপতি ভবন সূত্রে জানা গিয়েছে, ৬ মার্চ দার্জিলিংয়ের লোক ভবনে 'বন্দে মাতরম'-এর ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত দার্জিলিং হিল ফেস্টিভালের উদ্বোধন করবেন রাষ্ট্রপতি। একই অনুষ্ঠানে তিনি 'রুট অ্যান্ড রিদমস' শীর্ষক একটি প্রদর্শনীরও সূচনা করবেন। এই প্রদর্শনীতে পাহাড়ি সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং সংগীতের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হবে বলে জানা গিয়েছে। এছাড়াও ওই দিনই তিনি ভার্চুয়ালি খড়্গপুর আইআইটি-তে 'উইমেন্স লিডারশিপ অ্যান্ড এমপাওয়ারমেন্ট'-কে কেন্দ্র করে প্ল্যাটিনাম জুবিলি ফ্ল্যাগশিপ কর্মসূচির উদ্বোধন করবেন। শিক্ষাঙ্গনে নারীর নেতৃত্ব ও ক্ষমতায়নকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

৭ মার্চ দার্জিলিংয়ে আয়োজিত নবম আন্তর্জাতিক সাঁওতাল সম্মেলনেও অংশ নেবেন রাষ্ট্রপতি। আন্তর্জাতিক সাঁওতাল কাউন্সিলের উদ্যোগে এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে সাঁওতাল সমাজের ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং বিভিন্ন সমসাময়িক বিষয় নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে।

বিহারের কুর্সি ছেড়ে রাজ্যসভায় নীতীশ

নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ: নানা জল্পনার মাঝে মুখ্যমন্ত্রিত্ব ছেড়ে রাজ্যসভাতেই যাচ্ছেন নীতীশ কুমার। বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা ৫৪ মিনিটে সমাজমাধ্যমে একটি পোস্টে নিজেই এই কথা জানিয়েছিলেন তিনি।

অবশেষে রাজনৈতিক টানাপড়েনের মধ্যেই বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে গিয়ে রাজ্যসভা ভোটের জন্য মনোনয়ন জমা দিয়েছেন নীতীশ। তাঁর সঙ্গেই মনোনয়ন জমা দেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন। শাহের উপস্থিতিতে বিধানসভা সচিব খ্যাতি সিংয়ের দপ্তরে মনোনয়নপত্র জমা দেন তাঁরা।

সেখানে হাজির ছিলেন, বিহারের এনডিএ মন্ত্রিসভার দুই বিজেপি উপমুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধরি এবং বিজয়কুমার সিং। বিহারের দীর্ঘতম সময়ের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ জাতীয় রাজনীতি থেকে চলে গেলে বিহারে মুখ্যমন্ত্রীর পদে কে বসবেন তা নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনা। এ ক্ষেত্রে বিধায়ক সংখ্যার হিসাবে এগিয়ে থাকা বিজেপি প্রথম বার মুখ্যমন্ত্রী পদ পেতে চলেছে বলে আঁচ মিলেছে। সম্ভাব্য মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে বিজেপির যে নেতাদের নাম উঠে আসছে তাঁদের মধ্যে পয়লা নম্বরে রয়েছেন, বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশমন্ত্রী সম্রাট।

এদিকে, এদিন সকালের পোস্টে নীতীশ নিজের সিদ্ধান্তের কারণ ব্যাখ্যা করে লিখেছেন, 'সংসদীয় রাজনীতি শুরু করার পর বিহারের দুই কক্ষেরই সদস্য হওয়ার বাসনা ছিল আমার।

মনোনয়ন পেশ পাঁচ প্রার্থীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যসভা নির্বাচনের মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিনে পশ্চিমবঙ্গ থেকে পাঁচ জন প্রার্থীই মনোনয়ন দাখিল করেছেন। তৃণমূল কংগ্রেসের চার প্রার্থী এবং বিজেপির এক প্রার্থী বৃহস্পতিবার বিধানসভায় এসে মনোনয়ন জমা দেন।

তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে প্রাক্তন ডিজি রাজীব কুমার, অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক, আইনজীবী মেনকা গুরুস্বামী এবং গায়ক-রাজনীতিক বাবুল সুপ্রিয় মনোনয়নপত্র দাখিল করেন। বৃহস্পতিবার সকালেই বিধানসভায় পৌঁছন রাজীব কুমার, কোয়েল মল্লিক ও মেনকা গুরুস্বামী। কিছুটা পরে সেখানে আসেন বাবুল সুপ্রিয়। বিধানসভায় মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষের ঘরেই চার প্রার্থীর মনোনয়ন সংক্রান্ত সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। পরে বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ তাঁরা বিধানসভার সচিব তথা রাজ্যসভা নির্বাচনের রিটার্নিং অফিসার সৌমেন্দ্রনাথ দাসের কাছে গিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে মনোনয়নপত্র জমা দেন।মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময় তাঁদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন, পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস এবং রাজ্যসভার সাংসদ নাদিমুল হক সহ দলের একাধিক নেতা। মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর তৃণমূলের প্রার্থীরা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কৃতজ্ঞতা জানান।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১৯/০২/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৬৮২২ নং এফিডেভিট বলে আমি Md Rezaullah ও Md Razaullah S/o. Abdul Mabood সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৭/০২/২০২৬, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ৫৬৯৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Sofiulla Siddiki S/o. Abdul Wahab Siddiki ও Sofiullah Siddique S/o. A W Siddique সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৭/০২/২০২৬, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ৫৬৯২ নং এফিডেভিট বলে আমি Avijit Mukherjee S/o. Amiya Mukherjee ও Abhijit Mukhopadhyay S/o. A. K. Mukhopadhyay সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৩/১২/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ১৭৩০৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Suroj Kumar Das S/o. Swapan Kumar Das ও Suroj Kr Das S/o. S K Das সাং নয়াসরাই, বলাগড়, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০২/০৩/২০২৬, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ৫৮৮৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Sk Saogat Ali S/o. Sk Ohid Baks ও Sekh Saogat Ali S/o. O. Baks সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৫/০১/২০২৬, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ৮৯২ নং এফিডেভিট বলে আমি Shailendranath Chakraborti S/o. Nilmani Chakraborti ও Sailendra Nath Chakraborty S/o. Lt. N. Chakraborty সং ধনিয়াখালী, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৫/০৩/২০২৬, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ৬০২১ নং এফিডেভিট বলে আমি Dilip Gayen ও Dilip Kr. Gayen S/o. Sailen Gayen সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৬/১২/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ১৩৪৫৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Madhabi Barik W/o. Ram Prasad Barik & D/o. Mahadeb Das, সাং পুনুই, সোমড়া, বলাগড়, হুগলী-৭১২১২৩, ঘোষণা করিয়াছি যে, ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে (১৮৮ বলাগড় বিধানসভা, অংশ নাম্বার ৩১, ক্রমিক নাম্বার ৩১৯, হুগলী) আমার বিবাহের পূর্বের সঠিক নাম Madhabi Das D/o. Mahadeb Das-এর পরিবর্তে Manabi Das D/o. Mahadeb Das লিপিবদ্ধ আছে। বর্তমানে বিবাহের পর নাম পরিবর্তন করিয়া আমি Madhabi Barik নামে পরিচিত। আমি Madhabi Barik, Madhabi Das ও Manabi Das W/o. Ram Prasad Barik & D/o. Mahadeb Das একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৯/০২/২০২৬, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ৪৫০৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Lokshmikanta Bag ও Lakhi Kanta Bag S/o. Bistupada Bag সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৫/০৩/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৬৯৯৫ নং এফিডেভিড বলে আমি Swapan Kumar Marik S/o. Late Sital Chandra Marik, R/o. Sonajol, Babnan, Dadpur, Hooghly-712305, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পাসপোর্ট-এ (being no. N7348204, dt. 01.03.2016) আমার পিতার সঠিক নাম Sital Chandra Marik-এর পরিবর্তে Sital Marik লিপিবদ্ধ আছে। আমার পিতা Sital Chandra Marik (New Name) & Sital Marik (Old name) সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

আমি Dolan Sarkar আমার পুত্র Riju Sarkar এর জন্ম সার্টিফিকেটে আমার নাম Dolon Sarkar আছে। ১৪/০১/২০২৬ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট রানাঘাট কোর্টে এফিডেভিটে Dolan Sarkar ও Dolon Sarkar উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম। আমার আসল নাম Dolan Sarkar.

নাম-পদবী

গত ১৯/১২/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ১২৯৮৬ নং এফিডেভিড বলে আমি Bamapado Chakravarti S/o. Kartick Chandra Chakravarti & Toton Chakraborty S/o. Kartick Chandra Chakraborty সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

DECLARATION

I, Sonali Dutta, Wife of Late Raja Dutta of 1/38, Sree Colony, Kolkata-700092 declares before J.M. Alipore on 25.02.2026 that I am legal heir & successors of the land-ed property of my husband Raja Dutta, which is comprising at Mouza-Raipur, JL-33, EP-119, SP-157 C.S. plot-70(P) & 71(P) being premises No. mentioned above, is a joint property. The said property is recorded in the name of my mother-in-law Late Mintu Dutta along with other 3. If anybody claim/proves lawfully that I am fabricated/false than I shall be fully responsible for that act.

বিজ্ঞপ্তি

L.R. প্লট নং- ৩৪০, L.R. খতিয়ান নং- ২৯২, মৌজা- বনসল, জে. এল. নং- ২০৯, থানা- ফরিদপুর স্থিত সম্পত্তির মধ্যে ৩৮ শতক সম্পত্তি শ্রী শ্রী লক্ষ্মী জনার্দন জিউ দেবতার নামে রেকর্ডভুক্ত আছে। উক্ত জমির শুনানীর দিন ধার্য ১২.০৩.২০২৬ বেলা ১২ ঘটিকা, শুনানীর স্থান – B.L. & L.R.O ফরিদপুর-দুর্গাপুর, লাউডোহা, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান। এই সম্পত্তি পরিত্যক্তির কারোর কোন আপত্তি/বক্তব্য থাকলে উক্ত শুনানীর দিন নির্দিষ্ট সময়ে উক্ত শুনানীর স্থানে উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

বিজ্ঞপ্তি

মোকাম রানাঘাটের ডিষ্টিক ডেলিগেট আদালত নদীয়া।

মিস কেস নং- ১৭/২০২৫ (সাকসেশন)

দরখাস্তকারী:- ১। প্রিয়াঙ্কা জোয়ার্দার (দাস) স্বামী মৃত সুদীপ জোয়ার্দার ২। নাবালক সৌমদীপ জোয়ার্দার, পিতা মৃত সুদীপ জোয়ার্দার পক্ষে স্বাভাবিক অভিভাবক মাতা (দরখাস্তকারী নং- ১) সাং রাধবপুর, পীরতলাপাড়া, ডাকঘর পালপাড়া, থানা রানাঘাট, জেলা - নদীয়া, পিন- ৭৪১৪০২। সাইটি:- ১। সবিতা জোয়ার্দার, স্বামী দীনেশ জোয়ার্দার, সাং- বেড়াকাদামাছি, ডাকঘর কালীনারায়নপুর, থানা তাহেরপুর, জেলা – নদীয়া। এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে অবগত করানো যাইতেছে যে, মৃত সুদীপ জোয়ার্দার পিতা দীনেশ জোয়ার্দার এর উপরিউক্ত ওয়ারেসগণের তাহার ত্যাজ্য নিম্ন বর্নিত সম্পত্তি এর সাকসেশন সার্টিফিকেট পাইবার জন্য আদালতে তাহাদের দেবনাথ আর্জি করিয়া আছেন। যদি উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে স্বয়ং আদালতের নিজে বা উকিলবাবু মাধ্যমে আপত্তি দাখিল করিবেন। নির্দিষ্ট দিনের পর আইন মোতাবেক আদালতের আদেশ হইবে। তপশীল লাইফ ইন্সুরেন্স পলিসি নং- ৪০৩৪৪৪৪০৫১, শুরুর তারিখ ২৮/০১/২০১৯, পলিসি মূল্য ২১০০০০/- (বিমাকৃত পরিমান), পলিসিটি লাইফ ইন্সুরেন্স কর্পরেশন অফ ইন্ডিয়া, ফুলিয়া এস. ও. রানাঘাট শাখার অধীনস্থ অফিসে গচ্ছিত রহিয়াছে। ২০/০১/২০২৬ তারিখে আমার স্বাক্ষর ও মোহর যুক্ত করা হইল।

আদেশানুসারে
শ্রী প্রীতিময় দাস
সেরেস্তাদার
ডিষ্টিক ডেলিগেট আদালত, রানাঘাট, নদীয়া।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৬ ই মার্চ। ২১ শে ফাল্গুন। শুক্রবার। তৃতীয়া তিথি। জন্মে কন্যা রাশি, অষ্টত্তরী বুধের বিংশোত্তরী চন্দ্র র মহাদশা কাল, মৃতে দোষ নাই।

মেষ রাশি : পারিবারিক জীবনে কিছু হতাশা সহ সতর্কতা অবলম্বন। যে বান্ধবকে বিশ্বাস করে পথে পা বাড়িয়েছিলেন, তার থেকে বিরূপ মন্তব্যে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। শ্বশুর বাড়ির দুই সদস্য আজ উপকারে আসবে। হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার কথা। ঋণ বিষয় বৃথা তর্ক বিবাদ। শিবাষ্টক মন্ত্র পাঠ করুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : শুভ। যদি ধৈর্য ধরতে পারেন তবে, বিবাদের পরিণতি আপনার পক্ষে আসবে। যে সন্তানকে নিয়ে বিব্রত ছিলেন আজ তার মুখ থেকে সত্যতা জানতে পারবেন। ঋণ গ্রহণে বাধা। ব্যাংক ইন্সুরেন্স সম্পর্কিত বিষয় সতর্ক থাকা শুভ। বেতন ভুক কর্মচারিদের উন্নতি কিছু যোগ তৈরী হবে। শ্রী শ্রী চন্ডীপাঠে শুভ।

মিথুন রাশি : প্রেমিক কে বিশ্বাস করে সর্বস্ব দিয়েছেন, আজ তার আজ তার মুখ থেকে ঐ শব্দগুলি শুনবেন-ভেবেছিলেন কি? হঠাৎ ভুল বোঝাবুঝি, দাম্পত্যে বিবাদ। কেমন যেন প্রেমহীন দুনিয়া। প্রেমে বিতর্ক। বিদ্যার্থীদের জন্যে দুশ্চিন্তা। যারা কর্ম প্রার্থী তাদের গুরুজনের উপদেশ অমৃত কাজে আসবে। মহাকালী জয়ন্তী মন্ত্র পাঠ।

কর্কট রাশি : পুরাতন বান্ধব দের থেকে সতর্ক থাকুন। দাম্পত্যে দুশ্চিন্তা। বিবাহ বিষয় আরো সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। যোটক বিচার মেলেনি - দাম্পত্যে মঙ্গল দ্বারা মাঙ্গলিক। এ বিবাহে শান্তি কোথায়? সন্তানের বিদ্যালয় কিছু বিতর্ক। এক ছাত্রীর মায়ের দ্বারা বিবাদ। আদ্যাস্ত্রত পাঠ শুভ।

সিংহ রাশি : নতুন উদ্যমে আবার, জমি জমা কৃষি জমিতে তে লাভ প্রাপ্তি। ইন্টারনেটের মাধ্যমে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। সামান্য আয় বৃদ্ধি। অসৎ বান্ধবকে আর ছলনাময়ী নারীকে চিনে নিন। পথের সাথী করে লগ্নী করতে চলেছেন, যে ব্যক্তি মদতদাতা তার কাছে সংকল্প প্রকাশ করা উচিত নয়। শিবশক্তি মন্ত্র পাঠ।

কন্যা রাশি : বানিজ্যে শুভ। বিশেষত সাংবাদিক- লেখক মুদ্রণযন্ত্র বিষয়ক সম্পর্ক যুক্ত তাদের তাদের অর্থ প্রাপ্তি ও সৌভাগ্য যোগ। কিছু বিষয়ে মুখ না খোলাতে সম্মান প্রাপ্তি। নিশ্চুপ ও হাসি, আজ কর্মযোগে শুভ। শিবতান্ডব স্রোত্র পাঠ করুন শুভ।

তুলা রাশি : কর্ম সংকল্প গোপনে রাখা ভালো। তিনি কি আপনার মনন শক্তিকে শ্রদ্ধা করেন? তিনি কি সত্যি আপনার আপনজন? তবে বৃথা তর্ক বিবাদ কেনো? বিদ্যালয় যে সমস্যা চলছে, সন্তানের কারণে তার সমাধান করবেন আপনার প্রতিবেশী স্বজন। আদ্যাস্রোত পাঠে শান্তি।

বৃশ্চিক রাশি : আজ লগ্নিকরা অর্থ দ্বারা শুভ সৌভাগ্য যোগ। প্রতিবেশী তো সর্বদাই আপনার সঙ্গ চান। কিন্তু আপনি তাদের থেকে কেনো দূরে থাকছেন? বিবাহে মাঙ্গলিক দোষ, বিবাদ নিশ্চিত। যাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছেন তিনিকি সত্যি আপনার আপনজন? শনিমন্ত্র পাঠ করুন।

ধনু রাশি : কর্মে উন্নতি র সুযোগ আছে। বানিজ্যিক শুভ। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার। উচ্চবিদ্যা না বিদেশ যাত্রা করে যারা প্রতিষ্ঠিত হতে চান-সুবর্ণ সুযোগ। আজ সৌভাগ্য প্রতিবেশীর ঈর্ষা আপনাকে আরো জেদী করে তুলবে। গণেশ সঙ্কট নাশিনী স্ত্রত্র পাঠ।

মকর রাশি : সুস্থ্তা বৃদ্ধি হবে। ধনলাভ। পরিবারে সতর্ক থাকা শুভ। বিত্তের সঠিক লগ্নিতে বুদ্ধির প্রয়োজন। সন্তানের কথায় সায় দিলে-বিতর্ক বাড়বে। জীবন জীবিকার প্রয়োজনে অন্যের দেওয়া পরামর্শের দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। কালিমন্ত্র জপে শান্তি।

কুম্ভ রাশি : সতর্ক থাকা ভালো। কোনো আপন জনের রূঢ় বাক্য মনে কষ্ট দেবে। অযথা বিবাদ বিতর্ক। যারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এ কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি। অলংকার দ্রব্যের বানিজ্যে ধনলাভ। গৌরী মন্ত্র পাঠে শুভ।

মীন রাশি : বাড়ির পরিবেশে তৃতীয় ব্যক্তির কারণে বিতর্ক। প্রতিবেশীর দুঃখ প্রাপ্তি। মন দিয়ে ভালোবেসেও মন পেলেন কি? বৃথা ব্যায় বৃদ্ধি। দুর্গা মন্ত্র জপ করুন। বিদ্যার্থী দের সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **শ্রীমতী আল্পনা দে** স্বামী শ্রী কার্ত্তিক চন্দ্র দে ও পিতা মৃত গদাধর মাজি, সাকিম - ভোলা, কামারকুন্ডু, সিঙ্গুর, হুগলী-৭১২৪০৭ মহাশয়া বিগত ইং ২৫/০২/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর. চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I–২৪৪৪/২০২৫ নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে **শ্রী শুভঙ্কর দে** পিতা শ্রী কার্ত্তিক চন্দ্র দে, সাকিম ভোলা, কামারকুন্ডু, সিঙ্গুর, হুগলী-৭১২৪০৭ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার খামারপাড়া মৌজায় হাল এল.আর ২৪৯ নং খতিয়ানে নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি নিযুক্ত করেন। এবং **শ্রী পার্থ প্রতিম সান্যাল**, পিতা শচী পতি সান্যাল ও **কুমারী কস্তুরী সান্যাল ওরফে কস্তুরী পার্থ প্রতিম সান্যাল**, পিতা শ্রী পার্থ প্রতিম সান্যাল উভয়ের সাকিম - ২১০৪ গ্রান্ডে লোধা কাশা রয়েল, বালুকুম, কাপুরবাড়ী, থানে, মহারাষ্ট্র ৪০০৬০৭ মহাশয় ও মহাশয়াগণ বিগত ইং ২৮/০১/২০১৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর. চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-১০৬৭/২০২৫ নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে **শ্রী গৌতম কুমার মাজি**, পিতা নিরঞ্জন মাজি সাকিম ১৭/এ, শিবতলা লেন, বাঁশবেড়িয়া, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২৫০২, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার খামারপাড়া মৌজায় হাল এল.আর ২১৮ নং খতিয়ানে নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত নিযুক্ত করেন। তপশীল - জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা খামারপাড়া, ২২ নং জে.এল. ভুক্ত, হাল এল.আর ২১৮ ও ২৪৯ নং খতিয়ানে, সাবেক ২২৩৭ তথা হাল এল.আর. ৩০০৫ নং দাগে ডাঙ্গা জমি ০.০৫৩ একর ও সাবেক ২২৩৯ তথা হাল এল.আর. ৩০০৭ নং দাগে বাস্তু জমি ০.০২১ একর ও সাবেক ২২৩৯ তথা হাল এল.আর. ৩০০৮ নং দাগে বাস্তু জমি ০.০১৩ একর একুনে তিনটি দাগে মোট ০.০৮৭ একর সম্পত্তি আমমোক্তারনামা সম্পত্তি ও আমমোক্তারনামা গ্রহীতগণের প্রাপ্ত সম্পত্তি হইতেছে। উক্ত আমমোক্তারনামা বলে **শ্রী শুভঙ্কর দে ও শ্রী গৌতম কুমার মাজি** তাহাদের প্রাপ্ত অমমোক্তারকৃত সম্পত্তিটি নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে গত ইংরেজির ২৯/০৪/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর. চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রি করিয়া বিক্রয় করিয়া দেন। এতদ্বারা সকলকে অবগত যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাগণ **১)শ্রী শ্যাম সুন্দর রাম**, পিতা নাগিনা রাম (I-৫১৫১/২০২৫ নং দলিলে হাল এল.আর. ৩০০৭ নং দাগে বাস্তু জমি ০.০১৮ একর সম্পত্তি খরিদ করেন), **২)শ্রী রাম কুমার রাম**, পিতা নাগিনা রাম (I–৫১৪৭/২০২৫ নং দলিলে হাল এল.আর. ৩০০৮ নং দাগে বাস্তু জমি ০.০২৫ একর সম্পত্তি খরিদ করেন), **৩)শ্রী ধরমনাথ রাম**, পিতা নাগিনা রাম (I–৫১১৭/২০২৫ নং দলিলে হাল এল.আর. ৩০০৭ নং দাগে বাস্তু জমি ০.০১৮ একর সম্পত্তি খরিদ করেন), **৪)শ্রী রাজেন্দ্র রাউত**, পিতা ছোটেলাল রাউত (I–৫১৪৯/২০২৫ নং দলিলে হাল এল.আর. ৩০০৫ নং দাগে ডাঙ্গা জমি ০.০১৬৫ একর সম্পত্তি খরিদ করেন) **৫)শ্রী বিনোদ দাস**, পিতা বলিরাম দাস, (I–৫১৫০/২০২৫ নং দলিলে হাল এল.আর. ৩০০৫ নং দাগে ডাঙ্গা জমি ০.০১৮৬ একর সম্পত্তি খরিদ করেন), **৬)শ্রী শত্রুঘ্ন রাউত**, পিতা কমলা রাউত (I- ৫১৪৮/২০২৫ নং দলিলে হাল এল.আর. ৩০০৫(ডাঙ্গা) ও ৩০০৭(বাস্তু) নং দাগে জমি ০.০১৬৫ একর সম্পত্তি খরিদ করেন)। বর্তমানে উক্ত ক্রেতাগণ তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে। **ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু), চন্দননগর কোর্ট, হুগলী**

বিজ্ঞপ্তি

[illegible]

SANDIP DAS, Advocate
District Judge's Court Bankura

'পরিবর্তন যাত্রা'য় রাজ্যে পালাবদলের রূপরেখা সামনে আনল বিজেপি

১৪ মার্চ কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে থাকবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে রাজনৈতিক লড়াই তুঙ্গে। সেই আবহে আসন্ন বিধানসভা ভোটের আগে নিজেদের অঙ্গীকারপত্রকেই 'পরিবর্তন যাত্রা'-য় সামিল করল ভারতীয় জনতা পার্টি-র রাজ্য শাখা। 'পরিবর্তন যাত্রা'-কে সামনে রেখে দল স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে; ক্ষমতায় এলে প্রশাসনিক কাঠামোয় বড়সড় রদবদল আনা হবে। দলীয় বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, সরকার গঠিত হলে রাজ্যের কর্মীদের জন্য সপ্তম

বেতন কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করা হবে। বিজেপির দাবি, সরকারি কর্মচারীদের প্রাপ্য সম্মান ও আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা আমাদের প্রথম দায়িত্ব। একইসঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে শূন্য পড়ে থাকা পদে স্বচ্ছ নিয়োগের আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে। নেতৃত্বের বক্তব্য, যুব সমাজকে বঞ্চিত রেখে উন্নয়ন সম্ভব নয়। মেধার ভিত্তিতে নিয়োগই হবে মূলমন্ত্র। নারীকল্যাণে পৃথক তহবিল গঠনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে দল। তাঁদের কথায়, মহিলাদের স্বনির্ভরতা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে বিশেষ আর্থিক বরাদ্দ রাখা হবে। সীমান্ত এলাকায় কাঁটাতার বসিয়ে অনুপ্রবেশ রোধ এবং তথাকথিত 'সিন্ডিকেট সংস্কৃতি' ভাঙার প্রতিশ্রুতিও রয়েছে ঘোষণায়। আগামী ১৪ মার্চ কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে জনসভা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী । সেই সমাবেশকে ঘিরে ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু করেছে দল। বিজেপির দাবি, রাজ্যে কর্মসংস্থান, ব্যবসা ও গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছে।

১১৩ ঘণ্টা পর দুবাই রুটে উড়ান ফের শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মধ্যপ্রাচ্যে সামরিক সংঘাতের জেরে টানা পাঁচ দিন কার্যত স্তব্ধ ছিল দুবাই, কলকাতা বিমান চলাচল। অবশেষে বরফ গলল। বুধবার গভীর রাতে দুবাইগামী উড়ান ছাড়ল নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট থেকে। প্রায় ১১৩ ঘণ্টা পর এই রুটে পরিষেবা পুনরায় চালু হওয়ায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন যাত্রীরা। বিমানবন্দর সূত্রে খবর, নির্ধারিত সময়ের বেশ পরে, রাত ৩টা ৫৯ মিনিটে দুবাইয়ের উদ্দেশে রওনা দেয় ফ্লাইদুবাই-র উড়ান। যাত্রী সংখ্যা ছিল তুলনায় কম; মোট ৫৫ জন। অন্যদিকে দুবাই থেকে আগত বিমানটির কলকাতায় নামার কথা ছিল রাত ১২টা ২৫ মিনিটে, কিন্তু তা অবতরণ করে রাত ২টার পর। সেই উড়ানে ছিলেন প্রায় ১৩০ জন যাত্রী। এক বিমান আধিকারিকের কথায়, পরিস্থিতি ধীরে ধীরে স্থিতিশীল হচ্ছে। নিরাপত্তা নিশ্চিত করেই সূচি স্বাভাবিক করার চেষ্টা চলছে। উল্লেখ্য, ২৮ ফেব্রুয়ারির পর থেকেই একের পর এক ফ্লাইট বাতিল হওয়ায় চরম দুর্ভোগে পড়েছিলেন বহু মানুষ। আপাতত পরিষেবা ফের চালু হওয়ায় ব্যস্ততার চেনা ছন্দে ফিরতে শুরু করেছে কলকাতা বিমানবন্দর।

আজ থেকে স্টেশনেই ডিজিটাল রেলের ডাক

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: রেলযাত্রাকে প্রযুক্তিনির্ভর করতে বড় পদক্ষেপ নিল পূর্ব রেল। আজ থেকে ১২ মার্চ পর্যন্ত গোটা জোন জুড়ে শুরু হচ্ছে বিশেষ সচেতনতা কর্মসূচি, যার কেন্দ্রে রয়েছে 'রেলওয়ান' মোবাইল অ্যাপ। উদ্দেশ্য একটাই; যাত্রী পরিষেবাকে স্মার্টফোনের পর্দায় এনে আরও সহজ ও গতিশীল করা। এই কর্মসূচির সময় গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনগুলিতে অস্থায়ী সহায়তা শিবির গড়ে তোলা হবে। সেখানে থাকবেন প্রশিক্ষিত কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীরা। যাত্রীদের সরাসরি অ্যাপ ডাউনলোডে সাহায্য করা থেকে শুরু করে ব্যবহার পদ্ধতি বুঝিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব নেবেন তাঁরা। স্টেশন চত্বরে বিশেষ কাউন্টার, বসার ব্যবস্থা ও তথ্যকেন্দ্র থাকছে, যাতে সাধারণ মানুষ অনায়াসে পরিষেবা নিতে পারেন।

শিয়ালদহ, হাওড়া, আসানসোল ও মালদা বিভাগের একাধিক ব্যস্ত স্টেশনকে বেছে নেওয়া হয়েছে প্রচারের মূল কেন্দ্র হিসেবে। পাশাপাশি রেলকর্মীদের মধ্যেও ডিজিটাল ব্যবহারে দক্ষতা বাড়াতে আলাদা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাঝি বলেন, আমরা চাই প্রযুক্তির এই পরিবর্তনে কেউ পিছিয়ে না থাকুন। 'রেলওয়ান' ভবিষ্যতের পরিষেবা ব্যবস্থার ভিত্তি হয়ে উঠবে। তাঁর কথায়, টিকিট কাটা থেকে ট্রেনের অবস্থান জানা; সবই এখন হাতের মুঠোয়।

পরিবর্তনের ডাক নিয়ে রাজ্য জুড়ে বিজেপির কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের প্রাক্কালে রাজনৈতিক তাপমাত্রা বাড়িয়ে ফের পথে নামল ভারতীয় জনতা পার্টি। বৃহস্পতিবার রাজ্যের একাধিক প্রান্ত থেকে পুনরায় সূচনা হল দলের 'পরিবর্তন যাত্রা'। দলীয় সূত্রে দাবি, নানা জেলায় কর্মী-সমর্থকদের বিপুল সমাগমই প্রমাণ করছে জনমতের স্রোত বদলের দিকেই বইছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর সাংগঠনিক জেলায় কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। পাশাপাশি যুব মোর্চা ও মহিলা মোর্চার নেতৃত্বও মঞ্চে ছিলেন। উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি ও ইসলামপুরেও সভা ঘিরে ছিল চড়চড় করে বাড়তে থাকা ভিড়। ইসলামপুর ও করণদিঘিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সাবিত্রী ঠাকুর বলেন, নারী নিরাপত্তা ও কর্মসংস্থানের প্রশ্নে রাজ্য সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ। মানুষ দ্বৈত ইঞ্জিন সরকার চাইছেন। হিঙ্গলগঞ্জে সভা করেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কার সিং ধামি। তিনি বলেন, গঙ্গোত্রী থেকে গঙ্গাসাগর; এই সাংস্কৃতিক বন্ধন আমাদের ঐক্যের প্রতীক। বাংলার গৌরব পুনরুদ্ধারের সময় এসেছে। একইসঙ্গে অনুপ্রবেশ, বেকারত্ব ও রাজ্যের ঋণভার নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। হাওড়ার শ্যামপুরে সভায় যোগ দেন অভিনেতা-নেতা মিঠুন চক্রবর্তী ও সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো। কলকাতার রানি রাসমণি রোড থেকে যাত্রার সূচনা করে রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য স্পষ্ট বার্তা দেন, রাজ্যে শাসকদলের সময় ফুরোচ্ছে। মানুষ বলছেন; পাল্টানো দরকার। দলীয় নেতৃত্বের বক্তব্য, এই কর্মসূচি কেবল রাজনৈতিক পদযাত্রা নয়, বরং রাজ্যে নতুন প্রশাসনিক পর্বের প্রস্তুতি। বিজেপির দাবি, আসন্ন নির্বাচনে তারই প্রতিফলন দেখা যাবে।

পরিবর্তন যাত্রায় হামলার অভিযোগে কোচবিহারে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কোচবিহার: কর্মসূচি শুরুর আগেই রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে। বুধবার রাত প্রায় ৮টা নাগাদ কোচবিহার দুই নম্বর ব্লকের মহিষবাথান এলাকায় বিজেপির যাত্রা লক্ষ্য করে ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে। গেরুয়া শিবিরের দাবি, স্থানীয় তৃণমূল যুব নেতা সায়নদীপ গোস্বামীর নেতৃত্বে কয়েকজন দুষ্কৃতী গাড়িতে চড়ে এসে হামলা চালায়। ঘটনার প্রতিবাদে পুন্ডিবাড়ি মোড়ে পথ অবরোধ করেন বিজেপি নেতা-কর্মীরা। পরিস্থিতি সামাল দিতে পৌঁছয় পুন্ডিবাড়ি থানার পুলিশ। যান চলাচল দীর্ঘক্ষণ ব্যাহত হয়। বিজেপি বিধায়ক সুকুমার রায় বলেন, কোচবিহার থেকে পরিবর্তন যাত্রা আসছিল। পথে তৃণমূল কাপুরুষের মতো আক্রমণ করেছে। সাহস থাকলে খাগড়াবাড়িতে আসুক।

তবে অভিযোগ খারিজ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিকের বক্তব্য, এসব ভিত্তিহীন কথা। যাত্রা শুরুর আগেই নিজেরাই গাড়ি নষ্ট করেছে। প্রচারের আলোয় থাকতে নাটক করা হচ্ছে। আমরা কর্মীদের প্ররোচনায় না জড়াতে বলেছি। উল্লেখ্য, ১ মার্চ কোচবিহারে পরিবর্তন যাত্রার সূচনা করেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন। বৃহস্পতিবার শীতলকুচি থেকে যাত্রা শুরুর কথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতিন প্রসাদ-র। তার আগে এই ঘটনায় জেলাজুড়ে চাপা উত্তেজনা ছড়িয়েছে। স্থানীয়দের আশঙ্কা, শাসক-বিরোধী সংঘাতে পরিস্থিতি আরও জটিল হতে পারে।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে **তারানুম আরা**, স্বামী মহঃ মইনুদ্দিন আনসারি, সাকিম- বড়পাড়া চক্ বাঁশবেড়িয়া, পোস্ট বাঁশবেড়িয়া, থানা মগরা, জেলা হুগলী, পিন ৭১২৫০২, মহাশয় বিগত ইং ১৮/০১/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর. চুঁচুড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-০৪২৪/২০২৩ নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমার মক্কেল **ফতেমা খাতুন**, পিতা সেখ সরিফুল হক, সাকিম- চক বাঁশবেড়িয়া, পোস্ট বাঁশবেড়িয়া, থানা মগরা, জেলা হুগলী, পিন ৭১২৫০২ মহাশয়কে নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তির ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। তপশীল - জেলা হুগলী, থানা মগরা, মৌজা চক বাঁশবেড়িয়া, জে. এল. নং ৫২, হাল এল.আর. ৩৮১৩ ও ৩৮১৭ নং খতিয়ানভুক্ত, আর.এস. ও হাল এল.আর ২৯৭ নং দাগে শালি জমির পরিমান ২২.৬৪ শতক সম্পত্তি আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল তাহার প্রাপ্ত সম্পত্তিটি বিক্রয় করিবার ঘোষণা করিলে চক বাঁশবেড়িয়া কেরনী ডাঙ্গা নিবাসী নাবালক **মহঃ সাহাজাদা হুসেন**, পিতা নবাব হুসেন ও **রিজওয়ানা খাতুন**, স্বামী নবাব হুসেন মহাশয় ও মহাশয়াকে আমার মক্কেলের প্রাপ্ত সম্পত্তির মধ্যে ১ কাঠা সম্পত্তি এ.ডি.এস.আর. চুঁচুড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-১০৭৮০/২০২৫ নং সাফ বিক্রয় কোবালা দলিলে বিক্রয় করেন ও তৎপরে আমার মক্কেলের প্রাপ্ত সম্পত্তির মধ্যে ২ কাঠা ৫ ছটাক সম্পত্তি ১১৪ আর.বি.এস. রোড (হেলথ সেন্টারের নিকট) নিবাসী **ফিরোজ আলি**, পিতা আব্দুল করিম মহাশয়কে এ.ডি.এস.আর. চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-১১৭৪৭/২০২৫ নং সাফ বিক্রয় কোবালা দলিল করিয়া বিক্রয় করিয়া দেন এবং তৎপরে আমার মক্কেলের প্রাপ্ত সম্পত্তির মধ্যে ১ কাঠা ৩ ছটাক সম্পত্তি ওল্ড লাইন রুম নং ৪২৬ নিবাসী **মহঃ ওয়াসিম**, পিতা মহঃ সেলিম মহাশয়কে এ.ডি.এস.আর. চুঁচুড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-১১৭৪৬/২০২৫ নং সাফ বিক্রয় কোবালা দলিল করিয়া বিক্রয় করিয়া দেন। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাগণ নাবালক **মহঃ সাহাজাদা হুসেন, রিজওয়ানা খাতুন, ফিরোজ আলি ও মহঃ ওয়াসিম**, তাহাদের খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোনও আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু), চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডসের 'শেপ অফ ইউ' এআই অ্যাপ্লিকেশন চালু

কলকাতা: সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস ভারতের অন্যতম শীর্ষ সর্বভারতীয় গয়না খুচরো বিক্রেতা,যার উপর পঁচাশি বছরেরও বেশি সময়ের বিশ্বাসের ঐতিহ্য রয়েছে। আসন্ন নারী দিবস উদ্‌যাপনের উপলক্ষে 'শেপ অফ ইউ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা অ্যাপ্লিকেশন চালু করেছে। সূক্ষ্ম কারিগরি, নকশার সততা এবং ভারতীয় নান্দনিকতার গভীর বোঝাপড়ার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা সেনকোর ঐতিহ্য এখন এক নতুন যুগে প্রবেশ করছে, যেখানে নকশা-জ্ঞান ব্যক্তিগত অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এই উদ্যোগ সম্পর্কে সেনকো গোল্ডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী শুভঙ্কর সেন বলেন, শেপ অফ ইউ আমাদের বহু প্রযুক্তি-ভিত্তিক প্রয়োগের মধ্যে একটি, যা উন্নত গ্রাহক অভিজ্ঞতা প্রদান এবং গ্রাহকদের জন্য একেবারে অনন্য সেবা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তৈরি, যা গয়না শিল্পে প্রথম।

রঙের উৎসবে বিভিন্ন ঘরানার শিল্পীদের মহাসম্মেলনের উদ্যোগ সুলগ্না আকাদেমি ট্রাস্টের। রাঙিয়ে দিয়ে যাও, সিজন ৭-এ বসন্তের রং ও শিল্পের এক সুন্দর মিলনোৎসব আয়োজিত হয়েছিল। নৃত্য পরিচালনায় ছিলেন সুলগ্না ভট্টাচার্য।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে অবগত করা যাইতেছে যে আমার মক্কেল **শ্রী স্বপন ভৌমিক**, পিতা - মৃত দীনেশ ভৌমিক, সাকিম - স্টেশন রোড, মগরা, জেলা - হুগলী এর বাসিন্দা। তিনি মগরা থানার অধীনে জে.এল. নং - ১০৪, মৌজা - তারাগুন, দাগ নং - ৬৬ এ অবস্থিত সম্পত্তি সংক্রান্ত তিনটি পৃথক আমমোক্তারনামা পত্র দলিল মূলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার হন। প্রথম আমমোক্তারনামা দলিল নং - ৭১৭৮, হুগলী D.S.R-2 নং রেজিস্ট্রি অফিসে ১৬/১১/২০২১ তারিখে সম্পাদিত, যথাক্রমে - **১) আনসুরা খাতুন**, স্বামী - মরহুম মহম্মদ ইসমাইল ওরফে ইসমাইল সেখ, **২) মহম্মদ আলী মোল্লা**, পিতা - মরহুম মহম্মদ ইসমাইল ওরফে ইসমাইল সেখ, **৩) আফরোজা বিবি**, পিতা - মরহুম মহম্মদ ইসমাইল ওরফে ইসমাইল সেখ, উপরোক্ত ১ থেকে ৩ নং ব্যক্তিগণের সাকিম - তারাগুন মুসলিমপাড়া, হোয়েড়া, মগরা, হুগলী। **৪) সুফিয়া বিবি**, পিতা - মরহুম মহম্মদ ইসমাইল ওরফে ইসমাইল সেখ, সাকিম - কাঁটাগড়, বেলুন, পান্ডুয়া, হুগলী। **৫) আলিয়া বিবি**, পিতা - মরহুম মহম্মদ ইসমাইল ওরফে ইসমাইল সেখ, সাকিম - আলাসিন, আয়মা, পান্ডুয়া, হুগলী। **৬) জাহানারা বিবি**, স্বামী - সেখ কালাম ও পিতা - মরহুম মহম্মদ ইসমাইল ওরফে ইসমাইল সেখ, সাকিম - বেজপাড়া, পান্ডুয়া, হুগলী। উপরোক্ত সকলের নিকট হইতে সম্পত্তি বিক্রয়ের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া আমার মক্কেল - **শ্রীমতী দুর্গা গুপ্তা**, স্বামী - শ্রী অজয় গুপ্তা, সাকিম - ৮১, থার্ড ফ্লোর, স্বামী বিবেকানন্দ রোড, হাওড়া এর নিকট A.D.S.R Chinsurah রেজিস্ট্রি অফিসে ০১/০৯/২০২৩ তারিখে ৮৩৯৯ নং দলিল মূলে ২ কাঠা সম্পত্তি বিক্রয় করেন। এছাড়া **শ্রী সত্যনারায়ন সাউ**, পিতা - দীননাথ সাউ, সাকিম - শঙ্খনগর মিলিটারি রোড, বাঁশবেড়িয়া, মগরা, হুগলী এর নিকট A.D.S.R Chinsurah রেজিস্ট্রি অফিসে ০১/০৯/২০২৩ তারিখে ৮৩৯৮ নং দলিল মূলে ২ কাঠা সম্পত্তি বিক্রয় করেন। দ্বিতীয় আমমোক্তারনামা দলিল নং - ২১০২, হুগলী A.D.S.R Chinsurah রেজিস্ট্রি অফিসে ২৪/০৫/২০২২ তারিখে সম্পাদিত, যথাক্রমে - **১) আব্দুল রাকিব ওরফে আব্দুল রাকিব মোল্লা, ২) আব্দুল হাকিম মোল্লা, ৩) আব্দুল করিম**, উপরোক্ত ১ থেকে ৩ নং ব্যক্তিগণের পিতা - মরহুম নুরুল ইসলাম, সাকিম - তারাগুন মুসলিমপাড়া, হোয়েড়া, মগরা, হুগলী। **৪) নুরজাহান বিবি**, স্বামী - মহম্মদ সিরাজুল ইসলাম, সাকিম - খন্যান পশ্চিমপাড়া, পান্ডুয়া, হুগলী। **৫) খোদেজান বিবি**, স্বামী - ইউনুস মোল্লা, সাকিম - নাকসা, মগরা, হুগলী। ৪ ও ৫ নং ব্যক্তির পিতা - মরহুম নুরুল ইসলাম। উপরোক্ত সকলের নিকট হইতে সম্পত্তি বিক্রয়ের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া আমার মক্কেল - **শ্রী বিকাশ কুমার সাউ**, পিতা - রাজেন্দ্র প্রসাদ সাউ, সাকিম - চক্ বাঁশবেড়িয়া, মগরা, হুগলী এর নিকট A.D.S.R Chinsurah রেজিস্ট্রি অফিসে ০২/০২/২০২৩ তারিখে ৭৭৫ নং দলিল মূলে ২ কাঠা ৮ ছটাক সম্পত্তি বিক্রয় করেন। এছাড়া **শ্রী শোভনাথ**, পিতা - শঙ্কর, ধর্ম - হিন্দু (ভারতীয় নাগরিক), পেশা - ব্যবসা, সাকিম - খানজহানপুর, ফুলপুর, আজমগড়, উত্তর প্রদেশ এর নিকট A.D.S.R Chinsurah রেজিস্ট্রি অফিসে ০৩/০৩/২০২৩ তারিখে ১৯১২ নং দলিল মূলে ২ কাঠা সম্পত্তি বিক্রয় করেন। তৃতীয় আমমোক্তারনামা পত্র দলিল নং - ১২২৬, হুগলী D.S.R-1 নং রেজিস্ট্রি অফিসে ২৭/০১/২০২২ তারিখে **হালিম মোল্লা**, পিতা - সেখ মোসলেম ওরফে মোসলেম মোল্লা, সাকিম - তারাগুন মুসলিমপাড়া, হোয়েড়া, মগরা, হুগলী এর নিকট হইতে সম্পত্তি বিক্রয়ের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া আমার মক্কেল - **শ্রী জীতেন্দ্র কুমার সাউ**, পিতা - দীননাথ সাউ, সাকিম - ৫০২, পূর্বপাড়া, শঙ্খনগর, বাঁশবেড়িয়া, মগরা, হুগলী এর নিকট A.D.S.R Chinsurah রেজিস্ট্রি অফিসে ১৯/০৪/২০২৪ তারিখে ৪১২৩ নং দলিল মূলে ২ কাঠা সম্পত্তি বিক্রয় করেন। অতএব, আমার মক্কেল উপরোক্ত সম্পত্তিসমূহ যথাযথভাবে ক্রেতাগণকে বুঝাইয়া প্রদান করিয়াছেন এবং তাহারা বর্তমানে উক্ত সম্পত্তির দখলে আছেন। উক্ত ক্রেতাগণ সম্পত্তির মালিক হইয়া চুঁচুড়া-মগরা ব্লকের বি.এল. এন্ড এল.আর.ও অফিসে নিজ নিজ নামে মিউটেশনের আবেদন করিয়াছেন। এমতাবস্থায় কাহারও যদি উক্ত সম্পত্তি সম্বন্ধে কোন আইনানুগ দাবি, আপত্তি বা অধিকার থাকে, তবে এই নোটিশ প্রকাশের ৭ (সাত) দিনের মধ্যে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করা হইল।

ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু), চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

বেহালা স্ট্যান্ডে অটো চালকদের আবির খেলা।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৬ মার্চ ২০২৬, ২১ ফাল্গুন ১৪৩২ শুক্রবার

দলের পরীক্ষিত নেতাদের সরিয়ে কৃতজ্ঞতা স্বীকারের রাজনীতি চলছে

রাজ্যসভার প্রার্থী নিয়ে তৃণমূলকে তোপ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যসভা নির্বাচনে প্রার্থী ঘোষণাকে কেন্দ্র করে শাসক শিবিরের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর অভিযোগ, দলের পরীক্ষিত নেতাদের সরিয়ে কৃতজ্ঞতা স্বীকারের রাজনীতি চলছে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে শূন্য হতে চলা পাঁচটি আসনের মধ্যে চারটিতে তৃণমূল প্রার্থী দিয়েছে। সেই তালিকায় রয়েছেন প্রাক্তন পুলিশকর্তা রাজীব কুমার, আইনজীবী মেনেকা গুরুস্বামী, অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক ও মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়। এদের অধিকাংশেরই সরাসরি রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা সীমিত; এই বিষয়টিকেই হাতিয়ার করেছেন শুভেন্দু। তাঁর কথায়, যাঁরা বিভিন্ন মামলায় সরকারকে রক্ষা করেছেন, তাঁদেরই পুরস্কৃত করা হয়েছে। রাজনৈতিক কর্মীদের বাণপ্রস্থে পাঠানো হচ্ছে।

সুব্রত বক্সীর প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, যাঁরা

দল গড়েছিলেন, তাঁদের আজ অবসরের পথে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে এতে কষ্ট হয়। এখন হয়তো বক্সীদা বলবেন তিনি নিজেই দাঁড়াতে চাননি, কিন্তু আমাদের কষ্ট হচ্ছে দেখে যে যাঁরা তৃণমূল তৈরি করেছিল, তাঁদেরই আজ ব্রাত্য করে দেওয়া হচ্ছে। একসময় তৃণমূলে থাকাকালীন সুব্রত বক্সীর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে রাজনীতি করেছেন শুভেন্দু অধিকারী। পাশাপাশি রাজীব কুমার ও মেনকা গুরুস্বামীর নাম উল্লেখ করে তোপ দাগেন তিনি। তাঁর কথায়, আরজি কর কাণ্ডে বিনীত গোয়েলকে আড়াল করার চেষ্টার 'উপহার' স্বরূপ মেনকা গুরুস্বামীকে প্রার্থী করা হয়েছে।

অন্যদিকে বিজেপির প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন রাহুল সিনহা। প্রশাসনিক সময়সীমা নিয়ে অসন্তোষ জানিয়ে শুভেন্দু বলেন, একটিমাত্র কার্যদিবস পেয়েছি, তবু বিধায়কদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করে মনোনয়ন দাখিল করেছি। রাহুলকে পরীক্ষিত ও বিশ্বস্ত নেতা বলেও উল্লেখ করেন তিনি। রাজ্যসভা ভোট ঘিরে রাজনৈতিক তরজা ক্রমেই তীব্র হচ্ছে।

রাজ্যসভা ভোটে মনোনয়ন জমা দিলেন বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যসভা নির্বাচনের মনোনয়ন দাখিলের শেষ দিনে বিধানসভায় প্রার্থী হিসেবে কাগজপত্র জমা দিলেন বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা। প্রক্রিয়াগত কিছু কারিগরি সংশোধনের কারণে মনোনয়ন জমা দিতে নির্ধারিত সময়ের তুলনায় কিছুটা বেশি সময় লাগে। তবে দলীয় প্রতিনিধিদের তত্ত্বাবধানে প্রয়োজনীয় সংশোধন সম্পন্ন করে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যেই মনোনয়ন জমা দেওয়া হয়।

বিজেপি পরিষদীয় সূত্রের বক্তব্য, সরকারি ছুটির কারণে নথিপত্র প্রস্তুতিতে কিছু বিলম্ব হয়েছিল। যাচাই প্রক্রিয়ায় কয়েকটি কারিগরি দিক স্পষ্ট করা প্রয়োজন ছিল, তা নিয়ম মেনেই সংশোধন করা হয়েছে। বিরোধী দলনেতা

শুভেন্দু অধিকারী সহ দলীয় নেতারা উপস্থিত থেকে গোটা প্রক্রিয়া দেখভাল করেন।

উল্লেখ্য, বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীকই প্রস্তাব দিয়েছিলেন, রাহুলকে রাজ্যসভার প্রার্থী করার। আর শেষমেশ সেটাতেই শিলমোহর দিয়েছেন মোদি-শাহ-নীতীন নবীনরা। এর আগে লোকসভা ও বিধানসভা ভোটে একাধিকবার প্রার্থী করা হয়েছিল রাহুল সিনহাকে। ২০১৪ এবং ২০১৯ সালে উত্তর কলকাতা লোকসভা কেন্দ্রে তিনি লড়েছিলেন। রাজ্যসভার সম্ভাব্য প্রার্থী হিসাবে এবার ৯ জনের নাম নিয়ে বিবেচনা হচ্ছিল। শেষ যে ৯টি নাম দিল্লিতে গিয়েছিল তার মধ্যে রাহুল সিনহার নামও ছিল।

সম্প্রতি বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব পশ্চিমবঙ্গের একটি আসনের জন্য রাহুল সিনহার নাম ঘোষণা করে। রাজ্যে মোট পাঁচটি আসনে নির্বাচন হচ্ছে। বর্তমান বিধানসভা সমীকরণ অনুযায়ী চারটি আসন তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে যাওয়ার সম্ভাবনা, একটি আসনে বিজেপি প্রার্থী রয়েছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, বিধানসভায় সংখ্যার অঙ্ক বিবেচনায় রাহুল সিনহার নির্বাচিত হওয়া এখন সময়ের অপেক্ষা। দলীয় নেতৃত্বও আশাবাদী, তিনি উচ্চকক্ষে দলের অবস্থান তুলে ধরতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবেন।

১০ মার্চ থেকে শুরু প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের ইন্টারভিউয়ের দ্বিতীয় দফা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষক নিয়োগের বহুল প্রত্যাশিত প্রক্রিয়া আরও এক ধাপ এগোল। পঞ্চম থেকে দশম পর্যায় পর্যন্ত সাক্ষাৎকারের নির্দিষ্ট সময়সূচি প্রকাশ করেছে রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। ১০ মার্চ থেকে শুরু হচ্ছে পরবর্তী দফার ইন্টারভিউ। সব মিলিয়ে ১৩,৪২১টি শূন্যপদ পূরণের লক্ষ্যেই এই দীর্ঘ পর্ব চলবে।

পর্ষদ সূত্রে জানানো হয়েছে, আগেই নির্ধারিত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ধাপে ধাপে প্রার্থীদের ডাকা হচ্ছে। সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া স্বচ্ছ ও সময়মাফিক শেষ করাই আমাদের লক্ষ্য। সূচি অনুযায়ী নদিয়া দিয়ে শুরু হয়ে পর্যায়ক্রমে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, আলিপুরদুয়ার, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, পশ্চিম বর্ধমান ও বীরভূমের প্রার্থীরা সাক্ষাৎকারে অংশ নেবেন। এপ্রিল ও মে জুড়ে চলবে এই কর্মসূচি।

এর আগে শিলিগুড়ি, হাওড়া, উত্তর দিনাজপুর এবং কোচবিহারে সংশ্লিষ্ট পর্যায়ের ইন্টারভিউ সম্পন্ন হয়েছে। সব পর্ব শেষ হলে প্রকাশিত হবে মেধাতালিকা, তারপর শুরু হবে নিয়োগের চূড়ান্ত ধাপ। ভোট ঘোষণার সম্ভাবনা ঘিরে জল্পনা তৈরি হলেও শিক্ষা দপ্তরের এক কর্তা বলেন, এই প্রক্রিয়া পূর্বনির্ধারিত। আচরণবিধি জারির প্রশ্নে আমরা আইনসম্মত পথেই এগোচ্ছি। ফলে আপাতত সাক্ষাৎকার স্থগিতের সম্ভাবনা নেই বলেই ইঙ্গিত মিলছে।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধর্না মঞ্চ পরিদর্শন করলেন মন্ত্রী শশী পাঁজা। *ছবি: অদিতি সাহা*

ভোটের আগে শহরে কড়া পুলিশি নজর, উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করলেন নগরপাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন ঘিরে মহানগরে নিরাপত্তা বলয় আরও আঁটসাঁট করল কলকাতা পুলিশ। সম্ভাব্য উত্তেজনা বা অশান্তি রুখতে আগাম প্রস্তুতিতে নেমেছে বাহিনী। লালবাজার সূত্রে জানা যাচ্ছে, ভোটের আগে এবং চলাকালীন শহরকে নির্বিঘ্ন রাখতে একাধিক স্তরে নজরদারি ও সমন্বয় জোরদার করা হয়েছে। সম্প্রতি নগরপাল সুপ্রতিম সরকার সমস্ত থানার ওসি ও ডেপুটি কমিশনারদের নিয়ে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেন। সেখানে সংবেদনশীল এলাকা চিহ্নিতকরণ, বাহিনী মোতায়েনের রূপরেখা এবং তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার কৌশল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। পুলিশ সূত্রের বক্তব্য, পরিস্থিতি মোকাবিলায় দ্রুত সিদ্ধান্ত ও সমন্বিত পদক্ষেপ নিশ্চিত করাই মূল লক্ষ্য। পুলিশ ট্রেনিং স্কুলে রায়ট কন্ট্রোল ও ভিড় সামাল দেওয়ার বিশেষ মহড়া চলছে। প্রতিটি থানার অ্যান্টি রাউডি অফিসারদের দাগি অপরাধীদের হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহ করে বিভাগীয় কর্তাদের কাছে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এক আধিকারিকের কথায়, অতীত রেকর্ড খতিয়ে দেখে ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তিদের ওপর নজরদারি বাড়ানো হচ্ছে। তবে সাম্প্রতিক একটি গুলি ও বিস্ফোরণের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত অধরা থাকায় প্রশ্ন উঠেছে। এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি। ইতিমধ্যেই শহরের বিভিন্ন প্রান্তে

রুটমার্চ শুরু হয়েছে। পুলিশকর্তার দাবি, এবারের প্রস্তুতি আরও সুসংগঠিত। শান্তিপূর্ণ ভোট নিশ্চিত করাই একমাত্র লক্ষ্য।

'বন্দেমাতরম' আইন নিয়ে প্রশ্ন, প্রমাণ চাইল হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: জাতীয় গান 'বন্দেমাতরম'-এর সব ক'টি স্তবক গাওয়ার বিধান নিয়ে আইনি জটিলতা তৈরি হল। সাম্প্রতিক সংসদীয় সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলার গ্রহণযোগ্যতাই প্রথমে খতিয়ে দেখতে চাইল কলকাতা হাইকোর্ট। প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল-এর ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট জানায়, মামলার ভিত্তি কতটা সুদৃঢ়, তা তথ্য-সহ প্রমাণ করতে হবে আবেদনকারীকে। শুনানির শুরুতেই অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল অশোক চক্রবর্তী বলেন, এটি ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যপ্রণোদিত আবেদন। জাতীয় গানের প্রশ্ন দেশের সার্বভৌম মর্যাদার সঙ্গে যুক্ত। এই বিষয়ে আদালতের হস্তক্ষেপ কতটা যুক্তিযুক্ত? তাঁর দাবি, মামলাকারীকে দৃষ্টান্তমূলক খরচা ধার্য করা উচিত।

অন্যদিকে আবেদনকারীর পক্ষে আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য যুক্তি দেন, কেন্দ্রীয় বিজ্ঞপ্তিতে ছয় স্তবক গাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অথচ ১৯৩৭ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মহাত্মা গান্ধি-র পরামর্শে প্রথম দুই স্তবক গ্রহণের সিদ্ধান্ত হয়েছিল। তাঁর বক্তব্য, পরবর্তী কালে গণপরিষদও সেই অবস্থানই মেনে নেয়।

বেঞ্চের নির্দেশ, ঐতিহাসিক দাবির পক্ষে নির্ভরযোগ্য নথি পেশ করতে হবে। পরবর্তী শুনানি ২৩ মার্চ। সেদিনই নথিপত্র আদালতে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ভোটের আগে কাজ থমকে, চাপে পুরসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নির্বাচনের প্রাক্কালে শহরজুড়ে ছোট পরিকাঠামোগত উন্নয়নকে সামনে রেখে যে কর্মসূচি নিয়েছিল কলকাতা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন, তা নিয়েই বাড়ছে প্রশ্ন। ওয়ার্ডভিত্তিক রাস্তা মেরামতি, নিকাশি সংস্কার, আলোকসজ্জা ও নানা নাগরিক পরিষেবা দ্রুত সম্পন্ন করার লক্ষ্যে শুরু হয়েছিল উদ্যোগ। কিন্তু অগ্রগতির পরিসংখ্যান বলছে, বাস্তবায়নের গতি আশানুরূপ নয়। পুরসভা সূত্রে জানা যাচ্ছে, কয়েক হাজার প্রকল্পের অনুমোদন মিললেও শেষ হয়েছে তার অল্প অংশ। বহু ক্ষেত্রে বরাত দেওয়া হলেও কাজ পুরো হয়নি। অর্থপ্রদানের জটিলতা নিয়েও অসন্তোষ বাড়ছে ঠিকাদার মহলে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ঠিকাদার বলেন, আগের কাজের বিল দীর্ঘদিন ঝুলে আছে। নতুন প্রকল্পে দ্রুত টাকা মেটানোর আশ্বাস মিলেছিল। কিন্তু বাস্তবে বিল ছাড়তে দেরি হচ্ছে। নিশ্চয়তা না থাকলে গতি রাখা সম্ভব নয়।

অন্যদিকে পুরসভার এক কর্তা দাবি করেন, প্রক্রিয়াগত কিছু জট ছিল। তা মেটাতে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অর্থের ঘাটতি নেই, দ্রুত নিষ্পত্তির চেষ্টা চলছে। তবে সময় যে ফুরিয়ে আসছে, তা প্রশাসনও মানছে। ভোট ঘোষণার আগে দৃশ্যমান ফল দেখাতে না পারলে রাজনৈতিক অস্বস্তি বাড়তে পারে বলেই মত ওয়াকিবহাল মহলের। এখন দেখার, নাগরিক স্বস্তির প্রতিশ্রুতি কতটা বাস্তবের মাটিতে নামানো যায়।

ভোটের আগে অনিশ্চয়তা, ৫৬ লক্ষ নাম নিয়ে দোলাচল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে বিধানসভা ভোটের কাউন্টডাউন শুরু হলেও চূড়ান্ত ভোটার তালিকা ঘিরে অনিশ্চয়তা কাটেনি। প্রায় ৬০ লক্ষ আবেদন ও আপত্তির মধ্যে নিষ্পত্তি হয়েছে মাত্র চার লক্ষের। ফলে ৫৬ লক্ষ নাম এখনও ঝুলন্ত অবস্থায়। এই প্রেক্ষাপটে ৮ মার্চ রাত্রিতে কলকাতায় পৌঁছবে নির্বাচন কমিশন-র পূর্ণাঙ্গ প্রতিনিধি দল।

৯ মার্চ সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত জাতীয় ও আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে বৈঠকের সূচি রয়েছে। দুপুর ১২টা ৪৫ মিনিটে বক্তব্য রাখবেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজকুমার আগরওয়াল। এরপর কেন্দ্র ও রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরের শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে আলোচনা হবে। জেলা প্রশাসন ও পুলিশ কর্তাদের সঙ্গেও প্রস্তুতি পর্যালোচনা করবে কমিশন।

১০ মার্চ সকাল সাড়ে ১০টায় মুখ্যসচিব ও ডিজির সঙ্গে বৈঠক নির্ধারিত হয়। বৈঠকে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও রাজ্য পুলিশের নোডাল আধিকারিকদের উপস্থিত থাকার কথা। দুপুর ১২টা ৩০ মিনিট থেকে বিএলওদের সঙ্গে আলোচনা, তারপর সাংবাদিক বৈঠক।

কমিশন সূত্রের বক্তব্য, সব দিক খতিয়ে দেখেই পরবর্তী পদক্ষেপ হবে। প্রশ্ন উঠছে, ওই দিনই কি ভোটের নির্ঘণ্ট প্রকাশ পাবে? পর্যবেক্ষকদের একাংশের মত, সফর শেষে দিল্লিতে ফিরে চূড়ান্ত পরামর্শের পরেই ঘোষণার সম্ভাবনা বেশি। তার আগে বিচারাধীন বিপুল সংখ্যক ভোটারের ভবিষ্যৎ কোন পথে গড়ায়, সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের।

বিধানসভা ভোটের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখল নির্বাচন কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রস্তুতি পর্যালোচনায় জোর দিল নির্বাচন কমিশন। বৃহস্পতিবার ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা ও নজরদারি সংস্থাগুলির শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেন কমিশনের শীর্ষকর্তারা। উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র ডেপুটি ইলেকশন কমিশনার, ডেপুটি ইলেকশন কমিশনার, ডিরেক্টর জেনারেল এবং কমিশনের প্রধান সচিব-সহ শীর্ষ প্রশাসনিক আধিকারিকেরা। বৈঠকে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক, বিশেষ রোল পর্যবেক্ষক, অতিরিক্ত ও যুগ্ম সিইও এবং উপ-সিইও-রাও যোগ দেন।

সূত্রের খবর, ভোটপূর্ব প্রস্তুতি, নজরদারি ব্যবস্থার সমন্বয় এবং আইনভঙ্গ রুখতে করণীয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিভিন্ন প্রয়োগকারী সংস্থার নোডাল অফিসারদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময় করেন কমিশনের প্রতিনিধিরা। এক শীর্ষ আধিকারিকের বক্তব্য, স্বচ্ছ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিশ্চিত করাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। প্রতিটি সংস্থাকে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে। বৈঠকে সীমান্ত নজরদারি, নগদ ও বেআইনি সামগ্রী আটক, সংবেদনশীল বুথ চিহ্নিতকরণ এবং প্রযুক্তিনির্ভর মনিটরিং ব্যবস্থার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। কমিশনের তরফে স্পষ্ট বার্তা, নির্বাচনী বিধি লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে শূন্য সহনশীলতা নীতি গ্রহণ করা হবে। প্রশাসনিক মহলের মতে, সময়ের আগেই এই প্রস্তুতি পর্যালোচনা রাজ্যে অবাধ ও নিরপেক্ষ ভোটের ভিত্তি আরও মজবুত করবে।

ইউটিউবেই উচ্চমাধ্যমিকের পাঠ, কোচিংয়ের চাপ কমাতে নতুন উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের জন্য বড়সড় ডিজিটাল পদক্ষেপ নিল ওয়েস্ট বেঙ্গল কাউন্সিল অফ হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন। সংসদের নিজস্ব ইউটিউব চ্যানেলকে কেন্দ্র করে গড়ে তোলা হচ্ছে ভার্চুয়াল পাঠশালা। লক্ষ্য একটাই; বাড়িতে বসেই মানসম্মত পাঠ পৌঁছে দেওয়া, যাতে আলাদা কোচিংয়ের ওপর নির্ভরতা কমে।

নবনিযুক্ত সভাপতি ড. পার্থ কর্মকার জানিয়েছেন, বিভিন্ন জেলার অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বাছাই করে সংসদের স্টুডিওতে পাঠ রেকর্ড করা হচ্ছে। তাঁর কথায়, একই বিষয় একাধিক শিক্ষকের ব্যাখ্যায় শুনতে পারলে ধারণা আরও পরিষ্কার হবে। পড়ুয়ারা যে কোনও সময় ভিডিও দেখে ঝালিয়ে নিতে পারবে পাঠ। তিনি আরও বলেন, শুধু পরীক্ষার প্রস্তুতি নয়, বিষয়ভিত্তিক বোধগম্যতা বাড়ানোই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। ইতিমধ্যেই চ্যানেলে ছ'শোর বেশি শিক্ষামূলক ভিডিও আপলোড হয়েছে।

ভাটপাড়ায় বলরাম সরকার গঙ্গার ঘাট থেকে নিখোঁজ তরুণীর দেহ মিলল

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: দোলের দিন অর্থাৎ বিকেলে জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ভাটপাড়া পুরসভার ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের মাদ্রাল গভর্মেন্ট কলোনির বাসিন্দা দুই যুবক সৈকত নন্দী ও সৌরভ নন্দী এবং তাঁদের এক সম্পর্কের বোন দীপশিখা রজক ভাটপাড়া বলরাম সরকার গঙ্গার ঘাটে স্নান করতে নেমে গভীর জলে তলিয়ে নিখোঁজ হয়ে যায়। তাঁদেরকে বাঁচাতে গিয়ে ভাটপাড়ার বাবুপাড়ার বাসিন্দা সৌরভ সরকার নামে এক কিশোর গঙ্গায় ঝাঁপ দেয়। কিন্তু ওই কিশোরও গভীর জলে তলিয়ে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে যায়। বৃহস্পতিবার দুপুরে নোয়াপাড়া থানার ইছাপুর নবাবগঞ্জ গঙ্গার ঘাটে দীপশিখার দেহ ভেসে ওঠে। মৃতার পরিবারের লোকজন দেহটিকে শনাক্ত

করেন। এরপর পুলিশ মৃতদেহটি ময়নাতদন্তে পাঠায়। প্রসঙ্গত, এদিন একজনের দেহ উদ্ধার হলেও, নিখোঁজ বাকি তিনজনের এখনও কোনও সন্ধান মেলেনি।

প্রকৃত ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার অভিযোগে বিক্ষোভ সিপিআইএমের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ভোটাধিকার বাঁচাওয়ের ডাক দিয়ে বৃহস্পতিবার ব্যারাকপুর মহকুমা শাসকের দপ্তর অভিযানের ডাক দিয়েছিল সিপিএম। এসআইআর প্রক্রিয়ার নামে বহু প্রকৃত ভোটারদের নাম বাদ গেছে, এই অভিযোগ তুলে এদিন মহকুমা শাসকের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন সিপিএমের নেতা-কর্মীরা। জোর করে পুলিশের ব্যারিকেড সরিয়ে সামনের দিকে এগোনোর চেষ্টা করলে উভয় পক্ষের মধ্যে ধস্তাধস্তি শুরু হয়।

রবিবার থেকে বৃষ্টি, গরমে সামান্য বিরতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বসন্তের শেষভাগে আবহাওয়ায় বদলের ইঙ্গিত। ঘূর্ণাবর্ত ও নিম্নচাপ অক্ষরেখার প্রভাবে রবিবার থেকে মঙ্গলবারের মধ্যে রাজ্যের একাধিক জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। আলিপুরে আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, এর জেরে ঊর্ধ্বমুখী পারদে সাময়িক লাগাম পরতে পারে। বর্তমানে দিনের তাপমাত্রা তিরিশের ঘরে স্থির, রাতের পারদ ২০ থেকে ২৩ ডিগ্রির মধ্যে। আবহাওয়াবিদ সৌরিশ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আগামী ২৪ ঘণ্টা আকাশ পরিষ্কার থাকবে। তবে ৮ থেকে ১০ মার্চ দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। তাঁর সংযোজন, তাপমাত্রায় বড়সড় পতন নয়, কিন্তু গরমের তীব্রতা সামান্য কমবে। পূর্বাভাস অনুযায়ী, ৮ মার্চ দুই মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামে বৃষ্টি

সম্ভাব্য। ৯ মার্চ দুই বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া ও হুগলিতেও ভিজতে পারে মাটি। ১০ মার্চ দক্ষিণ ২৪ পরগনা-সহ উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে বৃষ্টির ইঙ্গিত। উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়িতেও রবিবার থেকে আবহাওয়ার রূপ বদলাতে পারে। কলকাতায় আপাতত সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৩ ডিগ্রির আশপাশে ঘোরাফেরা করবে, রাতের পারদ পৌঁছতে পারে ২৩ ডিগ্রিতে। বুধবার শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২১.৬ ডিগ্রি, সর্বোচ্চ ৩২.৬ ডিগ্রি। আর্দ্রতার তারতম্যও ছিল লক্ষণীয়। আবহাওয়া দপ্তরের মতে, আসন্ন গ্রীষ্মের আগ্রাসনের আগে এই বৃষ্টি সামান্য স্বস্তি দেবে। তবে স্থায়ী শীতলতার আশা এখনই নয়।

মুখ্যমন্ত্রী যদি রাস্তায় বসেন, তা হলে রাজ্য চালাবে কে? কটাক্ষ শমীকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে বৃহস্পতিবার তীব্র আক্রমণ শানালেন বিজেপি নেতা শমীক ভট্টাচার্য। এক জনসভায় তিনি অভিযোগ করেন, রাজ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে বিভাজনের রাজনীতি উসকে দেওয়া হচ্ছে এবং প্রশাসন সেই পরিস্থিতির মোকাবিলায় কার্যত নিষ্ক্রিয়। তাঁর কথায়, গণতন্ত্রের নামে ভয় দেখিয়ে ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার চেষ্টা চলছে। মানুষ সব দেখছে, সময়মতো জবাব দেবে।

নাগরিকত্ব ইস্যু টেনে শমীকের দাবি, সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। তিনি বলেন, নাগরিকত্ব নিয়ে অযথা আতঙ্ক ছড়ানো হয়েছিল। এখন সত্যিটা স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। একই সঙ্গে তাঁর কটাক্ষ, রাজ্যের শাসকদল রাজনৈতিক সুবিধার জন্য ধর্মীয় মেরুকরণকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। তাঁর মন্তব্য, যাঁরা বছর বছর উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দেয়, তাঁরাই আবার বিভেদের বীজ বুনছে। বাম রাজনীতিকদেরও নিশানা করে বিজেপি নেতা দাবি করেন, আদর্শচ্যুতি ঘটেছে বহু আগেই। তাঁর ভাষায়, যাঁরা একসময় মতাদর্শের কথা বলত, তাঁরাই আজ নীরব দর্শক। প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী যদি রাস্তায় বসেন, তা হলে রাজ্য চালাবে কে? সাংবিধানিক পথ ছেড়ে প্রতিবাদের নাটক গণতন্ত্রকে দুর্বল করে। সভামঞ্চ থেকে তাঁর স্পষ্ট বার্তা, আগামী নির্বাচনে মানুষই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে। ভোটই হবে জবাব, বলেন শমীক।

সম্পাদকীয়

পরমাণু যুদ্ধের হুমকি, চূড়ান্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ দু’পক্ষেরই

আমেরিকা ও ইজরায়েলের যৌথ আক্রমণের মুখে দাঁড়িয়েও রণহুঙ্কার ইরানের। পিছু হঠতে নারাজ তেহরান। প্রতিবেশী দেশগুলোয় থাকা একের পর এক মার্কিন ঘাঁটি ও দূতাবাসে নিরন্তর আছড়ে পড়ছে ইরানি মিসাইল। বাদ যায়নি ইজরায়েলও। যুদ্ধের ষষ্ঠ দিনেও মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে বারুদের গন্ধ, রক্ত, মৃত্যু, হাহাকার! এখনও পর্যন্ত আমেরিকা-ইজরায়েলের যৌথ হামলায় ইরানে মৃত্যু হয়েছে ২২০৫ জনের। গোটা দেশ জুড়ে আতঙ্ক, ধংসস্তুপ। এই অবস্থায় পালটা দিতে এবার ইজরায়েলের পরমাণু ঘাঁটিতে হামলা চালানোর হুমকি দিয়েছে তেহরানের শাসকরা।যা নিয়ে গোটা বিশ্বে নতুন করে আতঙ্ক ছড়িয়েছে।ইরানের মতো একটি পরমাণু শক্তিধর দেশের মুখে এই হুমকি শুনে আশঙ্কা ও উদ্বেগ ছড়িয়েছে গোটা বিশ্বে। এই হুমকি যা দুনিয়াকে কার্যত পরমাণু যুদ্ধের দিকে যেতে বাধ্য কর বলেই মানছেন বিশেষজ্ঞা। তাই তেহরানের এই হুমকি দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ ছাড়া আর কিছু নয়। এই যদি ইরানের ভূমিকা হয়, তে মার্কিনিদের ভূমিকায় যথেষ্ট খারাপ। এই সংঘাতের আবহে পরমাণু বোমা বহনে সক্ষম অন্তর্দেশীয় ব্যালেস্টিক মিসাইল ‘মিনিটম্যান-৩’ পরীক্ষা করল আমেরিকা। মুখে না বললেও যা ঘুরিয়ে ইরানের জন্য সতর্কবাণী বলেই মনে করছেন আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞরা। উভয় পক্ষের এই পরমাণু হুমকির কৌশল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, যুদ্ধের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত যে তিনটি দেশ, তারা প্রত্যেকেই পরমাণু শক্তিধর। ফলে এর হুমকি, পালটা হুমকিতে আতঙ্কিত বিশ্ববাসী। দুনিয়াজুড়ে এখন কী হয়, কী হয়, আশঙ্কা। বাস্তবে কী হবে সেটা অন্য কথা। কিন্তু যে ভয়, যে আতঙ্ক তৈরি হল, বলা ভালো তৈরি করা হল, তার কি কোনও প্রয়োজন ছিল? কে বা কারা, কাদের স্বার্থে এই পথে হাঁটছে? কারা এর মদতদাতা? এটা জানতে চায় বিশ্ববাসী। গোটা বিশ্ব এই যুদ্ধের জেরে আতঙ্কের।প্রহর গুণছে তা কোনও ভাবেই কাম্য নয়। তাই আমেরিকা, ইজরায়েল বা ইরানের রাষ্ট্রনেতাদের আরও দায়িত্বশীল আচরণ করতে হবে। নিজেদের সমস্যা মেটাতে গোটা বিশ্বকে এভাবে বিপদে ফেলাটা কোনও কাজের কথা নয়।

শব্দছক ৯১

রবি দাস

পাশাপাশি: ১. ছিনাল-এর কর্মকান্ড ৪. সন্ধ্যা ৬. তেতো ঔষধি গাছ ৭. লম্পট ৯. অপয়া ১০. কোঁচানো ১১. শববিহিন পরিবেশ ১২. ভারী পায়ে লাফালাফি ১৪. খোঁপা ১৫. বিভিন্ন ১৬. হুঙ্কারযোগে তড়পানো ১৭. অভঙ্গুর ১৮. হানি ১৯. নির্ধারণ

ওপর-নিচ: ১. জলে খোলামকুচি ভাসিয়ে খেলা ২. ব্যক্তি বিশেষের পরিচয় বহনকারী ৩. হাতের চেটো ৫. ঝামেলা ৮. পুকুরে জলজ উদ্ভিদ ৯. অবশ্যম্ভাবী ১২. জলসহ খাদ্য উপকরণ ১৩. চুরি করে সটকে যাওয়া ১৪. আড়দৃষ্টি ১৭. বত্রিশটির সমষ্টি

সমাধান ৯০ — পাশাপাশি: ১. শ্যামলিমা ৩. ইজন ৫. স্বল্প ৬. বেনজির ৯. নাচা ১০. খারাপ ১১. াপিস ১৩. কান ১৪. ইমারত ১৮. বিজ্ঞ ১৯. গায়ক ২০. পলতা

ওপর-নিচ : ১. শ্যামা ২. লিখন ৩. অল্প ৪. নক্ত ৫. স্বর ৬. বেচা ৭. জিলিপি ৮. চরাচর ৯. নারী ১১. আনবিক ১২. সই ১৫. মাতাল ১৬. তনু ১৭. রোগা

আজকের দিন

- **১৯২৪ —** মিশরীয় সরকার রাজা তুতানখামুনের মমি কেসটি খুলেছিল।
- **১৯৫৭ —** ঘানা ব্রিটিশ শাসন থেকে স্বাধীন জাতিতে পরিণত হয়।
- **১৯৬৪ —** ক্যাসিয়াস ক্লে জুনিয়র ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর তার নাম পরিবর্তন করে মুহাম্মদ আলী রাখেন।

জন্মদিন

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

১৮১২ *বিশিষ্ট লেখক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তর জন্মদিন।*
১৯৮৭ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা গৌরব চক্রবর্তীর জন্মদিন।*
১৯৯৭ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী জাহ্নবী কাপুরের জন্মদিন।*

মোদীর যোগ্য সৈনিক রেখা গুপ্তার পথেই ছাব্বিশে বঙ্গে পরিবর্তন আনবে মাতৃশক্তি

প্রদীপ মারিক

মোদির নেতৃত্বই ভারত এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের এক শক্তিশালী ভিত গড়ে তুলবে। ২০৪৭ সালের মধ্যে দেশকে উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে রেখা গুপ্তার নেতৃত্বে বিজেপি সরকার সদা প্রচেষ্টা। বিকশিত দেশ পরিণত করতে মোদি বর্তমানে ১০ কোটিরও বেশি মহিলা বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত। মহিলাদের নেতৃত্বাধীন এবং মহিলা পরিচালিত স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির সাহায্যে আধুনিক এক ব্যবস্থা গড়ে তোলাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এর মূল উদ্দেশ্য, প্রত্যেক পরিবারে যাতে সমৃদ্ধি আসে। প্রতিটি জেলায় ছাত্রীদের জন্য হোস্টেল তৈরির উদ্যোগ এবারের বাজেটে রাখা হয়েছে। এর ফলে, শিক্ষার সুযোগ আরও বেশি করে নাগরিকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে।

ছাব্বিশে পরিবর্তন হলেই উন্নয়নের জোয়ার আনবে ডাবল ইঞ্জিন সরকার। কারণ মোদির উন্নয়ণের ধারা আঁটকে রেখেছে বঙ্গের তৃণমূল সরকার। দেশবাসীর প্রত্যাশা পূরণ করতে মোদি সর্বস্তরের মানুষের প্রতি লক্ষ্য রাখেন। কারণ মোদির সঙ্গে ভারতবাসীর স্লোগান ই যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ। শুধু মুখের কথা নয় মোদি বিগত ১২ বছর দেখিয়ে দিয়েছিলেন তিনি যা বলেন তাই তিনি ভারতবাসীর জন্য করে দেখান। অটল বিহারী বাজপেয়ী বলেছিলেন, জয় জওয়ান, জয় কিষাণ, জয় বিজ্ঞান। পূর্ণাঙ্গ বাজেটে নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে ভারতবাসীর সমোচ্চারিত কণ্ঠস্বর ‘জয় জওয়ান, জয় কিষাণ, জয় বিজ্ঞান এবং জয় অনুসন্ধান’।

দিল্লিতে বিজেপি সরকারের এক বছর পূর্তিতে মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা বিধানসভার উন্নয়নের একটি সামগ্রিক রিপোর্ট কার্ড পেশ করেছিলেন। সেখানে তিনি গত এক বছরে হওয়া ২৫০ কোটি টাকার উন্নয়নমূলক কাজের খতিয়ান দেওয়ার পাশাপাশি ১০ হাজার কোটি টাকার মেগা প্রজেক্টের পরিকল্পনার কথাও তুলে ধরেছেন। রেখা গুপ্তা বলেছেন দিল্লি দেশের মধ্যে সর্বাধিক ইলেকট্রিক বাস চলাচলের রাজ্যে পরিণত হবে। রামলীলা ময়দানে বিজেপির জাতীয় সভাপতি নিতিন নবীন ৫০০টি নতুন ইভি বাস এবং দিল্লি-পানিপথ আন্তঃরাজ্য বাস পরিষেবার সূচনা করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপরে আস্থা রাখার জন্য দিল্লির মানুষকে ধন্যবাদ জানিয়ে রেখা গুপ্তা জানিয়েছেন, জনগণের বিশ্বাসের কারণেই তাঁর সরকার বছরের ৩৬৫ দিন নিরলস ভাবে কাজ করে যেতে পারছে। রাজধানী দিল্লির বাওয়ানায় গ্রামীণ গোশালায় ‘গো সেবা’ করে রেখা গুপ্তা বলেছেন দিল্লির গ্রামীণ এলাকার উন্নয়ন বিজেপি সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। রেখা গুপ্তা সরকারে এসেই ১২০০ কোটি টাকা রাখেন দিল্লির গ্রামীণ এলাকার উন্নয়নের জন্য। রেখা গুপ্তার নেতৃত্বে ১১০টি গ্রামকে আইজিএল পাইপলাইনের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। দিল্লির নতুন মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্ত সরকার গঠন করেই মহিলাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রতি মাসে ২৫০০ টাকা করে জমা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি পালন করেন গত বছর ৮ ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসে।

মোদির নেতৃত্বই ভারত এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের এক শক্তিশালী ভিত গড়ে তুলবে। ২০৪৭ সালের মধ্যে দেশকে উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে রেখা গুপ্তার নেতৃত্বে বিজেপি সরকার সদা প্রচেষ্টা। বিকশিত দেশ পরিণত করতে মোদি বর্তমানে ১০ কোটিরও বেশি মহিলা বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত। মহিলাদের নেতৃত্বাধীন এবং মহিলা পরিচালিত স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির সাহায্যে আধুনিক এক ব্যবস্থা গড়ে তোলাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এর মূল উদ্দেশ্য, প্রত্যেক পরিবারে যাতে সমৃদ্ধি আসে। প্রতিটি জেলায় ছাত্রীদের জন্য হোস্টেল তৈরির উদ্যোগ এবারের বাজেটে রাখা হয়েছে। এর ফলে, শিক্ষার সুযোগ আরও বেশি করে নাগরিকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে।

ভারতের বিকাশের জন্য চাই নারীশক্তির বিকাশ। পাইপলাইনের মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি গ্যাস পৌঁছে দেওয়ার জন্য যে পরিকল্পনা গত বাজেটে আনা হয়েছিল এই বাজেটে তার গতি আসবে। মহিলাদের সম্মান এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রদানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন প্রকল্প চালু আছে, এর মধ্যে অন্যতম প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনা। প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনার লক্ষ্য হল মহিলা ব্যবসায়ীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং তাদের সহজে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা। স্ট্যান্ড আপ ইন্ডিয়া প্রকল্পের অধীনে, ব্যাঙ্কগুলির (Scheduled Commercial Banks) মাধ্যমে SC এবং ST মহিলাদের মধ্যে উদ্যোগপতি হওয়ার প্রচার করা হয়। ২০২৫ এর বাজেটের মতোই ২০২৬ বাজেটে ১০ লাখ টাকা থেকে ২ কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়ার লক্ষ মাত্রা রাখা হয়েছে। মহিলা কেয়ার যোজনার (Mahila Coir Yojana) অধীনে মহিলাদের মধ্যে দক্ষতা উন্নয়ন বৃদ্ধির চেষ্টা করা হচ্ছে। এতে নারকেল শিল্পের সঙ্গে যুক্ত নারীদের জন্য দুই মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ দিয়ে মাসিক ভাতা দেওয়ার পরই প্রকল্পের জন্য ৭৫ শতাংশ ঋণ দেওয়া হয়। নারীদের তৈরি পণ্য ক্রয়ও বাধ্যতামূলক করেছে সরকার। মহিলা সমৃদ্ধি যোজনা প্রকল্পের অধীনে মহিলারা ১.৪০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ পান। অনগ্রসর শ্রেণীর মহিলা বা যাদের বার্ষিক আয় ৩ লক্ষ টাকার কম তাদের এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। মহিলাদের জন্য রয়েছে ‘মহিলা মন্মানপত্র’ ২ বছরের জন্য ২ লাখ টাকা রাখলে ৭.৫ শতাংশ সুদ পান মহিলারা। কেন্দ্রীয় সরকার সারা দেশে ২ কোটি ‘লাখপতি দিদি’ লক্ষ মাত্রা তো রেখেই ছিল, এবার ৩ কোটি থেকে ৪ কোটি বোনকে লাখপতি দিদি বানানোর দিকে এগিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। দেশের মহিলারা যেন ড্রোনকে ব্যবহার করে নিজেদের আর্থিক লাভের সঙ্গে সমাজের উন্নয়ন ও করতে পারে তার জন্যই ‘নমো ড্রোন দিদি প্রকল্প’। দেশের প্রায় ২০ হাজার স্ব-সহায়ক দলকে ড্রোন দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয় ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে এই ড্রোন দেওয়া হবে সেল্ফ হেল্প গ্রুপের মহিলাদের। বিগত ১২ বছরে যেখানে কাজ শেষ করেছিল সেখান থেকে আবার পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করে বিকশিত ভারতের লক্ষ্যে আরো এগিয়ে গেল নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে এনডিএ সরকার।

কেন্দ্রীয় বাজেটে নারী শক্তি অর্থাৎ মাতৃশক্তির উপকারী প্রকল্পগুলির জন্য বেশি বরাদ্দ করা হয়েছে। লোকসভায় ২০২৬-২৭-এর জন্য কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করে অর্থমন্ত্রী সীতারামন অর্থনৈতিক উন্নয়নে মহিলাদের ভূমিকা বাড়ানোর ক্ষেত্রে সরকারের প্রতিশ্রুতির ইঙ্গিত দিলেন। সরকার কর্মশক্তিতে মহিলাদের উচ্চতর অংশগ্রহণের দিকে লক্ষ্য রেখেছে। নারীদের অর্থনৈতিকভাবে আরও শক্তিশালী করার জন্য এবার বড় উদ্যোগ কেন্দ্রীয় বাজেটে। বিশেষত মহিলা উদ্যোগপতিদের আরও শক্তিশালী করার উদ্যোগ।

বাংলায় আয়ুষ্মান প্রকল্প করতে দেয় নি তৃণমূল সরকার। বাংলার মানুষরা তাই বাংলা ছাড়া অন্য রাজ্যে গিয়ে নিখরচায় চিকিৎসা করতে পারে না। রেখা গুপ্তার নেতৃত্বে দিল্লি বাসীরা যে সেবা পাচ্ছেন সেই সেবা থেকে বঞ্চিত বঙ্গবাসীরা। বঙ্গবাসী কি প্রতিবাদ করবেন না ! ছাব্বিশের নির্বাচনেই প্রতিবাদের ঢেউ আছড়ে পড়বে। বঙ্গে পরিবর্তন আনবে ফাল্গুনী পাত্র, মহুয়া উপাধ্যায় পাল, রেখা পাত্র দের মত অকুতভয় বাংলার মাতৃশক্তিরা। বঙ্গবাসীদের সমোচ্চারিত কণ্ঠে উঠেছে আওয়াজ ‘পরিবর্তন চাই, বিজেপি তাই’।

নারী নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা অন্ধকার পেরিয়ে আলোর প্রত্যাশা

সুদেষ্ণা সৌ

রাত যত গভীর হয়, শহরের আলো তত উজ্জ্বল দেখায় কিন্তু সেই আলোর আড়ালে কত নারীর মনে ভয় গাঢ় হয়ে ওঠে, তার হিসেব কোনো পরিসংখ্যানে ধরা পড়ে না। একটি সভ্য সমাজের প্রকৃত চেহারা বোঝা যায় সে সমাজে নারী কতটা নিরাপদ, কতটা সম্মানিত। আইনশৃঙ্খলার দৃঢ়তা কেবল অপরাধ দমনেই নয়, বরং মানুষের মনে আস্থা সঞ্চারে পরিমাপ করা উচিত। আর সেই আস্থার কেন্দ্রে আছে নারী।

ভারতের সংবিধান নারী-পুরুষ সমানাধিকারের কথা ঘোষণা করেছে বহু আগেই। কিন্তু কাগজে লেখা সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবের মাটিতে কতখানি শেকড় গেড়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। নারী আজ মহাকাশ অভিযানে অংশ নিচ্ছেন, প্রশাসনের উচ্চপদে কাজ করছেন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ক্রীড়া সব ক্ষেত্রেই সাফল্যের স্বাক্ষর রাখছেন। তবু ঘরের ভিতর থেকে রাস্তাঘাট, কর্মক্ষেত্র থেকে গণপরিবহন নিরাপত্তার প্রশ্নটি এখনও তার নিত্যসঙ্গী।

২০১২ সালে দিল্লিতে ঘটে যাওয়া নৃশংস ঘটনার অভিঘাত সারা দেশকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। সেই ঘটনার পর আইন সংশোধন ও কঠোর শাস্তির বিধান আনা হয়। তবুও বাস্তবে অপরাধের গ্রাফ পুরোপুরি নিম্নমুখী হয়নি। কারণ আইন একা সমাজকে বদলাতে পারে না; তাকে কার্যকর করতে হয় সদিচ্ছা, দ্রুত বিচার ও সামাজিক সচেতনতার মাধ্যমে। অভিযোগ জানাতে গিয়ে ভুক্তভোগী যদি হয়রানির শিকার হন, তবে আইন তার কাছে ভরসা নয়, ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আইনশৃঙ্খলার কাঠামো শক্তিশালী হওয়া জরুরি;কিন্তু তার চেয়েও জরুরি সংবেদনশীলতা। থানায় নারী ডেস্ক, হেল্পলাইন, বিশেষ টহল এসব উদ্যোগ তখনই অর্থবহ হবে, যখন প্রতিটি অভিযোগ গুরুত্ব পাবে, তদন্ত নিরপেক্ষ হবে এবং বিচারপ্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন হবে। দেরিতে পাওয়া ন্যায়বিচার অনেক সময় অন্যায়েরই সমান হয়ে ওঠে।

নারী নিরাপত্তার প্রশ্নটি কেবল অপরাধ দমনের নয়; এটি সামাজিক মননেরও পরিবর্তনের প্রশ্ন। বহু ক্ষেত্রে ভুক্তভোগীকেই প্রশ্নের মুখে পড়তে হয় তার পোশাক, তার

চলাফেরা, তার সময় নির্বাচন নিয়ে। এই দৃষ্টিভঙ্গি বদলানো জরুরি। পরিবার থেকেই ছেলে-মেয়ের সমান মর্যাদা ও পারস্পরিক সম্মানের শিক্ষা দিতে হবে। বিদ্যালয় ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে লিঙ্গসমতার পাঠ কেবল বইয়ের পাতায় সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না; তা আচরণে রূপান্তরিত হতে হবে।

গ্রাম হোক বা শহর, নারী নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে স্থানীয় প্রশাসন, নাগরিক সমাজ ও সাধারণ মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন। রাস্তার পর্যাপ্ত আলো, গণপরিবহনে নজরদারি ব্যবস্থা, দ্রুত অভিযোগ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া এসব ছোট ছোট পদক্ষেপ বড় পরিবর্তনের পথ খুলে দিতে পারে। প্রযুক্তির যুগে মোবাইল অ্যাপ ও সিসিটিভি নজরদারি সহায়ক হলেও, শেষ পর্যন্ত মানবিক মূল্যবোধই সবচেয়ে বড় নিরাপত্তা।

পশ্চিমবঙ্গসহ বিভিন্ন রাজ্যে নারী শিক্ষার প্রসার ও আর্থিক স্বনির্ভরতার জন্য নানা প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। কিন্তু নিরাপত্তা ছাড়া স্বনির্ভরতা পূর্ণতা পায় না। একজন নারী যদি নিজের স্বপ্ন পূরণের পথে ভয়কে সঙ্গী করেন, তবে সেই স্বপ্ন অসম্পূর্ণই থেকে যায়। তাই আইনশৃঙ্খলার উন্নয়নকে কেবল প্রশাসনিক বিষয় হিসেবে দেখলে হবে না; এটি সামাজিক অগ্রগতির অপরিহার্য শর্ত।

নারী নিরাপত্তা মানে কেবল অপরাধমুক্ত পরিবেশ নয়, বরং এমন এক সমাজ যেখানে নারী স্বাধীনভাবে হাসতে পারেন, মত প্রকাশ করতে পারেন, নিজের সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। যেখানে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয় না, তার সম্মান প্রশ্নবিদ্ধ হয় না।

এই লক্ষ্য অর্জনে রাষ্ট্রের কঠোর আইন যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন সমাজের সহমর্মিতা ও সচেতনতা। অন্ধকার যতই গভীর হোক, ভোরের সূর্য একদিন আলো ছড়ায়। নারী নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলার প্রশ্নেও সেই আলোর প্রত্যাশাই আমাদের শক্তি। আমরা যদি প্রত্যেকে নিজের অবস্থান থেকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হই, সম্মান ও সমতার মূল্যবোধকে ধারণ করি, তবে একটি নিরাপদ সমাজ গড়া অসম্ভব নয়। কারণ নারী নিরাপদ হলে তবেই সমাজ নিরাপদ; নারী সম্মানিত হলে তবেই সভ্যতা পূর্ণতা পায়।

চর্চাবাসর ১৪

বাংলা শব্দ ‘নারী’, যার অর্থ ‘নারী’ বা ‘মহিলা’, সংস্কৃত শব্দ ‘নারী’ থেকে সরাসরি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত (তৎসম শব্দ)। এটি বৈদিক শব্দ নর (পুরুষ) এবং নারী (নারী) এর সাথে যুক্ত, যা প্রায়শই প্রাচীন প্রেক্ষাপটে শক্তি এবং সৃষ্টিকে নির্দেশ করে। কিছু সূত্র ‘নারা’ শব্দের নারী প্রতিরূপের সাথে যুক্ত একটি ব্যাখ্যার দিকেও ইঙ্গিত করে, যা স্ত্রীলিঙ্গের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

— কলমবীর

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

ইরান-ইজরায়েল যুদ্ধে দুবাইয়ে আটকে আসানসোলের ২০ জন পর্যটক

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: ২৫ ফেব্রুয়ারি দুবাই ভ্রমণে গিয়েছিলেন আসানসোলের ২০ জন পর্যটক। ইজরায়েল ও ইরানের যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যে ওই পর্যটকদের দেশে ফেরত আসার অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়েছে। ট্রাভেল এজেন্সির মালিক নীলকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায় বলেন, ২৫ ফেব্রুয়ারি তাঁরা সৌদি আরবের দুবাইয়ে ট্যুরের ব্যবস্থা করেছিলেন। সেই মতো ২০ জন পর্যটককে নিয়ে তিনি দুবাইয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে তারা দেশে ফেরার জন্য চেষ্টা করলেও দুবাইয়ে বার্জে তারা আটকে পড়েছেন। তাঁদের অভিযোগ, ওখানে ইন্ডিয়ান এম্বাসিতে যোগাযোগ করা হলেও তাঁরা তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করা দূরে থাক, চূড়ান্ত অসহযোগিতা এবং দুর্ব্যবহার করেছে। উল্লেখ্য, এই ভ্রমণার্থীদের মধ্যে রয়েছেন আসানসোল শিল্পাঞ্চলের শিল্পপতি মাধব রায় প্রভাকর রায়-সহ অনেকে। ট্রাভেল এজেন্সির মালিক নীলকণ্ঠ বাবুর বক্তব্য, ঘন ঘন বোমের আওয়াজ পেয়ে তাঁরা আতঙ্কিত। তাদের দেশে ফেরার কথা ছিল মার্চের ৩ তারিখে। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি, কারণ বিমান পরিষেবা ব্যাহত। তারা চেষ্টা করছেন ওমান, কুয়েত-সহ যে কোনও বিমান পরিষেবা যেখানে চালু থাকবে সেখান থেকে পর্যটকদের দেশে ফিরিয়ে আনার। এই বিষয়ে মহকুমা শাসকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, ঘটনাটি তিনি জানা নেই। তবে তিনি বিষয়টি জেনে যত দ্রুত সম্ভব সরকারি স্তরে ব্যবস্থা করে তাদের উদ্ধারের ব্যাপারে নজর দেবেন।

ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার প্রতিবাদ!

কলকাতায় নির্বাচন কমিশনের দপ্তরে পায়ে হেঁটে রওনা তৃণমূলের ওয়ার্ড সভাপতির

নিজস্ব প্রতিবেদন, সোনামুখী: এসআইআর-এ এলাকার ভোটারদের একাংশকে বাদ দেওয়ার প্রতিবাদে এবার অভিনব আন্দোলনে নামলেন সোনামুখী শহরের ২ নম্বর ওয়ার্ডের সভাপতি নীলকান্ত থান্ডার। কাঁধে তৃণমূলের দলীয় পতাকা নিয়ে তিনি পায়ে হেঁটে রওনা দিলেন কলকাতায় নির্বাচন কমিশনের দপ্তরের উদ্দেশ্যে। লাগাতার ৭০ ঘণ্টা পায়ে হেঁটে কলকাতায় পৌঁছে নির্বাচন কমিশনের দপ্তরের সামনে তাঁর ধরনা অবস্থানে বসার পরিকল্পনা রয়েছে। বিজেপির কটাক্ষ, এভাবে নাটক করে দলে নিজের নম্বর বাড়ানোর চেষ্টা করছেন ওই তৃণমূল নেতা।

রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার আগে থেকেই তার বিরোধিতায় পথে নামতে দেখা গেছে তৃণমূলকে। তৃণমূলের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব থেকে শুরু করে সাধারণ কর্মীরা এসআইআর-এর বিরুদ্ধে পথে নেমে কখনও মিছিল করেছেন কখনও আবার বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। কিন্তু এবার সোনামুখী পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূলের সভাপতি নীলকান্ত থান্ডার যা করলেন তা একেবারেই অভিনব প্রতিবাদ বলাই যায়। এসআইআর এ হাজার হাজার বৈধ ভোটারের নাম বাদ পড়ার প্রতিবাদে আজ দুপুরে কাঁধে তৃণমূলের পতাকা নিয়ে নীলকান্ত থান্ডার পায়ে হেঁটে বেরিয়ে পড়লেন কলকাতায় নির্বাচন কমিশনারের দপ্তরের উদ্দেশ্যে। বৃহস্পতিবার সোনামুখী শহরের রথতলা এলাকায় তাঁকে বিদায় সংবর্ধনা জানান তৃণমূলের স্থানীয় নেতা ও কর্মীরা। নীলকান্ত থান্ডারের সঙ্গ দিতে পায়ে হেঁটে মিছিল করে বেশ কিছুটা রাস্তা পাড়ি দেন তৃণমূলের স্থানীয় নেতা কর্মীরা।

জানা গেছে আগামী ৭০ ঘণ্টা লাগাতার পায়ে হেঁটে প্রায় ১৮০ কিমি পথ পেরিয়ে রবিবার নীলকান্ত থান্ডার পৌঁছাবেন কলকাতায়। সেদিন থেকেই নির্বাচন কমিশনার দপ্তরের সামনে ধরনা শুরু করবেন তৃণমূলের ওই নেতা। নীলকান্ত থান্ডারের এই প্রতিবাদকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিজেপি। বিজেপির দাবি, তৃণমূলের আপাদমস্তক সকলেই নাটক করেন। নীলকান্ত থান্ডারও সেই নাটক করে দলে নিজের নম্বর বৃদ্ধির চেষ্টা করছেন।

প্রয়াত নাট্যকার বিজয়কুমার দাস

নিজস্ব প্রতিবেদন বীরভূম: বুধবার চলে গেলেন 'আসর নাট্যম' এর প্রাণপুরুষ বিশিষ্ট অভিনেতা তথা পরিচালক বিজয় কুমার দাস। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১। বীরভূমের সাঁইথিয়া অভেদানন্দ মহাবিদ্যালয়-এর প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক ও 'রানার' সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদকও ছিলেন বিজয় কুমার দাস। সহধর্মিনী একমাত্র পুত্র, পুত্রবধূ রেখে গেলেন। বর্তমানে বিগত ৫ মাস চিকিৎসাধীন অবস্থায় পুত্রের কাছেই ছিলেন তিনি। বৃহস্পতিবার সকালে সাঁইথিয়ার নিজবাসভবনে তাকে শেষ শ্রদ্ধা জানান শহরের বিশিষ্ট গুণীজন ও জেলার নাট্যশিল্পী বৃন্দ।

NOTICE

AKZO NOBEL LIMITED

Registered Office: 801 A, South City Business Park, 770, Anandapur, Eastern Metropolitan Bypass, Near Fortis Hospital, Kolkata - 700107, West Bengal

Notice is hereby given that the Certificate(s) for the under mentioned Equity Shares of the Company have been lost / misplaced and the holder(s) / purchaser(s) of the said Equity Shares have applied to the Company to issue duplicate Share Certificate(s).

Any person who has a claim in respect of the said Shares should lodge the same with the Company at its Registered Office within 21 days from this date else the Company will proceed to issue duplicate certificate(s) to the aforesaid applicants without any further intimation.

Name of Shareholder as per share certificate	Folio No.	No. of shares	Distinctive Numbers	Certificate Numbers
Aruna Purohit Abha Purohit	AVP015	623	A18797570 -A18797869, A20547220 - A20547369, A21196601 - A21196700, A18602470 - A1862519, 28699792 - 28699814	95994, 95995, 95996, 95997, 95998, 95999, 77856, 77857, 77858, 87129, 87130, 65585, 184382

Place : Kolkata, Date : 05.03.2026

রঘুনাথপুর ও পাড়ায় বিজেপির বাইক মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: বেকার ছেলেদের চাকরির দাবিতে ও কারখানার দাবিতে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলকে বিসর্জন দেওয়ার ডাক দিয়ে বিজেপির শুরু হয়েছে পরিবর্তন যাত্রা। যুব শক্তিকে আরো বেশি করে শক্তিশালী করে তুলতে যুবকদের

জীবিকার লক্ষ্যে এই পরিবর্তন যাত্রার আগে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর ও পাড়া বিধানসভা এলাকায় বাইক মিছিল বের হয়। রঘুনাথপুর বিধানসভার নিতুরিয়ার পারবেলিয়া থেকে শুরু করে রঘুনাথপুর নতুন বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত প্রায় ২০ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি বাইক র‍্যালি করা হয়। এই বাইক র‍্যালির আয়োজন করেছিল বিজেপির যুব মোর্চা। এই বাইক র‍্যালিতে উপস্থিত ছিলেন বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলার যুব মোর্চার জেলা সভাপতি জীবন মণ্ডল, রঘুনাথপুর বিধানসভার কনভেনার মুকেশ সিং, রঘুনাথপুর শহর যুব মোর্চার সভাপতি রনি পট্টনায়ক, প্রিয়ব্রত দত্ত, কার্তিক দাস, মঞ্জু বাউরী সহ আরো অনেকে। অন্যদিকে, ৬ মার্চ বিজেপির পরিবর্তন যাত্রা শুরু হবে। বিজেপির পরিবর্তন যাত্রার রথ রঘুনাথপুর বিধানসভার নিতুড়িয়ার পারবেলিয়া এলাকায় থেকে রঘুনাথপুর শহর হয়ে পাড়া বিধানসভা এলাকায় পৌঁছাবে। তার আগে পাড়া বিধানসভার অন্তর্গত পাড়া মন্ডল ১ বিজেপির পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের চেলিয়ামা ও জোরাডি অঞ্চলের প্রায় প্রতিটি বুথেই মন্ডল সভাপতি বিশ্বজিৎ মন্ডলের নেতৃত্বে বাইক রেলির মধ্য দিয়ে প্রচার করল বিজেপির নেতা কর্মীরা।এদিন বিকেলে পাড়া বিধানসভার আনাড়াতেও বাইক মিছিল বের হয় পরিবর্তন যাত্রার সমর্থনে।

সন্দেশখালিতে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে শুভেন্দুর পালটা সভা তৃণমূলের

বিপুল যোগদান ঘাসফুল শিবিরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, সন্দেশখালি: ৭২ ঘণ্টা আগে সন্দেশখালিতে শুভেন্দুর পাল্টা একই জায়গায় তৃণমূলের সভা। সভায় মন্ত্রী বীরবাহ হাঁসদা, তৃণমূলের মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তীর হাত ধরে তৃণমূল যোগদান একদা প্রতিবাদীদের। রাজ্যে যখন বিজেপির পরিবর্তন যাত্রা চলছে তখন সন্দেশখালিতে বিজেপির ভাঙন। এক ঝাঁক প্রতিবাদী-সহ শতাধিক বিজেপি কর্মী তৃণমূলে যোগদান করলেন বৃহস্পতিবার।

পরিবর্তনের পরিবর্তন ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে সন্দেশখালি আন্দোলনের একদল প্রতিবাদী বারাসাতে প্রধানমন্ত্রীর জনসভায় রেখাপাত্রের ডান হাত প্রধানমন্ত্রী সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। সেখানে ছিলেন মানা সরদার, রূপালী মুগলি, সুদেষ্ণা দাস-সহ একদল প্রতিবাদী। আজ সন্দেশখালির বয়ারমারিতে তৃণমূলে যোগদান করলেন। তাদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন মন্ত্রী বীরবাহ হাঁসদা, রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী, বসিরহাট তৃণমূলের সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বুরহানুল মুকাদ্দিম ওরফে লিটন, জেলা আইএনটিটিইউসি'র সভাপতি এটিএম আব্দুল্লাহ ওরফে রনি। উপস্থিত ছিলেন বসিরহাট সন্দেশখালি হিঙ্গলগঞ্জের তৃণমূলের কনভেনার সুরজিত মিত্র, বিধায়ক সুকুমার মাহাতো, ব্লক সভাপতি দিলীপ মল্লিক, ইমাম আলী গাজী, জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী সবিতা রায়, মিঠু দে-সহ বিশিষ্ট তৃণমূল নেতৃত্বরা। এদিন মন্ত্রী বলেন, 'বিজেপির নেতারা ভোট চাইতে আসলে তাদের সঠিক পরিচয় পত্র দেখবেন তারপর ঘরে ঢুকতে দেবেন।'

উল্লেখ্য, উত্তর ২৪ পরগনা বসিরহাট সন্দেশখালি বিধানসভার বানমারী ক্লাব মাঠে ৭২ ঘন্টা আগে শুভেন্দুর অধিকারী সভা করেছিলেন। আজ একইজায়গায় তার পাল্টা সভা করা হয় জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী বিরবাহ হাঁসদা বলেন, '২০২৪ এ ভোট নিয়ে মন্ত্রী হয়েছি। তারা যখন আমাদের লাইনে দাঁড় করায়, তখন আমরা ভয়ে থাকি, ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ হয়ে যায়। আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন লাইনে দাঁড় করান, তখন আমরা আনন্দে থাকি। কারণ তখন আমরা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, যুবসাথী, স্বাস্থ্য সাথী, কণ্যাশ্রীর মত প্রকল্পের সুবিধা পাই।' সন্দেশখালির দলত্যাগী প্রতিবাদী মানা সরদার, দিপালী মুগলি, জবা সিং, অনিতা আদকরা বলেন, 'আমাদের প্রতিবাদ আন্দোলন ছিল স্থানীয় কয়েকজন নেতা-নেত্রীর বিরুদ্ধে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে নয়। আমাদেরকে ভুল বুঝিয়ে বিজেপি নেত্রী তথা রেখা পাত্র ২০২৪ সালে লোকসভা নির্বাচনের মোদিজীর জনসভায় বারাসাতে নিয়ে গিয়ে দেখা করিয়ে দিয়েছিলেন। অনেক প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। সেগুলো পালন করেনি, সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। আমরা ভুল বুঝেছি, আমাদেরকে নিয়ে সন্দেশখালিকে কালিমালিপ্ত করা হয়েছিল। আমরা ২০২৬-এ বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের হাত শক্ত করতে আজকে দলে যোগদান করলাম।'

বঙ্কিমচন্দ্রের নাম ভুল উচ্চারণ করে বিতর্কে উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, হিঙ্গলগঞ্জ: বন্দেমাতরামের স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম ভুল উচ্চারণ করে বিতর্কে জড়ালেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুস্পরসিংধামি। বাংলার একাধিক মনি ঋষির নাম ঠিকমতো বলতেই পারলেন না। একইসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের এসআইআরের হয়ে সুর চড়ান।

উত্তর ২৪ পরগনার হিঙ্গলগঞ্জের পরিবর্তন যাত্রা এসে প্রকাশ্য মঞ্চে বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামী বন্দেমাতরমের স্রষ্টার নাম ঠিকমতো উচ্চারণ করতে পারলেন না পুস্পরসিংধামি। পাশাপাশি রাজ্যের একাধিক দুর্নীতি অভিযোগ আনেন তিনি। পাশাপাশি বাংলার নারী সম্মান নিয়ে একাধিক মন্তব্য করে বলেন, 'কামদানির ঘটনা গোটা বাংলা নারীর সম্মানকে লুণ্ঠিত করেছে। এই সরকার তুষ্টিকরণের রাজনীতি করছে, বাংলায় পরিবর্তন আনার দরকার। এই বাংলাকে সোনার বাংলা রূপান্তরিত করবে বিজেপি সরকার। সারা দেশের কাছে নাম উজ্জ্বল করবে।' অন্যদিকে, সরকারি কর্মচারীদের ডিএ নিয়ে এক হাত নেন রাজ্য সরকারকে। বলেন, 'কাঁথি, সুন্দরবন সীমান্ত উন্নয়নের জন্য দিল্লি সরকার যেসব অর্থ দিচ্ছে সেগুলো আত্মসাৎ করেছে এই সরকার। গত ১৫ বছর ধরে তৃণমূল সরকার এখানে ক্ষমতায় আছে এই সরকার। কিন্তু কি করছে? প্রায় রাজ্যে ৮ হাজার স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে। সীমান্তে অবৈধ অনুপ্রবেশ ঘটেছে যা ভয়ংকর।' পাশাপাশি তিনি আরও বলেন, 'এসআইআর নির্বাচন কমিশন করছে ভুয়ো ও মৃত ভোটার বাদ যাচ্ছে। আপনাদের সমস্যা কোথায়? আইন মেনে যে পাকিস্তান, আফগানিস্তান, বাংলাদেশ যেসব হিন্দুশরণার্থী আছে, তাদেরকে বিজেপি সরকার নাগরিকত্ব দেবে।'

বেঙ্গালুরুতে ফের পুরুলিয়ার পরিযায়ী শ্রমিকের রহস্যমৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: ফের পুরুলিয়ার পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু। পুরুলিয়ার কোটশিলা এলাকার খোইরি গ্রামের বাসিন্দা অনাদি মাহাতো (২৯)-র রহস্যজনক মৃত্যুর খবরে শোকস্তব্ধ পরিবার ও গ্রামবাসী। গত আট বছর ধরে তিনি বেঙ্গালুরুতে কাজ করতেন। জানা গেছে, সেখানে একটি মেসে রান্নার কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এ বছর দুর্গাপুজোর সময় বাড়ি এসেছিলেন অনাদি, পুজোর কয়েকদিন পরেই ফের কাজে ফিরে যান। এরপরই হঠাৎ তার মৃত্যুসংবাদ আসে পরিবারের কাছে। বাড়িতে রয়েছেন বয়স্ক বাবা-মা, ছয় বছরের মেয়ে ও তিন বছরের ছেলে। পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ছিলেন অনাদি, ফলে তার মৃত্যুতে চরম অনিশ্চয়তায় পড়েছে পরিবার।

খবর পেয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যার নির্দেশে পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যান রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা পুরুলিয়া জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান শান্তিরাম মাহাতো। উপস্থিত ছিলেন জেলা শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি উজ্জ্বল কুমার, ঝালদা দুই নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দীপক সিংহ, ব্লক সভাপতি চিত্ত মাহাতো ও যুব সভাপতি দেবীশঙ্কর মাহাতো-সহ অন্যান্যরা। ঘটনার সঠিক তদন্তের দাবি তুলেছেন তারা।

কয়েকশো তৃণমূল কর্মীর বিজেপিতে যোগদান

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: বৃহস্পতিবার বিনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের শিলদাতে বিজেপির পরিবর্তন সংকল্প যাত্রা সভায় তৃণমূল ছেড়ে কয়েকশো তৃণমূল কর্মী বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। তাঁদের হাতে গেরুয়া পতাকা তুলে দেন রাজ্য বিজেপির সম্পাদক সমিত দাস ও ঝাড়গ্রাম জেলা সভাপতি তুফান মাহাতো। এদিন বেলা দুটো নাগাদ লালগড় থেকে সংকল্পযাত্রা রথ শিলদা শিবশক্তি ময়দানে এসে পৌঁছানোর কথা ছিল। সেই মতো সভার আয়োজন করেন মন্ডল সভাপতিরা। কিন্তু বিকেল পাঁচটার পর সেই রথ এসে পৌঁছায় শিলদার সভায়। তার আগেই তৃণমূলের বিনপুর ২ ব্লকের প্রাক্তন যুব সভাপতি রাজিব মাহাতো ও সহ-সভাপতি সাহেব আলি তাদের অনুগামীদের নিয়ে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে যান। এই সভায় আরো শতাধিক কর্মীদের যোগ দেওয়ার কথা থাকলেও পুলিশের বাধায় তারা আসতে পারেনি বলে অভিযোগ। বিজেপির পতাকা হাতে তৃণমূলের প্রাক্তন যুব সভাপতি রাজীব মাহাতো জানান, জঙ্গলমহলের প্রকৃত উন্নয়নের জন্য বিজেপি সরকার খুবই প্রয়োজন। জঙ্গলমহলের শিক্ষা ব্যবস্থা একেবারে ভেঙে পড়েছে। স্কুলগুলিতে উপযুক্ত পরিকাঠামো নেই। এক একটা হাইস্কুল চলছে ৬-৭ জন শিক্ষক নিয়ে। জঙ্গলমহলের হাজার হাজার শিক্ষিত বেকার যুবক কর্মসংস্থানের অভাবে অন্য রাজ্যে চলে যাচ্ছে। এই সরকার তাদের কোনও কাজ দিতে পারেনি। এই সমস্ত অব্যবস্থার প্রতিবাদে প্রায় ৫০০ তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের নিয়ে তিনি তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিলেন।

দুর্ঘটনা রুখতে বাম্পার নির্মাণের পরিদর্শনে প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: গত ২৪ফেব্রুয়ারি দুটি বাইকের সংঘর্ষে মৃত্যু হয় দুই বাইক আরোহীর। মৃত দুই বাইক আরোহীর নাম সহদেব ঘোষ ও শুভজিৎ মুন্ডা। দুই জনের মৃত্যুর ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দারা পানাগড় থেকে সিলামপুর যাওয়ার রাস্তায় বেপরোয়াভাবে বাইক চলাচলের রুখতে প্রশাসনকে কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য আবেদন জানায়। স্থানীয়দের আবেদনে বৃহস্পতিবার পূর্ত দপ্তরের আধিকারিকরা দুর্ঘটনাপ্রবণ মোড়গুলো ঘুরে দেখেন। সঙ্গে ছিলেন, কাঁকসা ট্রাফিক গার্ডের ওসি এমডি আশরাফুল ইসলাম, এছাড়াও ছিলেন পশ্চিম বর্ধমান জেলার, জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সম্পাদক পিনাকী ব্যানার্জি সহ এলাকার বাসিন্দারা। জেলা তৃণমূলের সম্পাদক পিনাকী ব্যানার্জি জানিয়েছেন, ২৪ ফেব্রুয়ারি মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা আর যাতে না ঘটে এবং বেপরোয়াভাবে গাড়ি চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে পূর্ত দপ্তর এবং ট্রাফিক পুলিশের আধিকারিকদের নিয়ে পানাগড় থেকে সিলামপুর মোড় পর্যন্ত রাস্তাটি পরিদর্শন করেন। এবং কোন কোন জায়গায় বাম্পার বা স্পিড ব্রেকার বসিয়ে গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণ করা যায়, সেই বিষয়ে স্থানীয়দের নিয়ে আলোচনা করা হয়। তাদের আশা, এর ফলে বেপরোয়া ভাবে বাইক চলাচল এবং অন্যান্য যানবাহন চলাচল কিছুটা হলেও কমবে এবং দুর্ঘটনাও কমবে।

বিজেপির পরিবর্তন যাত্রাকে ঘিরে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: দুর্গাপুরে বিজেপির পরিবর্তন যাত্রাকে ঘিরে উত্তেজনা। রাজ্যজুড়ে বিজেপির পরিবর্তন যাত্রার কর্মসূচির অংশ হিসেবে দুর্গাপুরের ইন্দো-আমেরিকান মোড়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পোস্টার লাগিয়েছিলেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা। অভিযোগ, গভীর রাতে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা সেই পোস্টার ছিঁড়ে দেয়। বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের দাবি, ঘটনাস্থলে সিসি ক্যামেরা থাকা সত্ত্বেও পুলিশ এখনও পর্যন্ত কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। এর প্রতিবাদে ইন্দো আমেরিকান মোড়ে অবরোধে সামিল হন বিজেপি কর্মীরা। বেশ কিছুক্ষণ ধরে অবরোধ চলায় এলাকায় যান চলাচলেও সাময়িকভাবে ব্যাঘাত ঘটে। বিজেপি নেতা চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'এই ঘটনার সঙ্গে যারা জড়িত তাদের দ্রুত গ্রেপ্তার করতে হবে। তা না হলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটতে বাধ্য হব।' পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

"ফর্ম নং ইউআরসি-২"
অধ্যায় ২১ এর অংশ ১ অধীনে নথিভুক্তি সম্পর্কিত নোটিশ এর বিজ্ঞাপন
(২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ৩৭৪(বি) এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (অথরাইজড টু রেজিস্টার) রুলসের রুল ৪(১) অনুযায়ী)

১. এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ৩৬৬ এর উপ ধারা (২) অধীনে **'হেরিটেজ অ্যাসোসিয়েটস'** এক ব্যবসায়িক সংস্থা শেয়ার দ্বারা লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের অধ্যায় ২১ এর অংশ ১ অধীনে নথিভুক্তির জন্য পনেরো দিন পর কিন্তু ত্রিশ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে রেজিস্ট্রার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করছে।

২. কোম্পানির মূল উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নোক্ত মতে :

ক) ভারতে বা বিদেশে, যেকোনো কোম্পানি, কর্পোরেশন, সরকার, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, কর্তৃপক্ষ, বা অন্য কোনো সত্তা কর্তৃক জারি করা বা গ্যারান্টিযুক্ত শেয়ার, স্টক, ডিবেঞ্চার, ডিবেঞ্চার-স্টক, বন্ড, ইউনিট, সিকিউরিটিজ, ডেরিভেটিভস এবং অন্যান্য আর্থিক উপকরণ অধিগ্রহণ, সাবস্ক্রাইব, বিনিয়োগ, ধারণ, মালিকানা, ক্রয়, বিক্রয়, স্থানান্তর, বন্ধক বা অন্য কোনওভাবে লেনদেনের ব্যবসা পরিচালনা করা।

খ) বিভিন্ন ধরণের ডেরিভেটিভ উপকরণের ব্যবসায় জড়িত হওয়া যার মধ্যে রয়েছে ফিউচার, অপশন, সোয়াপ, ফরোয়ার্ড, পার্থক্যের চুক্তি এবং অন্যান্য কাঠামোগত আর্থিক পণ্য, যা স্বীকৃত এক্সচেঞ্জ বা ওভার-দ্য-কাউন্টার বাজারে লেনদেন করা হোক না কেন, প্রযোজ্য আইন এবং প্রবিধান সাপেক্ষে।

৩. প্রস্তাবিত কোম্পানির খসড়া স্মারকলিপি এবং সংস্থার নিবন্ধের একটি অনুলিপি ঠাকুরনগর, রেল গেটের নিকট, পো. সাহুডাঙ্গি হাট, জলপাইগুড়ি-৭৩৫১৩৫, পশ্চিমবঙ্গ অফিসে কর্মদিবসে সকাল ১০.০০ টা থেকে দুপুর ২.০০ টা পর্যন্ত পরিদর্শন করা যেতে পারে।

৪. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে এই আবেদনের বিরুদ্ধে আপত্তি জানাতে চাইলে যে কোনও ব্যক্তি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (সিআরসি), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (আইআইসিএ), প্লট নং ৬, ৭, ৮, সেক্টর ৫, আইএমটি মানেসর, জেলা গুরগাঁও (হরিয়ানা), পিন কোড ১২২০৫০-এর রেজিস্ট্রারের কাছে লিখিতভাবে তাদের আপত্তি জানাতে পারেন, এবং একটি অনুলিপি কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে পাঠাতে পারেন।

হেরিটেজ অ্যাসোসিয়েটস-এর পক্ষে
তারিখ : ০৬-০৩-২০২৬ স্বা/-
স্থান : জলপাইগুড়ি **সুরজিৎ কর্মকার**

এসবিআই শান্তিপুর শাখা (০০১৭৬)
৭৮ নেতাজি সুভাষ রোড, পো. শান্তিপুর, জেলা - নদিয়া
পিন - ৭৪১৪০৪, ইমেল : sbi.00176@sbi.co.in
সোনার অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি

শ্রী কৌশিক মজুমদার (অ্যাকাউন্ট নং - ০১০২) এসবিআই শান্তিপুর শাখা থেকে সোনার অলঙ্কার বন্ধক রেখে স্বর্ণঋণ নিয়েছিলেন, এবং সময়সূচী অনুযায়ী শোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। সংশ্লিষ্ট গ্রাহক নোটিশ/বিজ্ঞপ্তিতে সাড়া দেননি বা এই পরিস্থিতিতে নোটিশটি অবণ্টিত অবস্থায় ফেরত এসেছে। এই অবস্থায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে যদি সোনার অলঙ্কারসমূহ নিলামের দিনের আগের দিন অর্থাৎ **২৩.০৩.২০২৬** ঋণ পরিশোধ করা না হয়, বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই শাখা প্রেমিসেসে/গোল্ড হাব-এ উল্লিখিত সময় এবং তারিখে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সংযোগে ব্যয় হওয়া সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতাকে বহন করতে হবে। ব্যাঙ্ক যে কোন সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝখানে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ প্রদান করে অলঙ্কার দখল পেতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা : শ্রী কৌশিক মজুমদার (অ্যাকাউন্ট নং - ০১০২)

ক্র. নং.	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	বিশুদ্ধতা (ক্যারট)	সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে)	আইটেম সংখ্যা
১.	২৩.০৩.২০২৬	বিকেল ৪টে থেকে থেকে বিকেল ৫টা	২০ ক্যারট	মোট ওজন ৯.৯০০ গ্রাম নিট ওজন ৮.২১০ গ্রাম	১টি চেন ২টি লকেট ১টি আংটি ৪টি কানের দুল

তারিখ: ০৬.০৩.২০২৬
স্থান: শান্তিপুর
অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই শান্তিপুর

ব্যাঙ্ক অফ বরোদা বজবজ শাখা
১১/৫এ, হালদারপাড়া রোড, কলকাতা - ৭০০১৩৭
পশ্চিমবঙ্গ, ইমেল : Budgeb@bankofbaroda.com
সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞপিত হচ্ছে যে, **ব্যাঙ্ক অব বরেদা, বজ বজ শাখা- শ্রীমতি সোমা রায়, নিবাস : আলমপুর, পোস্ট অফিস : চক আলমপুর, থানা : নোদাখালি, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন কোড : ৭৪৩৩১৮, পশ্চিমবঙ্গ,** এর নিম্নোক্ত মতে উল্লিখিত সম্পত্তি অন্যতম গ্রাহক এর অনুরোধক্রমে লোন/ক্রেডিট সুবিধার জন্য জামিন হিসেবে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক।

কোনও কারণে কারও সংশ্লিষ্ট নিম্নোক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে কোনও অধিকার/স্বত্ব/স্বার্থ/দাবি থাকলে তাদের দাবির সমর্থনে প্রামাণ্য নথি সহ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে ব্যাঙ্কে জানাতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

১০ দিনের মধ্যে কোনও উত্তর না গৃহীত হলে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি দায়বদ্ধতা/দাবি/জামিন হিসেবে মুক্ত এবং ব্যাঙ্ক সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি বন্ধক হিসেবে গ্রহণে প্রক্রিয়াবদ্ধ হবে।

সম্পত্তির বিস্তারিত (সার্ভে নং/পরিধি/চৌহদ্দি সহ) : বিক্রয় দলিল নং ৮০০-২০২৩, সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ **৭০.৫ ডেসিমেল,** অবস্থিত মৌজা -ডোঙ্গারিয়া, আরএস এবং এলআর দাগ নং ১২১, আরএস খতিয়ান নং ২২২৫, ২২২৬, বর্তমান এলআর খতিয়ান নং ৩৮৯০, জেএল নং ৬৯, থানা : নোদাখালি, জেলা -দক্ষিণ ২৪ পরগনা, দক্ষিণ রায়পুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, এডিএসআর -বজ বজ, ডিএসআর - আলিপুর, সংলগ্ন ২০ ফুট মেটাল রোড এবং সংশ্লিষ্ট সকল সুবিধা, আয় এবং ব্যয় এর দায়বদ্ধতা। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** বাবলা ঘোষ এর জমি সম্পত্তি। **দক্ষিণে :** সতীশ সিং এর সম্পত্তি। **পূর্বে :** চিত্র হালদার এর সম্পত্তি। **পশ্চিমে :** মল্লিকপুর বাস রোড।

শ্রীমতি অনামিকা সাহা, অ্যাডভোকেট
মোবা. নং : ৭৯৮০৮৪০৫১৬
তারিখ : ০৬.০৩.২০২৬
স্থান : বজ বজ
শ্রী অভিষেক মিত্র
সিনিয়র ব্রাঞ্চ ম্যানেজার
ব্যাঙ্ক অব বরেদা বজ বজ শাখা
মোবা. নং ৯৮০৪৫২৬৬১৬

চা বাগান পরিচালনার জন্য প্রস্তাব আহ্বান
দুতেরিয়াহ অ্যান্ড কালেজ ভ্যালি টি এস্টেটস প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)
CIN : U70109WB1983PTC035764
(মাননীয় এনসিএলটি, কলকাতা বেঞ্চ কর্তৃক C.P. (IB)/557(KB)2017-এ ইস্যুকৃত ১৭.১০.২০২৫ তারিখের আদেশ অনুসারে দেউলিয়াগ্রস্ত)

দেউলিয়া এবং দেউলিয়া কোড, ২০১৬ এর ধারা ৩৫ অনুসারে, আইবিবিআই (লিকুইডেশন প্রক্রিয়া) প্রবিধান, ২০১৬ সহ পঠিত, নিম্নলিখিত চা বাগানগুলির অন্তর্বতীকালীন পরিচালনা এবং ব্যবস্থাপনার জন্য (**"চালানো এবং পরিচালনা" ভিত্তিতে**) যোগ্য এবং অভিজ্ঞ পক্ষগুলির কাছ থেকে প্রস্তাব আহ্বান করা হচ্ছে, ব্যক্তিগতভাবে বা সম্মিলিতভাবে :

- **দুতেরিয়াহ টি এস্টেট,** পো.ও. দুতেরিয়াহ, থানা - কার্শিয়ং, জেলা - দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ
- **কালেজ ভ্যালি টি এস্টেট,** পো.ও. কালেজ ভ্যালি, থানা কার্শিয়ং, জেলা - দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ
- পেশক টি এস্টেট, পো.ও. পেশক, থানা - তিস্তা ভ্যালি, জেলা - দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ
- **সিমরি পানি টি এস্টেট,** পো.ও. সিমরি পানি, জেলা - জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ

এই ব্যবস্থাটি সম্পূর্ণরূপে সংরক্ষণ এবং মূল্য সর্বাধিকীকরণের জন্য অস্থায়ী, ই-নিলামের মাধ্যমে বিক্রয়ের জন্য মুলতুবি থাকা অবস্থায় এবং কোনও মালিকানা, ইজারা, ভাড়া, লাইসেন্স বা মালিকানার অধিকার তৈরি করবে না। আগ্রহী পক্ষগুলিকে সমস্ত চা বাগানের জন্য অথবা এক বা একাধিক চা বাগানের জন্য যৌথভাবে প্রস্তাব জমা দিতে হবে **ইএমডি সহ ১৫,০০,০০০ টাকা (পনেরো লক্ষ টাকা) প্রতিটির জন্য, দুতেরিয়াহ, পেশক এবং সিমরি পানি চা বাগানের জন্য ৩০,০০,০০০ টাকা (ত্রিশ লক্ষ টাকা) কালেজ ভ্যালি চা বাগানের জন্য এবং চারটি চা বাগানের জন্য ৬০,০০,০০০ টাকা (ষাট লক্ষ টাকা) সম্মিলিতভাবে ১৩/০৩/২০২৬ তারিখে সন্ধে ৬টা (আইএসটি) মধ্যে বা তার আগে জমা দিতে হবে।**

এই পরিমাণ অর্থ একটি **নিরাপত্তা আমানত** হিসেবে গণ্য হবে, যা সম্মত শর্তাবলী অনুসারে লিকুইডেটরের কাছে চা বাগান (গুলি) যথাযথভাবে হস্তান্তরের পরে ফেরতযোগ্য হবে। ব্যর্থ দরদাতাদের ক্ষেত্রে, যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে সুদ ছাড়াই ইএমডি ফেরত দেওয়া হবে।

চা বাগানগুলি **"যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে", "যেমন অবস্থায় আছে"** এবং **"কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত"** অফার করা হবে। সমস্ত আইনগত সম্মতি, শ্রম সংক্রান্ত বিষয় এবং পরিচালনাগত দায়বদ্ধতা সম্পূর্ণরূপে প্রস্তাবকারী দায়িত্ব নেবে।

দেউলিয়া ও দেউলিয়া কোড, ২০১৬ এর ধারা ২৯এ এর অধীনে বিস্তারিত শর্তাবলী, আবেদনের ফর্ম্যাট এবং হলফনামা-সহ-ঘোষণা, লিকুইডেটরের অফিস থেকে ইমেল ঠিকানায় পাওয়া যেতে পারে **ip.dkvte@gmail.com, যোগাযোগ নম্বর +৯১ ৮৫৮২৮ ০৬২২১।**

লিকুইডেটর কোনও কারণ না দেখিয়ে যেকোনো বা সমস্ত প্রস্তাব গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করেন। ই-নিলাম সম্পন্ন হওয়ার পরে অথবা মাননীয় এনসিএলটি -এর নির্দেশ অনুসারে এই ব্যবস্থাটি বাতিল বলে গণ্য হবে।

সঞ্জীব ঝুনঝুনওয়ালা, লিকুইডেটর
দুতেরিয়াহ অ্যান্ড কালেজ ভ্যালি টি এস্টেটস প্রাইভেট লিমিটেড (লিকুইডেশনের অধীনে)
সিদ্ধা ওয়েস্টন, ৯ ওয়েস্টন স্ট্রিট, স্যুট নং ১৩৪, কলকাতা - ৭০০০১৩
আইবিবিআই রেজি. নং IBBI/IPA-001/IP-P00325/2017-18/10595
এএফএ বৈধ : ৩০.০৬.২০২৬ পর্যন্ত, ফোন ০৩৩-৪০০৫৬৬৮১
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৬/০৩/২০২৬

আরএএসএমইসিসিসি-কাম-এসএআরসি, বর্ধমান
৪র্থ তল, মিউনিসিপাল মার্কেট, বর্ধমান- ৭১৩১০১ (পব)
ফোন - ০৩৪২-২৫৬৭১৪১, ই-মেইল sbi.10264@sbi.co.in
ভেহিকেল ই-নিলাম নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : সোমা পাল, ই-মেইল আইডি Sbi.10264@sbi.co.in, মোবাইল নং ৯৬৭৪৭২৩৫২৬

এতদ্বারা জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাদের কাছে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার কাছে বন্ধক রাখা নীচে বর্ণিত যানবাহনটি **"যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে", "যেমন অবস্থায় আছে"** এবং **"কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত"** বিক্রি করা হবে, দায়বদ্ধতা সহ, যদি থাকে, **১৩.০৩.২০২৬ তারিখে**

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা এবং অ্যাকাউন্ট বিস্তারিত	ভেহিকেলের বিস্তারিত
১.	ঋণগ্রহীতার নাম : কৃষ্ণ কুমার শাউ লোন এ/সি নং : ৪৩৫৯৫৯০৩০৭২, বকেয়া পরিমাণ : ৯,৬৫,০৬১.০০ টাকা ১০.০২.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং অন্যান্য শুল্ক সহ।	মডেল : টয়োটা গ্লাঞ্জা জি পেট্রোল (এমটি) মেক : টয়োটা কির্লোস্কার মোটর প্রা লি. ভেহিকেল নং : WB 17B 3147 ইঞ্জিন নং : K12NP4512662 চেসিস নং : MBHJ WC13SRG805688 নথিভুক্তির তারিখ : ১০.১২.২০২৪, সংরক্ষিত মূল্য : ৪,২৮,৫২৭.০০ টাকা, বায়না জমা (ইএমডি) : ৪২,৮৫৩.০০ টাকা, ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য : ৫,০০০.০০ টাকা।

পরিদর্শনের তারিখ : ১১.০৩.২০২৬ (সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত)

পরিদর্শনের জন্য যোগাযোগ করুন- ৮০০১১৫২৬৬৪ (ম্যানেজার এনপিএ)/৯৩৩৩৯২৮১৮০ (আরএ- কুমার অ্যাসোসিয়েট)

১) অংশগ্রহণের আগে আগ্রহী দরদাতাদের গাড়ি(গুলি) পরিদর্শন করতে হবে এবং বর্ণনা, গুণমান এবং অন্যান্য বিবরণ সম্পর্কে নিজেদের সন্তুষ্ট করতে হবে কারণ সফল দরপত্রের পরে কোনও ধরণের অভিযোগ গ্রহণ করা হবে না।

২) অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে ডেলিভারির এক মাসের মধ্যে নিজের খরচে গাড়িটি নিজের নামে হস্তান্তর করা ক্রেতার দায়িত্ব। প্রযোজ্য কর এবং জিএসটি সরকারী নিয়ম অনুসারে প্রযোজ্য হবে এবং ক্রেতাকে বহন করতে হবে।

৩) ডেলিভারির পরে গাড়িটি তার নিজের নামে হস্তান্তর না হওয়া পর্যন্ত ক্রেতাকে একটি ক্ষতিপূরণ বন্ড স্বাক্ষর করে দায়িত্ব নিতে হবে।

৪) ঋণগ্রহীতা/তাঁর আইনগত উত্তরাধিকারীদের জন্য এই বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশ করা হচ্ছে যাতে তারা **১২.০৩.২০২৬ তারিখে বা তার আগে বিকেল ৪টে পর্যন্ত** সুদের খরচ এবং অন্যান্য চার্জ সহ সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করতে পারেন।

৫) দরদাতা/ক্রেতাকে তার মোবাইল নম্বর এবং ইমেল আইডি ব্যবহার করে ই-নিলাম পোর্টাল **https://BAANKNET.com**-এ নিবন্ধন করতে হবে। কেওয়াইসি যাচাইকরণ baanknet-এর মাধ্যমে অনলাইনে করা হবে। অতএব, দরদাতাকে প্রয়োজনীয় কেওয়াইসি নথি আপলোড করতে হবে যার যাচাইকরণে ২ কার্যদিবস সময় লাগতে পারে।

৬) বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলী সম্বলিত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিটি ই-নিলাম পোর্টাল **https://BAANKNET.com**-এ আপলোড করা হয়েছে। ব্যাংক বা অনুমোদিত কর্মকর্তা এতদ্বারা কোনও কারণ না দেখিয়ে যেকোনো বা সমস্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।

তারিখ : ০৬.০৩.২০২৬
স্থান : পূর্ব বর্ধমান
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালনে 'অস্মিতা লিগ' বাঁকুড়ায়

প্রীতিলতা বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঁকুড়া: মিনিস্ট্রি অফ ইয়ুথ অ্যাফেয়ার্স এন্ড স্পোর্টস গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার অধীনে মেরা যুবা ভারত বাঁকুড়া এবং স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার কোলাবোরেশনে আগামী ৮ ই মার্চ রবিবার আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে একটি বিশেষ কর্মসূচি আয়োজন হতে চলেছে বাঁকুড়া স্টেডিয়ামে।

এই কর্মসূচিটির নাম অস্মিতা লিগ, যেটি প্রকৃতপক্ষে একটি অ্যাথলেটিকস লিগ, যাতে শুধুমাত্র মহিলাদের অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। এটি গভর্নমেন্ট

অফ ইন্ডিয়ার একটি বিশেষ লক্ষ্য, যার মাধ্যমে মেয়েদের অথবা মহিলাদের খেলার প্রতি আগ্রহ তৈরি করা যায় এবং তাদেরকে খেলাতে অংশগ্রহণ করানো যায়। এই খেলায় মোট তিনটি প্রতিযোগিতামূলক ইভেন্ট রয়েছে ১০০ মিটার ২০০ মিটার এবং ৪০০ মিটার দৌড় এছাড়াও রয়েছে ফান ইভেন্ট তাতেও মহিলারা অংশগ্রহণ করবে। এই দৌড় প্রতিযোগিতার বিভাগগুলিতে তিনটে বয়সের সময়সীমা ভাগ করে দেওয়া হয়েছে মিনিস্ট্রির পক্ষ থেকে। এক নম্বর হলো ১৩ বছরের নিচে, দু'নম্বর ১৩ থেকে ১৮ বছর, তিন নম্বর আঠেরোর ঊর্ধ্বে। সুতরাং সমস্ত বয়সেরই মহিলাদের এই খেলায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে। সেই উপলক্ষে বিভিন্ন স্কুল কলেজ বিভিন্ন যোগা ইনস্টিটিউট বা বিভিন্ন ইনস্টিটিউট ইত্যাদি জায়গায় প্রচার চালানো হয়েছে যাতে বিপুল সংখ্যক মেয়ে এবং মহিলারা এই বিভাগ গুলোতে অংশগ্রহণ করে। প্রত্যেকটা ইভেন্টারি প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয়কে শংসাপত্র এবং মেডেল দেওয়া হবে পাশাপাশি এবং যারা অংশগ্রহণ করছেন তাদের প্রত্যেকের নামই অস্মিতা পোর্টালে অন্তর্ভুক্ত করা হবে যাতে পরবর্তী পর্যায়ে কোন সুযোগ ভারত সরকারের পক্ষ থেকে আবার দেওয়া যায় সেই জন্য। আশা করা যাচ্ছে এই ইভেন্ট অত্যন্ত ফলপ্রসূ ইভেন্ট হতে চলেছে। মহিলাদের মধ্যে খেলার ঝোঁক আরো বাড়াবে আশা করা যাচ্ছে। এই ইভেন্ট অত্যন্ত সাফল্যণ্ডীত হবে বলে জানিয়েছেন বাঁকুড়া জেলা মাই ভারত যুব জেলা আধিকারিক অন্বেষা ভট্টাচার্য।

মানিকচকে বচসা থেকে চলল গুলি, গণপিটুনির জেরে নাবালক-সহ মৃত ২, আহত একাধিক

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মোটর বাইক নিয়ে দুই কিশোরের রেষারেষি। আর তাকে ঘিরেই শুরু হল বচসা এবং চললো গুলি। প্রকাশ্যে শুটআউটের ঘটনায় এক নাবালক-সহ তার পরিবারের চারজন আহত হয়। তাঁদের বুধবার রাতেই ভর্তি করানো হয় মালদা মেডিক্যাল কলেজে। বৃহস্পতিবার ভোরে মৃত্যু হয় এক নাবালকের। এই ঘটনার জেরে পাল্টা গণপিটুনিতে মৃত্যু হয় হামলাকারী ওপর কিশোরের বাবার। হোলির রাতে কার্যত চরম উত্তেজনা ছড়ায় মানিকচক থানার মথুরাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রজকপাড়া এলাকায়। বৃহস্পতিবার দুপুরে ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে যান মালদার পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, গুলি চালানো এবং গণপিটুনি দুটি ঘটনার অভিযোগ দায়ের হয়েছে। ইতিমধ্যে দুটি অভিযোগের মামলাও শুরু করে দেওয়া হয়েছে। গুলি চালানোর ঘটনায় সময় দাশগুপ্ত নামে একটি কিশোর-সহ দুই পক্ষের চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পাশাপাশি লাইসেন্সি বন্দুকটিও বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত নাবালকের নাম সমর রজক (১৪)। সে স্থানীয় একটি হাইস্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে পাঠরত ছিল। তার মাথায় ও বুকে গুলি লেগেছে। গুলিবিদ্ধ হয়েছেন মৃত ওই নাবালকের বাবা কালু রজক (৫০), মা নমিতা রজক (৪২) এবং এক ভাই সম্রাট রজক (১০)। তাদের কারোর পায়ে এবং কারোর হাতে গুলি লেগেছে। পাশাপাশি গণপিটুনিতে মৃত্যু হয়েছে, হামলাকারী অপর নাবালকের বাবা সমীর দাশগুপ্তের (৫৫)। তার ১৭ বছর বয়সি ছেলে সময় দাশগুপ্ত এই গুলির চালানোর ঘটনাটি ঘটায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে কথা বলে পুলিশ জানিয়েছে, এদিন রাতে সমর এবং সময় দুই নাবালকের মধ্যে মোটর বাইকের রেষারেষি নিয়ে গোলমাল বাঁধে। সেই সময় সময় দাশগুপ্ত নামে ওই কিশোরকে মারধর করে সমর রজক ও তার বাড়ির কয়েকজন। আক্রান্ত হওয়ার পর ওই কিশোর নিজের বাড়িতে এসে তার বাবার লাইসেন্সি বন্দুক নিয়ে ওদেরকে এলোপাতাড়ি গুলি করে। চার থেকে পাঁচ রাউন্ড গুলি চালানো হয় বলে অভিযোগ। আর তাতেই ওই কিশোর-সহ তার পরিবারের আরও তিনজন জখম হয়। রাতেই রক্তাক্ত অবস্থায় চারজনকে চিকিৎসার জন্য মালদা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির ব্যবস্থা করে স্থানীয়রা। আর এই ঘটনার পর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে স্থানীয় মানুষ ও গুলিবিদ্ধের পরিবারের লোকেরা।

পুলিশ জানিয়েছে, সময়ের বাবা সমীর দাশগুপ্তর পেশায় রেশন ডিলার। তার বাড়ি আহতদের বাড়ির পাশের কাহারপাড়া এলাকায়। সেখানেই ক্ষিপ্ত জনতা ওই রেশন ডিলার বাড়িতে গিয়ে ভাঙচুর চালায়। এরপর গণপিটুনি দিয়েই মারা হয় ওই ব্যক্তিকে। বিষয়টি জানতে পেরে রাতেই বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে পৌঁছায়। ওই নাবালকের মৃত্যু হয় বৃহস্পতিবার ভোরে এবং গণপিটুনি জেরে ওই রেশন ডিলার গভীর রাতেই মারা যান। এদিকে এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত দুই মৃতের নিকট আত্মীয়েরা গা ঢাকা দিয়েছে। পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, উভয় পক্ষের চারজনকে গ্রেপ্তারের পাশাপাশি ওই লাইসেন্স প্রাপ্ত বন্দুকটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

গ্রামীণ হাওড়ায় বিজেপির, পরিবর্তন যাত্রায় মিঠুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, উলুবেড়িয়া: বৃহস্পতিবার রাজ্যের বিরোধী দল বিজেপির পরিবর্তন যাত্রাকে ঘিরে সরগরম থাকল গ্রামীণ এলাকা। এদিন পরিবর্তন যাত্রার ট্যাবলো সকালে গ্রামীণ হাওড়ার উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্রের পাত্র পোল থেকে যাত্রা শুরু করে। এদিন উপস্থিত ছিলেন চলচ্চিত্র অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী। এদিন সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, 'সামনের বিধানসভায় তৃণমূল কংগ্রেসকে টুক করে গোল দিয়ে দেব।' তাঁর অভিনীত সিনেমার সংলাপ বলে তিনি কর্মী সমর্থকদের উজ্জীবিত করেন। পাশাপাশি বন্দেমাতরম স্লোগানকে আরও বেশি করে প্রচার করার আবেদন জানান। এদিন পরিবর্তন যাত্রার ট্যাবলো পাত্র পোল থেকে শুরু হয়ে উলুবেড়িয়া পূর্ব, বাগনান, শ্যামপুর, উলুবেড়িয়া দক্ষিণ কেন্দ্র হয়ে উলুবেড়িয়া শহরে পৌঁছে যায়। শ্যামপুরের গোবিন্দপুরে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'মতুয়াদের নাগরিকত্বে কোন ভয় নেই। এ রাজ্যে জনবিন্যাস বদলে যাচ্ছে। জেহাদ বাড়ছে। বর্ডার সিল করতে বিজেপিকে চাই। শিল্প তাড়ুয়া মমতাকে তাড়াতে হবে। গ্রামের যুবকরা পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে গেছে।' নাম না করে মন্ত্রী পুলক রায়কে কটাক্ষ করে বলেন, 'উলুবেড়িয়ার লম্বা মন্ত্রী সব ঝেড়ে দিয়েছে। জল নেই। কল আছে। বিজেপি ক্ষমতায় এলে চাকরির ক্ষেত্রে পাঁচ বছর ছাড় পাওয়া যাবে। কারণ মমতা যুবকদের সর্বনাশ করেছে। অন্যায়কারীদের সকালে ধরা হবে, বিকেলে খরচ করা হবে বলে ও মন্তব্য করেন তিনি।' এদিন উপস্থিত ছিলেন আরেক বিজেপি নেতা জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো।

সহায়ক মূল্যের দাবিতে আলু ফেলে বিক্ষোভ বর্ধমানের চাষিদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: সোনালি ফসলেই এখন ঘনিয়ে আসছে অন্ধকারের ছায়া। একদিকে উৎপাদন খরচের আকাশছোঁয়া বৃদ্ধি, অন্যদিকে সরকারের ঘোষিত সহায়ক মূল্যের সঙ্গে বাস্তবের বিস্তর ফারাক। এই দুইয়ের জাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে পূর্ব বর্ধমান জেলার আলু চাষিরা এখন দিশেহারা। সরকারের ঘোষিত প্রতি কেজি ৯.৫০ টাকা দরে আলু বিক্রিতে বিঘা প্রতি প্রায় ৭ থেকে ৮ হাজার টাকা লোকসান হচ্ছে বলে দাবি কৃষকদের। এই বঞ্চনার প্রতিবাদে বর্ধমান শহরের প্রাণকেন্দ্র কার্জন গেটের সামনে রাস্তায় আলু ঢেলে বিক্ষোভে সামিল হলেন কয়েকশ চাষি। বিক্ষোভরত কৃষকদের দাবি, বর্তমানে এক বিঘা জমিতে আলু চাষ করতে খরচ হচ্ছে প্রায় ৩৬,০০০ টাকা। এর মধ্যে রয়েছে সার, বীজ এবং কীটনাশকের অত্যাধিক দাম। অথচ সরকার যে ৯.৫০ টাকা কেজি দরে আলু কেনার কথা বলেছে, তাতে চাষের খরচটুকুও উঠছে না। কৃষকদের অভিযোগ, আলুর বস্তার দাম এক লাফে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৫-১৭ টাকা। মাঠ থেকে আলু তুলে হিমঘর পর্যন্ত পৌঁছানোর পরিবহন খরচ এবং হিমঘরের বর্ধিত ভাড়া চাষিদের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে। চাষের শুরু থেকেই সার ও বীজের কালোবাজারি চলায় উৎপাদন খরচ স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেড়ে গিয়েছে। বিক্ষোভরত কৃষকদের দাবি, 'সরকার যে দাম দিচ্ছে তাতে তাদের ঘর থেকে টাকা দিতে হবে। বিঘা প্রতি কয়েক হাজার টাকা লোকসান হলে তারা সংসার চালাবেন কীভাবে। হয় সরকার ১২ টাকা কেজি দরে আলু কিনুক, নয়তো তাদের আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে হবে।' চাষিদের স্পষ্ট দাবি, 'বর্তমান বাজারদর এবং খরচের কথা মাথায় রেখে সরকারকে অন্তত ১২ টাকা কেজি দরে আলু কিনতে হবে। পাশাপাশি সারের কালোবাজারি বন্ধ এবং বস্তার দাম কমানোর দাবিও জানানো হয়েছে।' উল্লেখ্য, গত কয়েক বছরে প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং বীমার টাকা ঠিকমতো না পাওয়ার ফলে বহু কৃষক ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। এমনকি পূর্ব বর্ধমান জেলাতেও একাধিক কৃষক আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে। চাষিদের আশঙ্কা, অবিলম্বে সঠিক দাম না পেলে আবারও সেই অন্ধকার দিন ফিরে আসতে পারে।

স্বামীর খুনে ন্যায়বিচারের দাবিতে সরব গোপাল দাসের স্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: কয়েকদিন আগে মা'কে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করার প্রতিবাদ করতে গিয়ে নির্মমভাবে খুন হন বছর ৩২-এর গোপাল দাস। ঘটনাটি ঘটে দুর্গাপুরের পলাশডিহা এলাকায়। ঘটনার পর পুলিশ অভিযুক্ত বিজয় টুডুকে গ্রেপ্তার করে। জানা গেছে, বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে দুর্গাপুর থানার পুলিশ। শুধু গ্রেপ্তারই নয়, অসহায় পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে প্রয়োজনীয় দায়িত্ব পালন করেছেন থানার আধিকারিকরা ও আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেট-এর পদস্থ কর্তারা বলেও দাবি করা হয়েছে। এই আবহে মৃতের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যান দুর্গাপুর পশ্চিমের বিজেপি বিধায়ক লক্ষ্মণ চন্দ্র ঘোড়ুই। তিনি গোপাল দাসের স্ত্রী ও এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। পাশাপাশি প্রশ্ন তোলেন, অতীতে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও কীভাবে বারবার সে ছাড়া পেয়েছে এবং কারা তাকে মদত দিয়েছে। অন্যদিকে পাল্টা প্রতিক্রিয়ায় তৃণমূলের নেতা উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায় প্রশ্ন তোলেন, পুলিশ যখন তদন্ত করছে তখন কেন এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভোট রাজনীতি করা হচ্ছে। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, আইন অনুযায়ী কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে। তবে গোটা ঘটনাকে ঘিরে এখনো চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে পলাশডিহা অঞ্চলে।

গোপীবল্লভপুরে বাহিনী ও পুলিশের রুটমার্চ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: ভোটের প্রাক্কালে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থায় জোরদার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে ঝাড়গ্রাম জেলায়। শান্তিপূর্ণ ও অবাধ নির্বাচন নিশ্চিত করতে সর্বত্র বাড়ানো হয়েছে পুলিশের নজরদারি। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে জেলাজুড়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করা হয়েছে। উত্তেজনাপ্রবণ ও স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে বিশেষ নজরদারি চালানো হচ্ছে। আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও রাজ্য পুলিশ যৌথভাবে বিভিন্ন এলাকায় টহল ও রুট মার্চ করছে। বুধবার গোপীবল্লভপুর থানার উদ্যোগে একাধিক এলাকায় রুট মার্চ ও টহলদারি চালানো হয়। গোপীবল্লভপুরের এসডিপিও পারভেজ সারফরাজ এবং গোপীবল্লভপুর থানার আইসি অজয় কুমার সিং-সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিক ও কর্মীরা কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে বাঁকড়া, চিটামাটিয়া, গোপালপুর, তেঁতুলিয়া ও টোপগেড়িয়া সহ একাধিক গ্রামে পদযাত্রা করেন। রুটমার্চ চলাকালীন পুলিশ আধিকারিকরা স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে এলাকার পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। কোথাও কোনও সমস্যা বা আশঙ্কা রয়েছে কি-না তা খতিয়ে দেখা হয়। পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার আবেদন জানানো হয় এবং কোনো গুজব বা প্ররোচনায় কান না দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। এই প্রসঙ্গে, ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (হেডকোয়ার্টার) সৈয়দ মহম্মদ মামদুল্লা হাসান জানান, অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে জেলার বিভিন্ন এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনী ও রাজ্য পুলিশের যৌথ টহল ও রুট মার্চ অব্যাহত রয়েছে। ইতিমধ্যেই জেলায় দশ কোম্পানির কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন হয়েছে।

তিনি আরও জানান, ঝাড়খণ্ড ও উড়িষ্যা সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় দশটি নাকা চেকিং পয়েন্টে কড়া নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশা রাজ্যের প্রশাসনের মধ্যে সমন্বয় বৈঠক হয়েছে, যাতে সীমান্তবর্তী এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা যায়। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নির্বাচনকে ঘিরে জেলার সর্বত্র শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

আদিবাসী মহিলার শ্লীলতাহানি, ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: হোলি উৎসবের মাঝে মধুসূদনপুর এলাকায় শ্লীলতাহানির ঘটনায় উত্তেজনাকর পরিবেশ তৈরি হয়। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সন্ধ্যায়। ঘটনার জের চলে রাত পর্যন্ত। অন্ডাল থানা এলাকায়, যেখানে এক আদিবাসী তরুণীর শ্লীলতাহানির ঘটনা নিয়ে বিরোধ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে এলাকায় উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশের সৃষ্টি হয়। অভিযোগ আদিবাসী মহিলাকে মারধর করা ও তার পোশাকও ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মধুসূদনপুরে ইতিমধ্যেই কিছু যুবকের দ্বারা এক তরুণীর শ্লীলতাহানির ঘটনা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক চলছিল। এক মহিলা খাদ্য সামগ্রীর দোকানে গিয়েছিলেন। এলাকায় ঝগড়াঝাঁটি হচ্ছে দেখে কৌতহলবশত তিনি সেখানে যান। অভিযোগ করা হয়েছে যে বিনোদ নোনিয়া, দীপক নোনিয়া এবং আরও কিছু যুবক এবং তাদের সাথে থাকা কিছু মহিলা হঠাৎ করেই ওই মহিলার উপর হামলা চালায়। জানা গেছে, অভিযুক্তরা ওই মহিলাকে লাঞ্ছিত করে এবং তার পোশাক ছিঁড়ে ফেলে, যার ফলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়। ঘটনার পর এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং স্থানীয়রা ভিড় জমাতে শুরু করে। খবর পেয়ে অন্ডাল থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে পুলিশ এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে। অন্য অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে।

সংকটে আলুচাষিরা, গোঘাট জুড়ে ৬০০ টাকার দাবিতে পোস্টার

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আলুর ন্যায্য দাম না মেলায় চরম আর্থিক সংকটে পড়েছেন আরামবাগ মহকুমার কৃষকরা। কৃষিনির্ভর এই মহকুমার মধ্যে জুড়ে কয়েকশো একর জমিতে প্রতি বছর বিপুল পরিমাণে আলু চাষ হয়। কিন্তু চলতি

মরশুমে বাজারে আলুর দর তলানিতে ঠেকায় মাথায় হাত চাষিদের। উৎপাদন খরচই উঠছে না, এই অভিযোগ তুলে ক্ষোভে ফুঁসছেন তাঁরা। এই পরিস্থিতিতে গোঘাট জুড়ে কৃষকদের স্বার্থে ও আলু শিল্পকে বাঁচাতে পোস্টার পড়েছে বিভিন্ন জায়গায়। প্রতীক্ষালয় থেকে শুরু করে রাস্তার ধারের বিদ্যুতের খুঁটি ও গাছে সাঁটা হয়েছে দাবি সম্বলিত পোস্টার। পোস্টারের নীচে কৃষক সমিতির নাম উল্লেখ করে স্পষ্ট ভাষায় দাবি তোলা হয়েছে, 'আলুর দাম কমপক্ষে ৬০০ টাকা বস্তা সরকারকে ঘোষণা করতে হবে। অন্য রাজ্য ও বিদেশে আলু পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে। কমপক্ষে ৬০০ টাকা করে আলু সরকারকে কিনতে হবে।' গোঘাটের আলুচাষি হরিপদ মণ্ডল বলেন, 'এক বিঘা জমিতে আলু চাষ করতে বীজ, সার, কীটনাশক, সেচ আর শ্রমিক মিলিয়ে বিপুল খরচ হয়েছে। কিন্তু এখন যে দামে আলু বিক্রি হচ্ছে, তাতে খরচই উঠছে না। মহাজনের কাছ থেকে ধার নিয়ে চাষ করেছি। যদি ৬০০ টাকা বস্তা দর না পাই, তাহলে ঋণ শোধ করব কীভাবে? সংসার চালানোই দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।' কৃষকদের দাবি, অবিলম্বে প্রশাসন হস্তক্ষেপ করে ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করুক। নচেৎ বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটার ইঙ্গিতও দিয়েছেন তাঁরা।

প্রতিবাদে মহকুমা শাসক দপ্তর ঘেরাও বামেদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: ভোটার তালিকা থেকে ৬০ লক্ষ নাম বাদ দেওয়ার অভিযোগে দুর্গাপুরে মহকুমা শাসক দপ্তর ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাল বামপন্থীরা। বৃহস্পতিবার দুর্গাপুরের মহকুমা শাসক (এসডিও) দপ্তরের সামনে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হন বাম সংগঠনের কর্মী-সমর্থকেরা।

এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বাম নেত্রী ঐশী ঘোষ, সিপিএম নেতা সিদ্ধার্থ বসু-সহ জেলার একাধিক বাম নেতৃত্ব। কয়েক ঘণ্টা ধরে এসডিও দপ্তরের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ চলে। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে বহু বৈধ ভোটারকে 'বিচারাধীন' অবস্থায় রেখে দেওয়া হয়েছে। আবার অনেক ক্ষেত্রেই ইচ্ছাকৃতভাবে বৈধ ভোটারদের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এর ফলে বহু সাধারণ মানুষ তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করা নিয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছেন বলে দাবি বাম নেতৃত্বের। এই প্রসঙ্গে বাম নেত্রী ঐশী ঘোষ বলেন, 'ভোটার তালিকা থেকে পরিকল্পিতভাবে মানুষের নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে। বহু বৈধ ভোটারকে অকারণে বিচারাধীন করে রাখা হয়েছে। গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার এই চেষ্টা আমরা মেনে নেব না। যতক্ষণ না সব বৈধ ভোটারের নাম পুনরায় তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে, ততক্ষণ আমাদের আন্দোলন চলবে।' বামেদের এই বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে দুর্গাপুর মহকুমা শাসক দপ্তর চত্বরে কিছু সময়ের জন্য উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে মোতায়েন করা হয় অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী। তবে শেষ পর্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবেই কর্মসূচি শেষ হয়।

পানীয় জলের সংকট, খনির কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: খোলা মুখ খনির ব্লাস্টিংয়ের কারণে ঘরবাড়িতে ধরেছে ফাটল, শুকিয়ে গেছে পানীয় জলের উৎস, নেই পর্যাপ্ত জল সরবরাহ ব্যবস্থা, এছাড়াও পুনর্বাসন দিতে ব্যর্থ কর্তৃপক্ষ। এমনই বেশ কয়েক দফা দাবি নিয়ে বৃহস্পতিবার সকালে জামুড়িয়া বিধানসভা কেন্দ্রের খেপাডাঙা আদিবাসী গ্রামের বাসিন্দারা কেন্দা এলাকার নিউ কেন্দা ওসিপি বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখান। বন্ধ করে দেওয়া হয় খনির উৎপাদন ও পরিবহন ব্যবস্থা। ঘটনাস্থলে নিরাপত্তারক্ষীর বিশাল বাহিনী পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এই প্রসঙ্গে স্থানীয় মহিলা রীতা বাউড়ি জানান, সময়মতো পর্যাপ্ত পানীয় জল দেওয়া হয় না, এ সমস্যা শুধু আজকের নয় দীর্ঘদিনের। একাধিকবার কর্তৃপক্ষকে বলা হলেও টনক নড়েনি তাদের, সারা বছর ধরে পানীয় জলের সমস্যা থাকলেও প্রখর গ্রীষ্মে এলাকার চারিদিকে পুকুর, নলকূপ শুকিয়ে যাওয়ায় এই সমস্যা আরো প্রকট আকার ধারণ করেছে। এছাড়াও নিয়মিত ব্লাস্টিংয়ের জেরে ঘর বাড়িতে বিশালাকার ফাটল দেখা দিচ্ছে, যে কোনো সময় প্রাণহানী ঘটনা ঘটতে পারে। তাঁরা বলেন, 'আমরা চাই আমাদেরকে শীঘ্রই এই স্থান থেকে পুনর্বাসন দেওয়া হোক। তাই বাধ্য হয়ে আজ আমরা খনির কাজ বন্ধ করলাম।' তবে এ বিষয়ে, খনি কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে কোনরকম কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

বাইক দুর্ঘটনায় মৃত এক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বুদবুদ: সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক বাইক আরোহীর। মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে আরও এক বাইক আরোহী। ঘটনাটি ঘটেছে বুদবুদের মারো গ্রাম সংলগ্ন কোটা মানকর রাস্তায়। মৃতের নাম, জয় বাউড়ি। তাঁর বয়স ২৪ বছর। বাড়ি বুদবুদের কোটা গ্রামে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় বর্ধমান জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন গজুল বাউড়ি। তার বয়স আনুমানিক ২৮ বছর। দুই জনেরই বাড়ি কোটা গ্রামে। জানা গিয়েছে, বুধবার হোলি উৎসব সেরে দুই জন বাইকে চেপে মারো গ্রাম থেকে রাত প্রায় ১১টার পর কোটা গ্রামে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বের হয়। তার পরেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নিকাশিনালায় পরে যায়। সারা রাত তারা আহত অবস্থায় সখানেই পরে থাকে। সকালে গ্রামের মানুষ দুইজনকে পড়ে থাকতে দেখে পুলিশকে খবর দিলে, বুদবুদ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাদের উদ্ধার করে। স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে হাসপাতালের চিকিৎসকরা জয় বাউড়িকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অন্যদিকে গজুল বাউড়ির অবস্থা আশঙ্কাজনক থাকায় তাকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে থানান্তর করা হয়।

জামালপুরে রুটমার্চ কেন্দ্রীয় বাহিনীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: নির্বাচনের দিনক্ষণ এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত না হলেও, বাংলায় যে ভোটের হাওয়া বইতে শুরু করেছে তা এখন স্পষ্ট। রাজ্যের অন্যান্য প্রান্তের পাশাপাশি পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর ব্লকেও শুরু হয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের রুটমার্চ। সাধারণ মানুষের মনে আত্মবিশ্বাস জাগাতে এবং শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ব্লকের গ্রামে গ্রামে রুটমার্চ শুরু করে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। গত কয়েকদিন ধরেই জামালপুর ব্লকের বিভিন্ন স্পর্শকাতর এলাকা এবং গ্রামগুলোতে টহল দিতে দেখা যাচ্ছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের। মূলত নির্বাচনের আগে সাধারণ ভোটারদের মনে ভয় দূর করতে এবং এলাকার দখলদারি রুখতেই এই আগাম পদক্ষেপ। বাহিনীর সঙ্গে থাকছেন স্থানীয় থানার পুলিশ আধিকারিকরাও। বিগত দিনে নির্বাচনের আগে দেখা যেত ভোট ঘোষণার আগে থেকেই বিভিন্ন এলাকায় অশান্তির ছবি। তবে এবার ২০২৬-এর নির্বাচনের আগে থেকেই পশ্চিমবঙ্গে এসে হাজির কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। জামালপুরের বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে বাহিনীর জওয়ানরা বোঝার চেষ্টা করেন এলাকার বর্তমান পরিস্থিতি। বাংলার ভোটে অশান্তি রুখতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর এই আগাম রুটমার্চ কতটা কার্যকর হয়, এখন সেটাই দেখার। তবে আপাতত জামালপুর ব্লকের সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বস্তির ছোঁয়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

বন্দেভারত ট্রেনের সামনে যুগলের আত্মহত্যায় চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: দক্ষিণ পূর্ব রেলের আদ্রা ডিভিশনের পুরুলিয়া-কোটশিলা রেল লাইনে পুরুলিয়া রেল স্টেশনের অদূরে রেললাইনে যুগলের দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য ছড়াল। বুধবার সন্ধ্যায় পুরুলিয়া, কোটশিলা রেল লাইনে পুরুলিয়া রেল স্টেশনের অদূরে বন্দেভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের ধাক্কায় এক যুবক ও এক গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে। প্রাথমিকভাবে পুলিশ মনে করছে, এটি আত্মহত্যার ঘটনা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতদের নাম গুন্ডা বাউড়ি (২৪) এবং পূর্ণিমা বাউড়ি (৩২)। তাঁদের বাড়ি পুরুলিয়ার কপূর বাগান এলাকায়। খবর পেয়ে পুরুলিয়া জিআরপি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ দুটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের জন্য দেহ দুটি পুরুলিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হবে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত যুবকের বিয়ের দিন ঠিক হয়েছিল এবং শীঘ্রই তাঁর বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। এলাকাবাসীর দাবি, ওই গৃহবধূর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

আউশগ্রামে বিজেপির বিক্ষোভ, বাইক র‍্যালি

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে আউশগ্রাম বিজেপির যুব মোর্চর উদ্যোগে আয়োজিত হলো 'পরিবর্তন যাত্রা' বাইক র‍্যালি। মানকর ফুটবল ময়দান থেকে শুরু করে জামতারা, অভিরামপুর, আনন্দবাজার, দিগনগর হয়ে গুসকরার অলি-গলি দাপিয়ে বেড়ায় এই বাইক র‍্যালিটি। বিজেপি নেতা গণেশ সরকার জানান, বিজেপির যুব মোর্চার পক্ষ থেকে আয়োজিত এই বাইক র‍্যালির মাধ্যমে আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে মানুষের কাছে বার্তা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। তার অভিযোগ, গত ১৫ বছরে তৃণমূল কংগ্রেসের আমলে এলাকায় কোনও উন্নয়ন হয়নি। তৃণমূলের নেতারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধিতেই ব্যস্ত ছিলেন। তার ফলে মানুষ পরিবর্তন চাইছে এবং বিজেপির হাত ধরে রাজ্যে এই পরিবর্তন আসবে। এদিনের বাইক র‍্যালিতে উপস্থিত ছিলেন বোলপুর সাংগঠনিক জেলার যুব মোর্চার সভাপতি শম্ভুনাথ রায়, বোলপুর সংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক রাকেশ মজুমদার আউশগ্রাম বিধানসভা কনভেনর গণেশ সরকার এবং ছয় মন্ডল সভাপতিরা।

বালুরঘাটে নারী দিবসে 'অস্মিতা লিগ', গতির লড়াইয়ে নামছেন জেলার কন্যারা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: আন্তর্জাতিক নারী দিবসকে সামনে রেখে নারী শক্তি ও ক্রীড়া প্রতিভাকে কুর্নিশ জানাতে সেজে উঠছে দক্ষিণ দিনাজপুর। আগামী ৮ মার্চ, রবিবার বালুরঘাটের আত্রেয়ী ডি.এ.ভি পাবলিক স্কুল প্রাঙ্গণে আয়োজিত হতে চলেছে 'অস্মিতা লিগ টুর্নামেন্ট'। কেন্দ্রীয় যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া মন্ত্রকের 'মাই ভারত' এর উদ্যোগে এবং পিএম শ্রী জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ের যৌথ সহযোগিতায় এই বিশেষ অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতার আসর বসছে।

মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, নারী ক্ষমতায়নের লক্ষ্য নিয়ে ওইদিন সারা দেশের ২৫০টি জেলায় একযোগে এই দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গের প্রতিনিধি হিসেবে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাকে এই কর্মসূচির জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে। আগামী রবিবার সকাল ৮টা থেকে শুরু হবে এই মূল প্রতিযোগিতা। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা নারী অ্যাথলেটরা এই লড়াইতে অংশ নেওয়ার সুযোগ পাবেন। প্রতিযোগিতাটি মূলত তিনটি বয়স ভিত্তিক বিভাগে বিন্যস্ত করা হয়েছে। অনূর্ধ্ব ১৩ বছর, ১৩ থেকে ১৮ বছর এবং ১৮ বছরের ঊর্ধ্ব। অ্যাথলেটরা ১০০ মিটার, ২০০ মিটার এবং ৪০০ মিটার দৌড়ে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের সুযোগ পাবেন। প্রতিটি বিভাগের সফল প্রতিযোগীদের হাতে মেডেল ও শংসাপত্র তুলে দেওয়া হবে। এ ছাড়াও অংশগ্রহণকারী প্রত্যেককেই উৎসাহিত করতে দেওয়া হবে বিশেষ শংসাপত্র। আয়োজকদের মতে, এই আয়োজনের উদ্দেশ্য কেবল নিছক খেলাধুলা নয়। 'মাই ভারত' উদ্যোগের জেলা যুব আধিকারিক সৌরভ বর্মন জানান, 'অস্মিতা লিগ আসলে নারীদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি এবং তৃণমূল স্তরের সুপ্ত প্রতিভাকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরার একটি বলিষ্ঠ মঞ্চ। এটি কেবল একটি দৌড় নয়, বরং সমাজের পিছিয়ে পড়া নারীদের মূল স্রোতে নিয়ে আসার একটি বিশেষ প্রয়াস।'

নর্ডিক অঞ্চলে ফিনল্যান্ড ভারতের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার: প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ: নর্ডিক অঞ্চলে ফিনল্যান্ড ভারতের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার, জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার দিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে ফিনল্যান্ডের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, 'নর্ডিক অঞ্চলে ফিনল্যান্ড ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। আমরা আর্কটিক এবং মেরু গবেষণায় ফিনল্যান্ডের সঙ্গে সহযোগিতা সম্প্রসারণ করছি। একটি সুস্থ গ্রহ আমাদের যৌথ অগ্রাধিকার, এবং আমরা আনন্দিত যে, এই বছর আমরা ভারতে যৌথভাবে বিশ্ব বৃত্তাকার অর্থনীতি ফোরাম আয়োজন করব, যা আমাদের সুস্থায়ী প্রচেষ্টায় নতুন গতি এবং ধারণা আনবে। ভারত এবং ফিনল্যান্ড উভয়ই আইনের শাসন, সংলাপ এবং কূটনীতিতে বিশ্বাস করে। আমরা একমত যে সামরিক সংঘাত সমস্যার সমাধান করতে পারে না। ইউক্রেন হোক বা পশ্চিম এশিয়া, আমরা সংঘাতের অবসান এবং শান্তি পুনরুদ্ধারের প্রতিটি প্রচেষ্টাকে সমর্থন করি। আমরা আরও একমত যে ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠানগুলিকে জরুরিভাবে সংস্কার করতে হবে এবং আমরা সকল ধরণের সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'

প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেন, 'ফিনল্যান্ডের সঙ্গে অংশীদারিত্বে, আমরা নুমালিগড়ে বিশ্বের বৃহত্তম বাঁশ থেকে জৈব-ইথানল শোধনাগারও তৈরি করেছি। রাষ্ট্রপতি স্টাবের সফরের সময়, এই গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণগুলি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, আমরা ভারত-ফিনল্যান্ড সম্পর্ককে ডিজিটালাইজেশন এবং টেকসইতার ক্ষেত্রে একটি কৌশলগত অংশীদারিত্বে রূপান্তরিত করছি। এই অংশীদারিত্ব এ আই থেকে ৬জি টেলিকম, পরিষ্কার শক্তি থেকে কোয়ান্টাম কম্পিউটিং পর্যন্ত অনেক উচ্চ-প্রযুক্তির ক্ষেত্রে আমাদের সহযোগিতাকে ত্বরান্বিত এবং শক্তিশালী করবে। উপরন্তু, প্রতিরক্ষা, মহাকাশ, সেমিকন্ডাক্টর এবং গুরুত্বপূর্ণ খনিজ পদার্থের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে অংশীদারিত্ব আরও গভীর হবে। ভারত এবং ফিনল্যান্ডের মতো গণতান্ত্রিক এবং দায়িত্বশীল দেশগুলির মধ্যে এই কৌশলগত অংশীদারিত্ব সমগ্র বিশ্বের জন্য বিশ্বস্ত প্রযুক্তি এবং সরবরাহ শৃঙ্খল নিশ্চিত করতে অবদান রাখবে।'

মোদীর নেতৃত্ব ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রশংসা ফিনল্যান্ডের রাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্ব ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রশংসা করলেন ফিনল্যান্ডের রাষ্ট্রপতি। বৃহস্পতিবার আলেকজান্ডার স্টাব বলেন, 'আপনার কূটনৈতিক দক্ষতাকে আমি সাধুবাদ জানাই যখন আপনি বলেন যে, আমরা এখানে দুটি বৃহৎ গণতন্ত্র হিসেবে দাঁড়িয়ে আছি। একটি বড় এবং একটি সামান্য ছোট, তবে আমার মনে হয় মূল বার্তাটি হল আমরা মূল্যবোধ ভাগ করে নিই। আপনার নেতৃত্বের জন্য আমি আপনাকে অভিনন্দন জানাতে চাই। বাণিজ্যমন্ত্রী হিসেবে আমার শেষ ভারত সফর ছিল ২০১৩ সালে এবং নতুন দিল্লির রাস্তায় আমি যে পরিবর্তন দেখেছি এবং সম্ভবত কয়েক দিনের মধ্যে মুম্বইতেও অনেক কিছু দেখতে পাব, তা স্পষ্ট। এটি একটি অর্থনৈতিক অলৌকিক ঘটনা যা আমরা প্রত্যক্ষ করছি।' উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও ফিনল্যান্ডের রাষ্ট্রপতি বৃহস্পতিবার নতুন দিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা করেন, যা ভারত-ফিনল্যান্ড সম্পর্ককে ডিজিটালাইজেশন এবং সুস্থায়িত্বর উপর কৌশলগত অংশীদারিত্বে উন্নীত করে। অভিবাসন ও গতিশীলতা, সরকারি পরিসংখ্যান এবং পরিবেশগত সহযোগিতার বিষয়ে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। উভয় পক্ষ এআই, ৬জি, স্বচ্ছ শক্তি, কোয়ান্টাম প্রযুক্তি, প্রতিরক্ষা, মহাকাশ, সেমিকন্ডাক্টর এবং গুরুত্বপূর্ণ খনিজ পদার্থে সহযোগিতা সম্প্রসারণের পাশাপাশি গবেষণা, স্টার্টআপ সহযোগিতা এবং শিক্ষা অংশীদারিত্ব বৃদ্ধিতে সম্মত হয়। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, অভিবাসন চুক্তি উভয় দেশের উদ্ভাবনী বাস্তুতন্ত্রকে সংযুক্ত করবে এবং ভারতীয় শিক্ষার্থীদের জন্য ফিনল্যান্ডকে একটি পছন্দের গন্তব্য হিসেবে তুলে ধরে। রাষ্ট্রপতি স্টাব প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে ভারতের অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রশংসা করেন এবং বিশ্ব শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং সহযোগিতার ওপর জোর দেন।

৪টি ডিজিটাল টুল সফট-লঞ্চের উদ্বোধন শাহের

নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ: কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বৃহস্পতিবার নতুন দিল্লিতে চারটি ডিজিটাল টুল সফট-লঞ্চ করেছেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে ২০২৭ সালের জনগণনার জন্য নারী ও পুরুষদের প্রতীক হিসেবে প্রগতি এবং বিকাশ নামক মাসকট উন্মোচন করেছেন। এই টুলগুলির মধ্যে রয়েছে হাউস লিস্টিং ব্লক ক্রিয়েটর ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন, এইচএলও মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন, স্ব-গণনা পোর্টাল এবং জনগণনা ব্যবস্থাপনা ও পর্যবেক্ষণ সিস্টেম পোর্টাল। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক জানিয়েছে, সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট অফ অ্যাডভান্সড কম্পিউটিং দেশজুড়ে গণনা কার্যক্রম সহজতর করার জন্য উন্নত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছে।

কেন্দ্রীয় সরকার গত বছরের ১৬ জুন একটি গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ২০২৭ সালের জনগণনা পরিচালনার ইচ্ছা প্রকাশ করে, আনুষ্ঠানিকভাবে জনগণনা প্রক্রিয়া শুরু করে। মন্ত্রক জানিয়েছে, ২০২৭ সালের জনগণনা দুটি পর্যায়ে পরিচালিত হবে এবং এটি বিশ্বের বৃহত্তম জনগণনা অনুশীলন। প্রথমবারের মতো, ডিজিটাল পদ্ধতিতে জনগণনা পরিচালনা করা হবে এবং স্ব-গণনার বিকল্পটি উপলব্ধ থাকবে। ২০২৭ সালের জনগণনার অধীনে, ঘরে ঘরে গিয়ে নিরাপদ মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ করা হবে এবং সম্পূর্ণ কভারেজ নিশ্চিত করা হবে। মন্ত্রক জানিয়েছে, এর জন্য, সারা দেশে ৩০ লক্ষেরও বেশি গণনাকারী, তত্ত্বাবধায়ক এবং অন্যান্য জনগণনা কর্মকর্তাদের নিযুক্ত করা হবে।

সেনেটের ফলে স্বস্তিতে ট্রাম্প, পেলেন যুদ্ধ চালানোর ছাড়পত্র

ওয়াশিংটন, ৫ মার্চ: সেনেটের ফলে স্বস্তিতে আমেরিকার প্রেডিসেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। পেলেন যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার ছাড়পত্র। তার পরেই ট্রাম্পের দাবি, আমেরিকা এখন পশ্চিম এশিয়ায় শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে। দেশের সেনাবাহিনীর প্রশংসা করে ট্রাম্প তাদের ১০-এ ১৫ দিয়েছেন। বুধবার হোয়াইট হাউসে তিনি বলেন, 'যুদ্ধক্ষেত্রে আমরা ভালো কাজ করছি। কেউ কেউ বলছেন ১০-এ আপনি কত দেবেন? আমি বলছি ওই ১৫-র মতো।'

মার্কিন আইনসভার উচ্চকক্ষ সেনেট ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার ছাড়পত্র দিয়েছে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে। মার্কিন কংগ্রেসকে এড়িয়ে একক সিদ্ধান্তে ট্রাম্প সামরিক অভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত নিতে পারেন কি না, এই প্রশ্ন তুলেছিলেন বিরোধী দল ডেমোক্রেটিক পার্টির অনেকেই। ইরানে ট্রাম্পের সামরিক নীতির বিরুদ্ধে প্রস্তাব পেশ করা হয়েছিল। ভারতীয় সময় অনুযায়ী, ভোরে প্রস্তাবটি নিয়ে সেনেটে ভোটাভুটি হয়। প্রস্তাবের পক্ষে ভোট পড়ে ৪৭টি। বিপক্ষে ৫৩টি। অর্থাৎ, ট্রাম্পের সামরিক নীতি বহাল রাখার পক্ষেই রায় দেয় মার্কিন সেনেট।

বিজেপি নীতীশকে পুরোপুরি হাইজ্যাক করেছে: তেজস্বী

পাটনা, ৫ মার্চ: নীতীশ কুমারের রাজ্যসভায় যাওয়া নিয়ে বিজেপিকে কটাক্ষ করলেন আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব। তাঁর কথায়, বিজেপি নীতীশ কুমারকে পুরোপুরিভাবে হাইজ্যাক করেছে। বৃহস্পতিবার তেজস্বী যাদব বলেন, 'বিজেপি নীতিশ কুমারকে পুরোপুরি হাইজ্যাক করে ফেলেছে। নীতিশ কুমার বলেছেন, তিনি (রাজ্যসভা) হাউসে যেতে চান। আমরা শুরু থেকেই বলে আসছি, নির্বাচনের পর, বিজেপির লোকেরা নীতিশ কুমারকে মুখ্যমন্ত্রী পদে থাকতে দেবে না। আজ, সেই বক্তব্য সত্যি হয়েছে। জনগণের আকাঙ্ক্ষা এই ক্ষমতার পরিবর্তনের বিরুদ্ধে। যখন ২০২৪ সালে নীতিশ কুমার আমাদের জোট ত্যাগ করেন, এমনকি সেই সময়ও, আমরা বলেছিলাম যে বিজেপি জেডিইউ দলকে শেষ করে দেবে।'

রাজ্যসভা নির্বাচনের জন্য প্রার্থীতালিকা কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ: রাজ্যসভা নির্বাচনের জন্য বৃহস্পতিবার প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করেছে কংগ্রেস। সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে জারি করা এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, তেলেঙ্গানা থেকে প্রার্থী করা হয়েছে অভিষেক মনু সিংভি এবং ভেম নরেন্দ্র রেড্ডিকে। ছত্তিশগড় থেকে ফুলো দেবী নেতাম। হরিয়ানা থেকে করমবীর সিং বৌধকে রাজ্যসভা নির্বাচনের জন্য প্রার্থী করেছে কংগ্রেস। এছাড়াও হিমাচল প্রদেশ থেকে অনুরাগ শর্মাকে এবং তামিলনাড়ু থেকে এম. ক্রিস্টোফার তিলককে রাজ্যসভা নির্বাচনের জন্য প্রার্থী করেছে কংগ্রেস। বৃহস্পতিবারই রাজ্যসভায় মনোনয়ন দেওয়ার শেষদিন। এদিন ৬ আসনে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে। তাতে চমক বিশেষ নেই। আশা জাগিয়েও শেষপর্যন্ত টিকিট পেলেন না বাংলার দীপা দাশমুন্সী। বুধবার যে ৬ আসনের নাম ঘোষণা করা হয়েছে তাতে তেলেঙ্গানার একটি নিশ্চিত আসন থেকে প্রার্থী করা হয়েছে অভিষেক মনু সিংভিকে। আসলে সিংভি কংগ্রেসের জন্য ভীষণ জরুরি। দলের এবং গান্ধি পরিবারের যত আইনি জটিলতা আছে, সেগুলির নিষ্পত্তিতে কংগ্রেসের আসল ভরসা তিনিই। তেলেঙ্গানার অপর আসনটা নিয়ে সংশয় রয়েছে। যদি সেই আসনে বিআরএস প্রার্থী দেয়, তা হলে লড়াই হতে পারে। সেই আসনটির জন্য মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডির ঘনিষ্ঠ ভেম নরেন্দ্র রেড্ডিকে টিকিট দিয়েছে দল। এই তেলেঙ্গানায় কংগ্রেসকে জেতাতে বড় ভূমিকা ছিল বাংলার নেত্রী তথা এআইসিসির সাধারণ সম্পাদক দীপা দাশমুন্সীর। এবার দীপার কপালে শিকে ছিঁড়লেও ছিঁড়তে পারে বলে কেউ কেউ মনে করলেও তা হল না।

তামিলনাড়ুতে জোট শরিক ডিএমকের দয়ায় একটি রাজ্যসভা আসন পাচ্ছে কংগ্রেস। সেই আসনে টিকিট দেওয়া হয়েছে খ্রিস্টোফার তিলককে। এছাড়া ছত্তিশগড় ও হরিয়ানাতেও প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে। ছত্তিশগড় থেকে ফের টিকিট দেওয়া হয়েছে ফুলো দেবী নেতামকে। ওই আদিবাসী নেত্রী ১৩ বছর আগে নকশাল হামলার মুখে পড়েন। কিন্তু সেবার কোনওক্রমে প্রাণে বাঁচেন। ওই হামলায় একযোগে প্রাণ হারান ২৪ জন প্রথম সারির কংগ্রেস নেতা। এছাড়া হিমাচলে মুখ্যমন্ত্রী ঘনিষ্ঠ এবং হরিয়ানায় হুডা ঘনিষ্ঠদের প্রার্থী করা হয়েছে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে অসম ও রাজস্থানে কংগ্রেস আসন জয়ের জায়গায় থাকলেও এখনও প্রার্থী ঘোষণা করা হয়নি। ২৪৫ আসনের মধ্যে এই মুহূর্তে বিজেপির হাতে রয়েছে ১০৩ জন সাংসদ। এনডিএ'র সম্মিলিত আসনসংখ্যা ১৩৩। যা ম্যাজিক ফিগারের চেয়ে কিছুটা হলেও বেশি।

তবে, এবারের ভোটের পর এই সংখ্যাটা আরও অনেকটাই বাড়বে বলে আশা গেরুয়া শিবিরের। কংগ্রেস-সহ বিরোধীদের অবস্থা সংকটজনক। এই মুহূর্তে বিরোধী শিবিরের সাংসদ সংখ্যা ৭৯। এর মধ্যে ২৭টি কংগ্রেসের। তৃণমূলের ১২ এবং বিজেপির ১০ আসন রয়েছে। হিসাব বলছে, এবারের ভোটের পর এই সংখ্যাটা আরও কমে ৭৫-এ নামতে পারে। তবে কংগ্রেসের আসন দু'একটা বাড়তে পারে।

এমন ভারত তৈরি করতে হবে যা বিশ্বের কল্যাণ করবে: ভাগবত

জেতালপুর, ৫ মার্চ: এমন একটি ভারত তৈরি করতে হবে যা বিশ্বের কল্যাণ করবে, এই মন্তব্য করলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের (আরএসএস) সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত। বৃহস্পতিবার গুজরাতের জেতালপুরে এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, 'বর্তমান পরিস্থিতিতে, সমগ্র বিশ্বকে পথ দেখানোর দায়িত্ব ভারতের ওপর আসবে। আমরা এটি এড়াতে পারি না, আজ হোক বা কাল হোক, আমাদের তা গ্রহণ করতে হবে। বিশ্বের অনেক সমস্যার উত্তর নেই, এবং আমাদের সেগুলি প্রদান করতে হবে।'

মোহন ভাগবত আরও বলেন, 'আমাদের অবশ্যই এগিয়ে যেতে হবে, একে অপরকে সমর্থন করতে হবে এবং এমন একটি ভারত গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করতে হবে যা সমগ্র বিশ্বকে সৃষ্টির কল্যাণের জন্য পরিচালিত করবে। এটি জরুরি ভিত্তিতে অর্জন করা উচিত। অতএব, আমরা একসাথে দেখা এবং এগিয়ে যেতে থাকব। আমি এই সংকল্প প্রকাশ করছি।'

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
৯৮৩১৯১৯৭৯১

NOTICE

E.E Berhampore Division –I, PWD invites OFF-LINE SHORT NOTICE INVITING QUOTATION NO.- 07 OF 2025-2026 for the work of ANNEXURE-II – A
Name of works –
MATTER TO BE PUBLISHED
1. Emergent erection of temporary structure for providing logistic supports and accommodation of CAPF at several locations of Suti Police Station under Jangipur Police District in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under Berhampore Division - I, P.W.Dte.
2. Emergent erection of temporary structure for providing logistic supports and accommodation of CAPF at several locations of Farakka Police Station under Jangipur Police District in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under Berhampore Division - I, P.W.Dte.
3. Emergent erection of temporary structure for providing logistic supports and accommodation of CAPF at several locations of Raghunathganj Police Station under Jangipur Police District in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under Berhampore Division - I, P.W.Dte.
4. Emergent erection of temporary structure for providing logistic supports and accommodation of CAPF at several locations of Samsherganj Police Station under Jangipur Police District in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under Berhampore Division - I, P.W.Dte.
5. Emergent erection of temporary structure for providing logistic supports and accommodation of CAPF at several locations of Sagardighi Police Station under Jangipur Police District in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under Berhampore Division - I, P.W.Dte.
OFF-LINE SHORT NOTICE INVITING QUOTATION NO.- 07 OF 2025-2026
The detailed schedule of all items of works will be available in the office of the Executive Engineer, PWD, Berhampore Division –I. Last date and time for receipt of application for Quotation documents on **07/03/2026 upto 01.00 PM.**

QUOTATION FOR PURCHASE OF NEW GOLF CART FOR HOUSING SOCIETY

Quotation is required for purchase a premium 6 (six)- seater electric golf cart with main specifications: 1) 4 KW DC motor. Type: BLDC/PMSM, make: Daitai, 2) Lithium ion batteries (Typically 60V, 100 Ah) for extended range, 3) Pay Load: 800 kg, 4) Radial tyres, suitable for plying on concrete surfaces, 5) Specifically capable to ply on steep slopes of about 40° angle of extended length, 6) Accessories: Removable side canopy to prevent water ingress during rainy season, Quotation should be mailed to: **prayagnewkolkata@gmail.com** Or Post to: **Prayag Association of Apartment Owners, New Kolkata Prayag, 449/A/2 GT Road, Mahesh, Srirampur, Hooghly- 712202.** Last date of dropping of Quotation : **15th March 2026 up to 09:00 pm.**

KANCHRAPARA MUNICIPALITY
NOTICE
The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No 3931, Dt. 27/02/2026** for Cleaning and shifting of existing legacy waste from our Municipal solid waste processing plant site, Ward No- 12 under Jurisdiction of Kanchrapara Municipality, **Tender ID: 2026_MAD_1018194_ 1,** Last Date of Bid Submission **19/03/2026 at 11.00 Hrs.**
Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

পূর্ব রেলওয়ে
ই-টেন্ডার নং ঃ ২৯৪_২০২৫-২৬, তারিখ ০২.০৩.২০২৬। সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/সি/হাওড়া, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেল স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ **সিনিয়র ডিইএন/এইচকিউ/হাওড়ার** অধীনে নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/ [illegible]
দ্রষ্টব্য ঃ আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল) ওয়েবসাইটে আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য ইএমডি হিসেবে ফিক্সড্ ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর) অনুমোদন করা হবে না। ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (HWH-661/2025-26)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই-কেবল-এএসটিই-বিডব্লুএন-২৬, তারিখ ০২.০৩.২০২৬। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া রেলওয়ে স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ এক প্যাকেট ব্যবস্থায় নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। কেবল বন্ধের তারিখ ও সময় পর্যন্তই ডাকদাতারা তাদের মূল/সংশোধিত বিড জমা দিতে পারবেন। এই টেন্ডারের জন্য ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং কোনো ম্যানুয়াল অফার জমা হলে তা অগ্রাহ্য হবে। **কাজের নাম ঃ** হাওড়া ডিভিশনে এসটিই-বর্ধমান শাখায় বয়স তথা অবস্থার ভিত্তিতে সিগন্যালিং কেবলের প্রতিস্থাপন। **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ৮,৯০,৬৮,০০৪.৩৩ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ৫,৯৫,৪০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০.০০ টাকা। **বিডিং শুরুর তারিখ ঃ** ১৬.০৩.২০২৬। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** ১২ মাস। **অফারের বৈধতা ঃ** ৬০ দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ৩০.০৩.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টায়। **টেন্ডার আপলোডিং-এর তারিখ ও সময় ঃ** ০২.০৩.২০২৬ তারিখ বিকাল ০৫.৪৪ মিনিটে।
(HWH-670/2025-26)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এসজি.টেন্ডার/ডিএসটিই/এসডিএএইচ/৬০৫, তারিখ ২৭.০২.২০২৬। সিনিয়র ডিএসটিই, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নরূপ কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। [illegible]
(SDAH-428/2025-26)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

BONGAON MUNICIPALITY
1. Construction of Public Toilet. 2. Construction of surface drain.
Tender reference: WBMAD/NIeT/352/BM/2025-26/APAS
Date: 05.03.2026
Tender ID: 2026_MAD_5013333_1, 2026_MAD_5013333_2
1. Bid Submission Start date- **05.03.2026 at 18.55.** 2. Prebid meeting date- **10.03.2026 at 12.00.** 3. End date- **20.03.2026 at 17.00.** 4. Bid opening date- **23.03.2026 at 17.00.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality.

BONGAON MUNICIPALITY
Construction of C.C. Road starting from Amit Shil to Tarun Saha house, in ward no. - 05, under Bongaon Municipality.
Tender reference: WBMAD/NIeT/101/BM/2025-26/PWD/D 3RD CALL
Date: 05.03.2026
TENDER ID: 2026_MAD_5012353_1
1. Bid Submission Start date- **05.03.2026 at 18.55.** 2. Prebid meeting date- **09.03.2026 at 14.00**. 3. End date- **12.03.2026 at 18.55**. 4. Bid opening date- **14.03.2026 at 18.55.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality.

KANCHRAPARA MUNICIPALITY
NOTICE
The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No 3930, Dt. 27/02/2026** for Supply, Fitting & Fixing of LED Street Lights (90Watt) in Poles at Different Roads & Places' within Kanchrapara Municipal Area, **Tender ID: 2026_MAD_1018099_1,** Last Date of Bid Submission **19/03/2026 at 11.00 Hrs.**
Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
Asansol Office: Vivekananda Sarani, (Sen-Raliegh Road), Near Kalyanpur Housing Road, Asansol - 713305
E-NIT No.- 55 of 2025-2026 Sl. No. 6 Dated 24.11.2025 & 71 of 2025-2026 Dated 16.01.2026 Sl. No. 2 & 3
Last date of Submission the above mention tender has been extended on 13.03.2026 at 16:00 hrs. and will be opened on 16.03.2026 at 14:00 hrs. All others terms and condition will remain unchanged.
Sd/- E.E.(Civil), ADDA, Asansol

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)
N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-83/2025-26 Dated 13.02.2026
Time Extension Notice
The Last date of online submission has been extend up to 06.03.2026 in place of 02.03.2026 for **(1)** Tender ID No. 2026_ADDA_1006077_1. For other details visit our website **www.addaonline.in** or **http://wbtenders.gov.in** or contact Exe. Engr.(Civil.) ADDA.
Sd/- Exe. Engr. (Civil), ADDA

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা
প্রিন্সিপাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার, মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **কাজের নাম ঃ** "মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার ৬০ কেজি নতুন রেল সহ কেএনএপি(বাদে) কিমি (-)০.৯ থেকে কেকেভিএস (সহ)-এর কিমি ২৫.৩৩ পর্যন্ত আপ ও ডাউন লাইনে মেট্রো রেলওয়ে কলকাতার ব্যালাস্টবিহীন ট্র্যাকের জন্য আনুপূর্বিক রেল সংস্কার"। **কাজের আনুমানিক মূল্য ঃ** ৪,২০,০৫,৬১৯.৮৪ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৩,৬০,০০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১২ (বারো) মাস। **বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ৩১.০৩.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২টা। টেন্ডার নথি ও অন্যান্য বিশদ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। যদি কোনো পরিমার্জনা/সংশোধনী, থাকে তবে সেটি কেবলমাত্র ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে।
সংক্ষিপ্ত ই-টেন্ডার নোটিস নং. ঃ সিভিল-২৫৬৫-২০২৬-(ওপেন)
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)
N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-78/25-26 (Sl. 1 & Sl. 2) Dated 06.02.2026
Time Extension Notice
The Last date of online submission has been extend up to 06/03/2026 in place of 02/03/2026 for 2 (Two) **(1) Tender ID No. 2026_ADDA_1000828_1 (2) Tender ID No. 2026_ADDA_1000852_1**. For other details visit our website **www.addaonline.in** or **http://wbtenders.gov.in** or contact Exe. Engr.(Civil), ADDA.
Sd/-
Exe. Engr. (Civil), ADDA

ULUBERIA MUNICIPALITY
TENDER NOTICE
Notice Inviting e-Tender No.- WBMAD/UM/1001/e-Tender/2025-26 Dated: 05.03.2026, WBMAD/UM/1002/e-Tender/2025-26 Dated: 05.03.2026,
(Replacement of Conventional Light to LED Street Light & Construction of Concrete road, & Bullah Pilling in different ward under Uluberia Municipality.)
Details are available in the **www.wbtender.gov.in**
Sd/- Executive Officer,
Uluberia Municipality

খড়গপুর ডিভিশনে পার্কিং চুক্তির জন্য ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি
ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি নং: সিওএম/জি-৩০/২/পার্কিং/সিপিআরও/২৬/০৪ তারিখ-০২.০৩.২০২৬
ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে, সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, খড়গপুর ডিভিশন, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, মেদিনীপুরে চার চাকার পার্কিং, মৌরিগ্রাম, খড়গপুর (দক্ষিণ/২), বড়োগাছিয়া, গিধনি, গিরিময়দান (উত্তর), বেনাপুর, পাঁতিহাল ও পাঁশকুড়া (দক্ষিণ/১) -এ দুই চাকার পার্কিং এবং কলাইকুন্ডায় মিশ্র পার্কিং-এর জন্য পার্কিং লটের জন্য নিলামের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। **নিলাম ক্যাটালগ নং: পার্কিংকেজিপি-২৬-৪, নিলামের তারিখ:** ১২.০৩.২০২৬, **নিলাম শুরুর সময়:** ১১:০০ টায় এবং **বন্ধের সময়:** ১৩:০০ টায়, যা **https://www.ireps.gov.in/**ওয়েবসাইট-এ অবহিত করা হয়েছে। আগ্রহী পক্ষ এবং ঠিকাদারদের এটি লক্ষ্য রাখতে হবে এবং ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য এবং সম্পর্কিত তথ্যের জন্য উপরে উল্লিখিত ওয়েবসাইটটি দেখতে হবে। কোনও জিজ্ঞাসা/স্পষ্টীকরণের জন্য, অনুগ্রহ করে নিম্নস্বাক্ষরকারীর অফিসে যোগাযোগ করুন।
(PR-1261) **সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার/খড়গপুর**
দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে রেল পরিষেবা

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন:০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন বায়োস্কোপ

‘আবার প্রলয়ের’ পুরনো স্বাদ ফেরাল

‘আবার প্রলয় সিজন টু’

শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়

সম্প্রতি জি৫ এ মুক্তি পেয়েছে রাজ চক্রবর্তী পরিচালিত ওয়েব সিরিজ ‘আবার প্রলয় টু’। এই ওয়েব সিরিজটি জমজমাট অ্যাকশনে ভরা টানটান উত্তেজনাময় কমার্শিয়াল ক্রাইম ওয়েব সিরিজ। ওয়েব সিরিজটি ‘আবার প্রলয়ের’ সিকুয়েল। এখানে গল্প সেখান থেকেই শুরু হয় যেখানে ‘আবার প্রলয়’ তে গল্প শেষ হয়েছিল। এখানে কাহিনী শুরু হয় বোম ব্লাস্টের মাধ্যমে। সুন্দরবন থেকে ফেরার পথে অনিমেষ দত্ত এবং তার সহকারি অফিসার বিতান নৌকায় বোমা বিস্ফোরণের মুখে পড়ে, তার ফলে তাদের অনেক দিন প্রায় মৃত্যুর সাথে লড়াই করে হাসপাতালে পড়ে থাকতে হয়। এরপরও অনিমেষ দত্ত পারিবারিক চাপে আর তার পুলিশের চাকরিতে প্রত্যাবর্তন করে না। এদিকে রানাঘাট, ব্যারাকপুর ও অন্যান্য জায়গায় সোনার দোকানে ডাকাতি ও খুন শুরু হয়। আস্তে আস্তে এই ডাকাতির ঘনঘটা খুব বেড়ে যায়। ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ ডিপার্টমেন্ট আবার তদন্ত শুরু করে এই ডাকাত দলকে এবং দলের মাথাকে পাকড়াও করার জন্য। তদন্তে নেমে তারা জানতে পারে এই ডাকাত দলটি ‘নেতাজি’ নাম নিয়ে ডাকাতি করছে এবং এদের ধরা অত্যন্ত কঠিন। অবশেষে আবারো অনিমেষ দত্তকে ফিরিয়ে আনার প্রস্তাব করা হয় এবং অনিমেষ দত্তকে তার পরিবারকে রাজি করিয়ে ফিরিয়ে আনা হয়। তাকে দায়িত্ব দেয়া হয় যে ‘নেতাজি’ দলকে খুঁজে বের করে এর মাথাটাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য এবং দলটিকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য। অনিমেষ দত্ত একটি আলাদা সেটআপ করে কয়েকজন থানার পুলিশ অফিসার ও তার সহকর্মীদের নিয়ে। শুরু হয় তাদের তদন্ত এবং শত্রু নিধন। অনিমেষ কি পারবে শত্রু নিধন করে ‘নেতাজি’ দলের মাথাকে ধরতে? ছবিটিতে গরম গরম সংলাপ এবং মুখরোচক ডায়লগ রয়েছে যা দর্শকদের আকর্ষণ করতে সক্ষম। চিত্রনাট্য এবং সংলাপ বুনন এই ওয়েব সিরিজটির গল্পটিকে সঠিক মাত্রা দিয়েছে যেটা দর্শকদের কাছে খুবই মনোগ্রাহী হয়ে উঠেছে। এই সিরিজে অভিনয় করতে দেখা গিয়েছে শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়, জুন মালিয়া, খরাজ মুখার্জি, দেবাশীষ মন্ডল, রোহন ভট্টাচার্য, অনুজয় চ্যাটার্জী, সোহিনী সেনগুপ্ত, ওম সাহানি, সৌরশেনী মৈত্র, এবং পার্থ ভৌমিক সহ অন্যান্যদের। ক্রাইম ব্রাঞ্চের স্পেশাল অফিসারের চরিত্রে শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় তুখোড়। তার অসাধারণ অভিব্যক্তি এবং বডি ল্যাঙ্গুয়েজ বরাবরের মতো এই ওয়েব সিরিজেও দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করেছে। ওসি গণেশের চরিত্রে খরাজ মুখার্জির অভিনয় বেশ সাবলীল। তার অভিনয়ে একটা হাস্যরস উপলব্ধি করা গেছে, যা দর্শকদের মনসংযোগ কে ছিন্ন হতে দেয়নি। অনিমেষ দত্তর সহকারী হিসেবে দেবাশীষ মন্ডল, সৌরশেনী মৈত্র, রোহন ভট্টাচার্য এবং পার্থ ভৌমিকের অভিনয়ও ছিমছাম অথচ দৃষ্টিনন্দন। ডাকাতের ভূমিকায় অনুজয় চট্টোপাধ্যায় অতুলনীয় অভিনয় করেছে তার এক্সপ্রেশন অনেকের অভিনয় কে ছাপিয়ে গিয়েছে। ওম সাহানির অভিনয়ও ডাকাত হিসেবে কিছু কম যায়নি। অনিমেষ দত্তর স্ত্রী হিসেবে জুন মালিয়ার অভিনয় প্রত্যেকবারের মতো এবারেও বাস্তবোচিত। কনস্টেবল এর চরিত্রে সোহিনী সেনগুপ্তের অভিনয় যথাযথ। তিনি যে অসাধারণ মানের চরিত্রাভিনেত্রী সেটা তিনি তার অভিনয় দিয়ে বারবার বুঝিয়ে দিয়েছেন। সিরিজটির শেষ দিকে আইটেম গানে শ্রাবন্তী চ্যাটার্জির দুর্ধষ নাচ এন্টারটেইনমেন্ট সৃষ্টি করতে যথেষ্ট সক্ষম। সবশেষে পুলিশ হিসেবে শুভশ্রীর আগমন এবং তার দুর্দান্ত একশন ও ডায়লগ ওয়েব সিরিজটিকে একটা নতুন মাত্রা দিয়েছে।

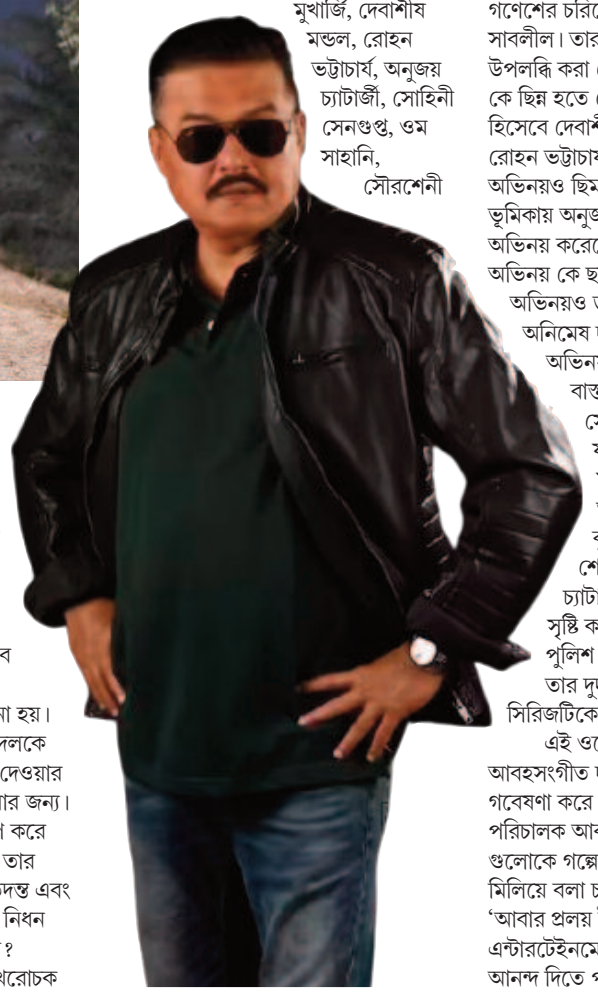

এই ওয়েব সিরিজটির নেপথ্য এবং আবহসংগীত দুর্দান্ত। বলাই বাহুল্য অগাধ গবেষণা করে প্লটের সাথে মানানসই হিসেবে পরিচালক আবহসংগীত এবং স্পেশাল এফেক্ট গুলোকে গল্পে প্রতিস্থাপন করেছেন। সব মিলিয়ে বলা চলে আগের সিজনের মতো ‘আবার প্রলয় টু’ও একটি একশন ড্রামা যেটি এন্টারটেইনমেন্টে ভরপুর এবং দর্শকদের আনন্দ দিতে পুরো মাত্রায় সক্ষম।

‘মন্টু পাইলট থ্রী’

ফের রেড লাইট এরিয়ার প্রেম ও বাস্তবতা

শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়

রেড লাইট এরিয়ার গল্পের আবারো উত্থান ঘটেছে ‘মন্টু পাইলট সিজন থ্রী’ এর মাধ্যমে। সম্প্রতি হইচইয়ের প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পেয়েছে পরিচালক দেবালয় ভট্টাচার্যের ‘মন্টু পাইলট থ্রী’। সিজন ১ ও ২ এর পরের পরের সিক্যুয়েল থ্রী। এই সিজনে গল্প শুরু হয়েছে বেশ কয়েক বছর পর থেকে। এখানে দেখা যাচ্ছে মন্টু পাইলট তার দালালি ছেড়ে দিয়েছে। নীলকুঠি প্রায় বন্ধের মুখে এবং নীল কুঠির বদলে জাহাঙ্গীর নামে এক দেহ ব্যবসায়ী অন্যত্র নাফাজ মঞ্জিল নামে এক স্থানে চালু করেছে দেহ ব্যবসার ঘাঁটি। এই ঘাঁটি নাকি নীলকুঠির থেকেও বেশি রমরমিয়ে চলছে। মন্টু পাইলট চলে যাওয়ায় আগের মত নেই সেই দালালি করার উগ্রতা এবং মারকাটারি ভাব। বহু বছর আগে মন্টু পাইলট নীলকুঠি ছেড়ে দিয়ে তার প্রিয়তমা ভ্রমরকে নিয়ে ফুড ডেলিভারি বয় এর কাজ করে সংসার পেতেছিল। সেই ভ্রমর হঠাৎই নাকি মারা যায়। তারপর মন্টু পাইলট আর ফেরেনি নীলকুঠিতে তার ব্যথার শহরে। জাহাঙ্গীরের তদবিরে আবার মন্টু পাইলটকে ফিরিয়ে আনা হয় নতুন দেহ ব্যবসার ঘাঁটিতে। মন্টু পাইলট শুরু করে জাহাঙ্গীরের দেহ ব্যবসার ঘাঁটির দালালির কাজ। বিভিন্ন মেয়েদের হোটেল অব্দি পৌঁছে দেওয়া, ব্যবসার সুযোগ করে দেওয়া থেকে শুরু করে তাদের সমস্ত কাজকর্ম মন্টু পাইলট করে দেয়। সেখানে একদিন ঘুমানোর সময় তার স্বপ্নে আসে মৃত ভ্রমর। সকালবেলা উঠে মন্টু দেখতে পায় ভ্রমর যে নীল শাড়িটা পড়ে গতকাল রাতে এসেছিল সেই শাড়িটাই বাইরের বারান্দায় ঝুলছে। মন্টুর এই ধরনের আচরণ দেখে জাহাঙ্গীর বুঝতে পারে যে মন্টুর মনের ব্যথাটা। জাহাঙ্গীর শ্রাবণী নামে একটা মেয়েকে মন্টুর সামনে এনে দাঁড় করায় যাকে দেখতে হুবহু ভ্রমরের মতো। মন্টুকে শ্রাবণীর পাইলট বানিয়ে দেয়। মন্টু শ্রাবণীকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতে শুরু করে যে এই হচ্ছে তার হারিয়ে যাওয়া ভ্রমর। শ্রাবণীর জন্য নিজের ওয়াফাদারি দেখাতে মন্টু জাহাঙ্গীরের থুতু চাটতেও বাধ্য হয়। হয়ে যায় ওয়াফাদার এবং থুতু চাটা মন্টু। শ্রাবণীই কি ভ্রমর? মন্টু কি পারবে আবার শ্রাবণীকে তার পুরনো কথা মনে করিয়ে তার সাথে ঘর বাঁধতে?

এই ছবিতে অভিনয় করতে দেখা গিয়েছে সৌরভ দাস, সোলাঙ্কি রয়,পার্ন মিত্র, চান্দ্রেয়ী ঘোষ, কৌশিক মুখার্জি সহ অনেককে। মন্টু পাইলট হিসেবে সৌরভের অভিনয় আগের দুটো সিজনের মতোই স্বচ্ছ এবং পরিপাটি। জাহাঙ্গীরের ভূমিকায় কৌশিক মুখার্জির অভিনয় বেশ আটোসাটো। তার অভিনয়ে একটা গাম্ভীর্যতা রয়েছে যেটা সকলের থেকে আলাদা। বিবিজানের চরিত্রে চান্দ্রেয়ী ঘোষ এর অভিনয় আগের মতোই উজ্জ্বল। তার অভিনয় দেখেই বোঝা যায় যে তিনি নিজের অভিনয় নিয়ে অনেক কাটাছেঁড়া করেছেন। কালিন্দীর চরিত্রের পার্ণ মিত্রের অভিনয় যথাযথ। শ্রাবণীর চরিত্রে সোলাঙ্কির অভিনয়ে বেশ নতুনত্ব পাওয়া যায়। এই সিজন সাতটা এপিসোটেড বিভক্ত যেগুলোর নাম হলো ওয়াফাদারি, নীল শাড়ি, শ্রাবণীর পাইলট, ফিরে যাওয়া, জোনাকি, বিপদ সীমা এবং শেষ গুলি। পরিচালকের মুন্সিয়ানা এই সিজনে প্রতি পদে পদে প্রমাণিত হয়েছে প্রত্যেকটি প্লটের অসাধারণ বুননের ফলে। সংলাপ এবং সিনেমাটোগ্রাফি বেশ টান টান ও উত্তেজনাময়। অমিত মুখার্জির পরিচালনায় ঈশান মিত্রের গাওয়া গান ‘আমরা সবাই’ অত্যন্ত শ্রুতি মধুর ও মর্মস্পর্শী হয়েছে।পরিশেষে বলা যায় যে ‘মন্টু পাইলট সিজন থ্রী’ দুঃখ বিজড়িত প্লটের উপর নির্মিত রেড লাইট এরিয়ার বাস্তব ঘেসা একটি ওয়েব সিরিজ যা দর্শকদের সামনে সত্যটা তুলে ধরেছে।

অক্ষরের ক্যাচে ফিরল কপিলের স্মৃতি, বুমরাহ-সঞ্জুর দাপটে ফাইনালে ভারত

সব্যসাচী বাগচী

রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ে নতজানু ইংল্যান্ড !

২৫ জুন ১৯৮৩। মদন লালের শর্ট বলকে হুক করতে গেলেন ভিভ রিচার্ডস। টাইমিং ঠিক হল না। ডিপ স্কোয়ার লেগের দিকে প্রায় ২৫ গজ দৌড়ে ক্যাচটা লুফেছিলেন অধিনায়ক কপিল দেব। সেই ক্যাচের সুবাদে প্রথমবার বিশ্বকাপ জিতেছিল ভারত। আর এবার এমনই দুটি ক্যাচ ভারতের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে তুলতে অনেকটা সাহায্য করল! জেকব বেথেল শতরান করে ভারতের কাঁপুনি ধরালেও লাভ হল না। রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে মাত্র ৭ রানে জিতে মেগা ফাইনালে চলে গেল টিম ইন্ডিয়া। যদিও বোলিং ও ব্যাটিং নিয়ে রেখে গেল একাধিক প্রশ্ন।

৪৩ বছর পর যেন দেখা গেল সেই ক্যাচের রিমেক। তফাৎ ফরম্যাট, বলের রঙ, ভেন্যু এবং বিপক্ষ দল বদলে গিয়েছে। এবার কপিল দেবের মতোই কঠিন কাজটা অতি সহজে করে দেখালেন অক্ষর প্যাটেল। জসপ্রীত বুমরাহ সবেমাত্র হাতে বল নিয়েছেন। তাঁর প্রথম বলেই মারতে গেলেন হ্যারি ব্রুক। টাইমিং ঠিক হল না। বল গেল আকাশের দিকে। ক্যামেরা ধরল অক্ষরকে। তিনিও কপিলের মতো উল্টোদিকেই দৌড়ে যাচ্ছেন। দুই চোখ বলে দিকে। এবং শেষ পর্যন্ত ক্যাচ। হ্যারি ব্রুক আউট।

ইংল্যান্ডের ডু অর ডাই পরিস্থিতি। ওরা তো শুরু থেকেই চালিয়ে খেলবে। সেটাই তো স্বাভাবিক। ভারতের বোলাররাও বুঝিয়ে দিল, ‘তোমরা যতই মারো। শেষ হাসি আমরাই হাসব।’ বরুণ চক্রবর্তী (৪-০-৬৪-১) অর্শদীপ সিংরা (৪-০-৫১-১) যতই রান দেন, জসপ্রীত বুমরাহ (৪-০-৩৩-১) তো আছেন। তিনি সূর্য কুমার যাদবের কাছে এবারও ত্রাতা হিসেবে দেখা দিলেন। নাহলে ৯৫ রানে ৪ উইকেট চলে যাওয়ার পরেও জ্যাকব বেথেল ও উইল জ্যাকসের রান তোলা দেখে মনে হচ্ছিল, ম্যাচ রিপোর্ট আগাগোড়া না বদলে ফেলতে হয়। তেমনটা হয়নি। কারণ আবার দুরন্ত ক্যাচ ধরলেন অক্ষর। অর্শদীপ নাগাড়ে ওয়াইড করে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলেন। তাঁর এমনই অফ স্টাম্পের বাইরে যাওয়া বলকে এক্সট্রা কভারে উপর দিয়ে গ্যালারিতে ফেলতে চেয়েছিলেন ফিল জ্যাকস। কিন্তু প্রায় ১৫ মিটার দৌড়ে এসে প্রায় ছক্কা হতে চলা বলকে লুফেই পাশে থাকা শিবম দুবের হাতে ছুড়ে দিলেন। জ্যাকস আউট হতেই স্বস্তি পেল ভারতীয় দল।

তবে জ্যাকব বেথেল হাল ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নন। এবার স্যাম কারেনকে নিয়ে লড়াই চালালেন। রেকর্ড রান চেজ করতে নেমে দুরন্ত শতরানও করলেন জ্যাকব বেথেল (৪৮ বলে ১০৫)। কিন্তু লাভ হল না। হার্দিক তাঁকে রান আউট করতেই ভারতের জয় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল।

হয়তো ক্রিকেট দেবতাও ভারতকেই ফাইনালে দেখতে চেয়েছিলেন। না হলে যে সঞ্জু ‘দৈত্য’ স্যামসনের ব্যাটিং ঝড় যে আরব সাগরে মিশে যেত!সঞ্জু হলেন দ্বিতীয় গ্রহের লড়াকু মানুষ। মধ্যবৃত্ত সম্প্রদায়ের। যারা একটা সময় পর্যন্ত মার খাবে। কিন্তু ব্যাপারটা চরমে উঠলে পাল্টা দিতেও কুণ্ঠাবোধ করবে না! শুধু তো ‘দৈত্য’ স্যামসনের ঝড় নয়। বাকিরাও ইংল্যান্ডকে নিয়ে ছেলেখেলা করল। ফলে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ২৫৩ রান তুলতে ভারতকে বেগ পেতে হল না।

ইডেন গার্ডেন্সের পর এবার ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম। ওয়েস্ট ইন্ডিজের পর এবার ইংল্যান্ড। সঞ্জু স্যামসন কোন আতঙ্কের নাম সেটা বিপক্ষ দল খুব বুঝে গিয়েছে। ভার্চুয়াল কোয়ার্টার ফাইনালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে মাত্র ৫০ বলে অপরাজিত ৯৭। বৃহস্পতিবার আরব সাগরের তীরের মুম্বইতে ঠিক যেন সেখান থেকেই শুরু করেছিলেন। এবার হাতে অনেকটা সময় ছিল। অনায়াসে নিজের কেরিয়ারের কথা ভেবে ধীরেসুস্থে টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে তাঁর চতুর্থ শতরান সেরে ফেলতেই পারতেন।

কিন্তু না, সঞ্জু যে মধ্যবিত্ত। তিনি যে রাহুল দ্রাবিড়ের ছাত্র। রোহিত শর্মা তাঁর আইডল। তাই তাঁর কাছে ব্যক্তিগত সাফল্য নয়, সবার আগে দল। তাই তো নিজের দিকটা না ভেবেই ১৪তম ওভারের প্রথম বলটাই ফিল জ্যাকসকে তুলে মারতে গেলেন। তবে এবার বল গ্যালারি পর্যন্ত গেল না। ফিল সল্ট ক্যাচ ধরতেই ৪২ বলে ৮৯ রানে থামলেন সঞ্জু। ২১১.৯০ স্ট্রাইক রেট বজায় রেখে গড়া এই দাপুটে ইনিংসে ছিল ৮টি চার ও সাতটি ছক্কা। তাই গাড়ওয়াড়ে প্যাভিলিয়নের দিকে ফেরার সময় শুধু সতীর্থ ও সাপোর্ট স্টাফরা স্টান্ডিং ওভেশন দিল না, গোটা ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের গ্যালারি উঠে দাঁড়াল।

২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ থেকে ৫ মার্চ ২০২৬। এক বছর এক মাস তিন দিনের ব্যবধানে অভিষেক শর্মার কেরিয়ারে এমন পতন নেমে আসবে কেউ ভাবতেও পারেনি! সেই রাতেও এই ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে অভিষেক নেমেছিলেন। প্রতিপক্ষ ছিল ইংল্যান্ড। টিম ইন্ডিয়ার ওপেনার ছিলেন রুদ্র মেজাজে। মাত্র ৫৪ বলে করেছিলেন টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে নিজের সর্বোচ্চ ১৩৫ রান করেছিলেন অভিষেক। এবারও সেই একই প্রতিপক্ষ। ভেন্যু সেই ওয়াংখেড়ে। তবে সময়ের সঙ্গে অভিষেকও বদলে গিয়েছেন। ‘স্লগার’ হিসেবে সোশ্যাল মিডিয়াতে ট্রোল হওয়া অভিষেক আত্মবিশ্বাস হারিয়েছেন। নিজের উইকেটের মূল্য বোঝেন না। অহেতুক ব্যাট চালাতে গিয়ে দলকে ফেলেন সমস্যায়।

যদিও শুধু সঞ্জু নন। ঈশান কিশানের কথাও বলতে হবে। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে খেলার সুবাদে এই পিচ ও মাঠকে খুব ভালভাবে জানেন ঈশান। তিনিও আক্রমণ করলেন। ১৮ বলে ৩৯ রানে আদিল রাশিদের বলে আউট হওয়ার আগে ইংরেজদের চাপে রেখেছিলেন।

চার নম্বরে ব্যাট করতে এসে শিভম দুবেও নিজের হোম গ্রাউন্ডে আরও একবার বোঝালেন কেন টিম ম্যানেজমেন্ট কুলদীপ যাদবের মতো ম্যাচ উইনারকে ম্যাচের পর ম্যাচ বসিয়ে তাঁকে খেলাচ্ছে। এবারের কাপ যুদ্ধে একাধিক মারকুটে ইনিংস খেলেছেন শিবম। সেমি ফাইনালের এই বিস্ফোরক ইনিংস ছিল অনবদ্য। তবে ২৫ বলে ৪৩ রানে দুর্ভাগ্যজনক ভাবে রান আউট না হলে, এই ইনিংস আরও বড় হতেই পারত। হার্দিক পান্ডিয়ার ভুলের খেসারত দিতে হল শিবমকে।

শিবম ফিরলেও, শেষ বেলায় জফ্রা আর্চারকে নিয়ে ছেলেখেলা করলেন তিলক ভার্মা। ৭ বলে ২১ রানে ফেরার সময় আর্চারকেই তিনটি ছক্কা মারলেন। শেষ ওভারে আগুন ঝরালেন হার্দিক। তিনিও রান আউট হলেন। তবে আউট হওয়ার আগে হার্দিকের ব্যাট থেকে এল ১২ বলে ২৭ রান। ফলে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ২৫৩ রান তুলে দিল ভারত। যা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ইতিহসে সর্বোচ্চ রান।

বাকি কাজটা বুমরাহের স্পেশাল স্কিল, অনেক বছর পর্যন্ত মনে রাখার মতো অক্ষরের দুটি ক্যাচ। সঙ্গে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠার আগেই টম ব্যান্টনের উইকেট। ফলে দুই ইংরেজ ব্যাটার চোখে চোখ রেখে লড়াই করলেও, সাহেবদের খালি হাতে ফিরতে হল। কারণ স্কোরবোর্ডে লেখা ছিল, ইংল্যান্ড ২৪৬ রানে ৭ উইকেট! অর্থাৎ মাত্র ৭ রানে জিতল ভারত!

এবার কাপ যুদ্ধের লড়াই। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালের মতো এবারও কি নিউজিল্যান্ড উড়ে যাবে? নাকি মিচেল সেন্টনারের দুই ওপেনার ফিন অ্যালেন ও টিম সেইফার্ট আবার ঝড় তোলার অপেক্ষায় রয়েছেন? আহমেদাবাদে কার জন্য একগাল হাসি অপেক্ষা করছে, সেটা তো সময় বলবে।

তবে ফাইনালের আগে কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর খুঁজে রোগ ভারতকে সারাতেই হবে।

এক) অভিষেক শর্মাকে কি এখনও বয়ে বেড়াবে?

দুই) সুপার এইট থেকে সেমি ফাইনাল, বরুণ চক্রবর্তীর এত খারাপ বোলিংয়ের কারণ?

তিন) অধিনায়ক সূর্য কুমার যাদব আর কবে নক-আউট ম্যাচে রান করবেন?

গোয়ার বিরুদ্ধে পয়েন্ট হাতছাড়া হলেও চিন্তিত নন কোচ অস্কার

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবারের আইএসএলে স্বপ্নের মতো শুরু করেছিল ইস্টবেঙ্গল। প্রথম দুই ম্যাচে জয়, তারপরই ছন্দে ব্যাঘাত ঘটে ইস্টবেঙ্গলের। জামশেদপুরের কাছে হারের পর বৃহস্পতিবার এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে গোলশূন্য ড্র। যুবভারতী থেকে পয়েন্ট নিয়ে ফিরতে পারল না অস্কার ব্রুঁজোর ছেলেরা।

ম্যাচের শুরু থেকেই গোলের একাধিক সুযোগ তৈরি করেও জালে বল জড়াতে ব্যর্থ ইস্টবেঙ্গলের ফুটবলাররা।*ম্যাচের মাঝেই এদিন মাঠে ঢুকে পড়ে সারমেয়। তার মধ্যেই অবশ্য চলছিল খেলা। ম্যাচের আগের দিন সাংবাদিক সম্মেলনে বিকেল পাঁচটার সময় নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন ইস্টবেঙ্গল কোচ। পাশাপাশি রোজা রাখার জন্য খেলোয়াড়রা ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন, এই কথাও বলেছিলেন তিনি। এদিনও ম্যাচে তেমনটাই হল। ইউসেফ এজ্জেজারি সহ বাকি আক্রমণ ভাগ নিষ্প্রভ। বিপিনের ক্রস থেকে সহজ গোলের সুযোগ নষ্ট করলেন ইউসেফ। মিগুয়েলও ছন্দে ছিলেন না। এফসি গোয়ার হয়তো বাধাধরা জয় হাতছাড়া হল। বরিসের শট পোস্ট লেগে ফিতে আসে। এই ড্র লিগে অনেকটাই পিছনে ফেলে দিল লাল-হলুদ ব্রিগেডকে। দ্বিতীয়ার্ধে এডমুন্ড লালরিন্ডিকাকে তুলে নামানো হয় অ্যান্টন সজবার্গকে। নাওরেম মহেশের জায়গায় নাম্বন পিভি বিষ্ণু। তবুও ইস্টবেঙ্গলের খেলায় খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। ৮২ মিনিটে আনোয়ার আলি বল বাড়ান বাঁ দিকে থাকা পিভি বিষ্ণুকে। তিনি বলটা সেন্টার করেন ইউসেফকে। ঠিকঠাক না রাখতে পারায় বল চলে যায় বিপক্ষ গোলকিপার হৃতিশ তিওয়ারি সহজেই ধরে নেন। তবে গোয়ার বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে পয়েন্ট হারিয়েও খুব একটা চিন্তিত নন কোচ অস্কার ব্রুঁজো। ম্যাচ শেষে তিনি বলেন, ‘দল ভালো খেলেছে, বিশেষত প্রথমার্ধে। আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলেছে। রক্ষণাত্মক ফুটবলের থেকে যেটা সব সময় ভালো। সামনে অনেক ম্যাচ বাকি রয়েছে, সেই দিকেই তাকাতে হবে আমাদের।’